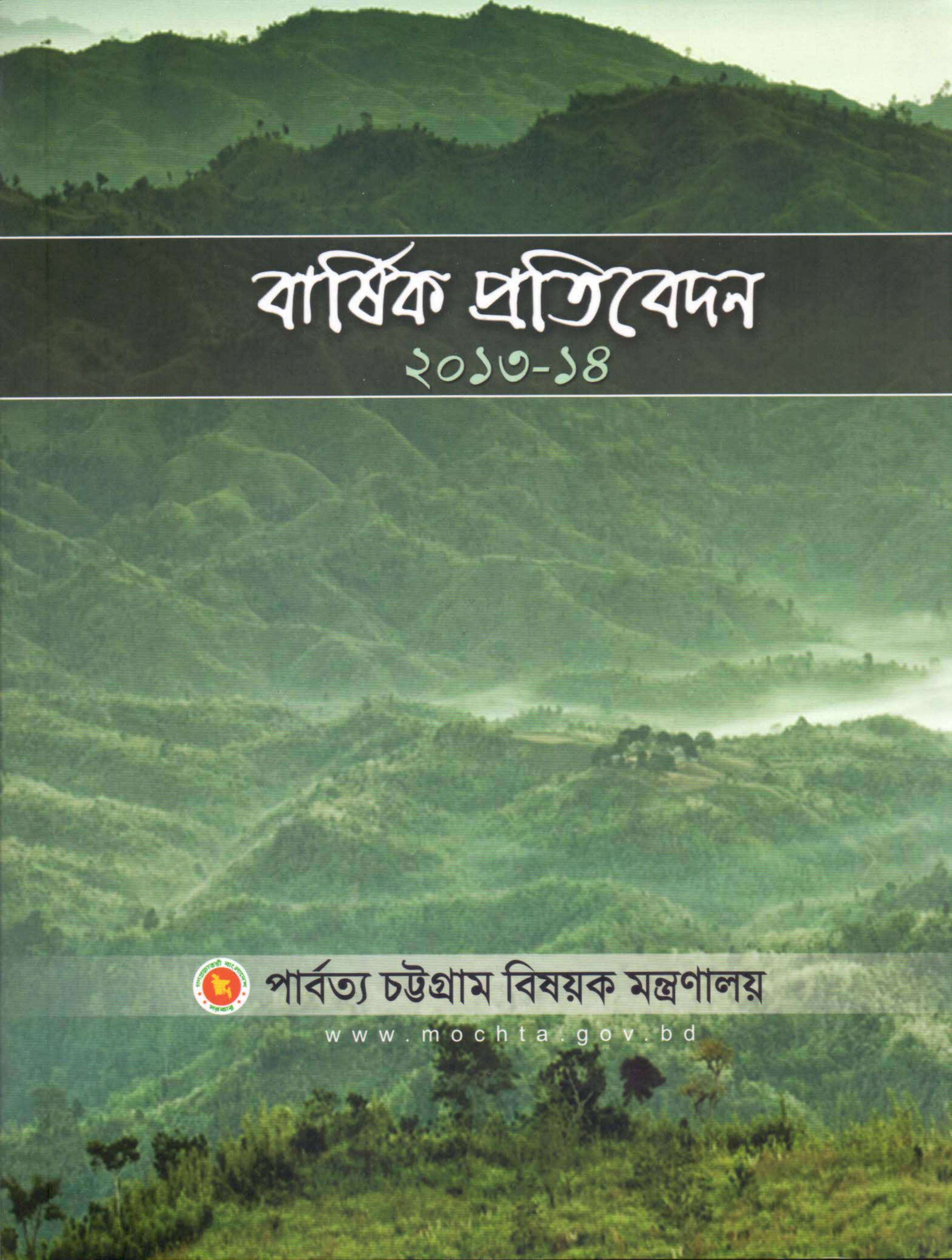

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৩-১৪

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

www.mochta.gov.bd

বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি

প্রতিমন্ত্রী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে অনগ্রসর তিনটি পার্বত্য জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পার্বত্য অঞ্চলের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিকাশ ও সংরক্ষণ এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করে চলেছে। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার, ভূমি ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ফলজ বাগান সৃজন, সামাজিক নিরাপত্তা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, অবকাঠামো নির্মাণ, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাও বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছে।

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সমতলের থেকে কিছুটা ভিন্নতর। পার্বত্য অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কল্যাণে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়ার জন্যই এ প্রতিবেদন। তাই, ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ/ সংযুক্ত দপ্তরসমূহের বিস্তারিত কার্যক্রম ও গৃহিত উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ কিভাবে পরিচালিত হয় সে সম্পর্কেও একটি সম্যক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা,
জয় বঙ্গবন্ধু।

বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের সংঘাতময় পরিস্থিতির নিরসনকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক চুক্তির ফসল হিসেবে ১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। চুক্তি অনুযায়ী হস্তান্তরযোগ্য ৩৩টি বিষয়ের মধ্যে রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ৩০টি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ৩০টি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট ২৯টি বিভাগ/বিষয় ইতোমধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে ২০১৪ সালেই ৬টি বিভাগ/বিষয় হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকী ৩টি বিষয়ের হস্তান্তর প্রক্রিয়া চলমান আছে।
শান্তি চুক্তির ফলে অনগ্রসর পার্বত্য অঞ্চল জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল ধারার সাথে সংযুক্ত হয় এবং এ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশীয় অর্থায়নে ও বৈদেশিক সহায়তায় নেয়া হয় নানা প্রকল্প যার সফল বাস্তবায়নের সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, সামাজিক নিরাপত্তা, উদ্বাস্ত পুনর্বাসন, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো নির্মাণ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, খেলাধুলা ও সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশসহ বিভিন্ন প্রকার আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে- যার অগ্রগতি খুবই আশাব্যঞ্জক । ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৩৬৩.২২ কোটি টাকা ব্যয়ে তিন পার্বত্য জেলায় সর্বমোট ১,৩৩৩টি প্রকল্প/স্কীম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অপরদিকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় ৮০,০০০ হাজার মে.টন খাদ্যশস্য এবং ২৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিন পার্বত্য এলাকায় বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে ১৬,১৪০টি পরিবার, ৬৫২ টি প্রতিষ্ঠান ও ৫,৬০,২৯২ জন ব্যক্তি উপকৃত হয়েছে।
সম্প্রতি সরকার পার্বত্য অঞ্চলের ভূমি বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন' পুনর্গঠন করেছে। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন', ২০০১ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর বিষয়টিও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ১৯৭৬ সালে জারিকৃত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ' বাতিল করে তার স্থলে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৪' জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে, গতি সঞ্চারিত হয়েছে পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রমে।
বিগত ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ প্রতিবেদনে গ্রন্থিত হয়েছে যা পার্বত্য এলাকার জনগণের উন্নয়নের অভিযাত্রা সম্পর্কে ধারণা দিতে সহায়ক হবে।

পার্বত্যবাসীর শান্তি ও সুষম উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

সম্পাদনা পর্ষদ

সংকলন ও সম্পাদনাঃ

জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা সহযোগীঃ

জনাব বাসুদেব আচার্য্য, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)

জনাব মোঃ সামসুজ্জামান, যুগ্মসচিব(প্রশাসন)

মিজ্ লিপিকা ভদ্র, উপসচিব, সমন্বয়-২

জনাব এএইচএম জুলফিকার আলী, জনসংযোগ কর্মকর্তা

প্রকাশকালঃ মার্চ, ২০১৫

মুদ্রণঃ

ওলিয়েন্ডার কমিউনিকেশন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

১৪ জুন, ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের বেতবুনিয়া উপ-গ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে
বক্তব্য প্রদান করছেন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সূচীপত্র

বিষয়ঃ **পৃষ্ঠা**

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় 5

২। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ২১

৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড....................২৯

৪। ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন
এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স....................৪৪

৫। **জেলা পরিষদসমূহঃ**....................৫১

(ক) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ

(খ) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ ৬৯

(গ) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ৮৪

৬। **বিবিধ** ৯৬

৬.১. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

৬.২. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি ১০৯

৬.৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত শাসন ব্যবস্থা ১২৮

৬.৪. পার্বত্য চট্টগ্রামে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ১২৯

৬.৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কর্মরত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ
পরিচালনার জন্য বিশেষ বিধানাবলী ১৩০

৬.৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের নাম, পদবী ও ফোন নম্বর ১৩২

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.১ ভূমিকাঃ

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশের প্রায় এক-দশমাংশ আয়তন জুড়ে রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান তিনটি জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গঠিত। এ তিনটি জেলার মোট আয়তন ১৩,২৯৫ বর্গ কিলোমিটার। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এ অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ১৫,৮৭,০০০ জন।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও জাতিস্বত্তাসমূহের অধিবাসীদের মধ্যে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চংগ্যা, ম্রো, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, চাক, খেয়াং প্রভৃতি উপজাতি রয়েছে। অ-উপজাতীয়দের মধ্যে ৪৮ ভাগ মুসলমান এবং বাকীরা হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী। এসব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিস্বত্তা ও অ-উপজাতীয় জনগোষ্ঠী তাদের নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির স্বকীয়তা বজায় রেখে যুগ যুগ ধরে একে অপরের পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি ১৮৬০ সালে একটি স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদার লাভ করে। পরবর্তীতে এ অঞ্চলকে তিনটি জেলায় রূপান্তরিত করা হয়। বর্তমানে তিনটি পার্বত্য জেলায় মোট ৭টি পৌরসভা এবং ২৬ টি উপজেলা আছে। পাহাড়, বন, নদী, ঝর্ণা-এ অঞ্চলকে স্বতন্ত্র ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এ অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য অবকাঠামোসহ অন্যান্য খাতসমূহে সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৪.০৯.২০১৪ তারিখ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন

১.২. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠনঃ

যুগ যুগ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও জাতিস্বত্তা এবং অ-উপজাতীয় জনগণ বসবাস করছে। উপ-জাতীয়রা যেমন একদিকে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী, অন্যদিকে তারা মূল জনগোষ্ঠীর অপরিহার্য অংশ। স্বাধীনতার পর থেকে এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর সংবিধানের আওতায় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অধিকার এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করাসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী ১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়।

১.৩. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
(২) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
(৩) ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স

(৪) রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
(৫) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং
(৬) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ

১.৪. এ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী ঃ

ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

খ) নিয়ন্ত্রিত বিষয়াদিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার স্থানীয় সরকারসমূহকে পরামর্শ প্রদান;

গ) সকল প্রাসংগিক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সমন্বয় সাধন;

ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জন্য গঠিত কাউন্সিল কমিটি; বিশেষ কমিটি এবং ওয়ার্কিং কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

ঙ) সরকার এবং কমিটিসমূহকে পরামর্শ দান, মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রাসংগিক সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন;

চ) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মসূচী প্রস্তুত করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জন্য উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ;

ছ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহের সমূদয় কার্যাবলী সম্পাদন;

জ) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রচলিত আইন অনুসারে উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম সরকারসহ সকল স্থানীয় সরকারসমূহের কার্যাবলী সম্পাদন;

ঝ) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার পরিবেশ ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি কর্মবিভাগের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করা;

ঞ) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার উপ-জাতীয়/অ-উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সামাজিক প্রথা, রীতি-নীতি, ভাষা, ধর্ম, আচার-আচরণ ও স্বকীয়তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;

ট) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন;

ঠ) পার্বত্য চট্ট্রগ্রাম এলাকার এনজিও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং করা;

ড) পার্বত্য এলাকার আঞ্চলিক পরিষদসহ সকল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের তদারকি ও সমন্বয়সহ আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন;

ঢ) পার্বত্য চট্ট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রশাসন;

ণ) সমন্বিত পর্বত উন্নয়নের আন্তর্জাতিক সংস্থা (ইসিমড) সংক্রান্ত বিষয়াদি;

ত) সিভিল এ্যাফেয়ার্স অফিস, চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিষয়াদি

থ) এ মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীর সংগে সংশ্লিষ্ট সকল আন্তর্জাতিক সংগঠনের সংগে সংশ্লিষ্টতা বজায় রাখা (লিয়াজোঁ) এবং সকল বৈদেশিক বিষয়াদি;

দ) মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যস্ত বিষয়াবলীর সংগে সংশ্লিষ্ট সকল আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ;

ধ) এ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত কোন বিষয়ের তদন্ত এবং পরিসংখ্যান।

১.৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোঃ

জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং,এমপি বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োজিত আছেন। এ মন্ত্রণালয়ে ১ জন সচিব, ০২ জন যুগ্ম-সচিব, ০৪ জন উপসচিব, ০৮ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, ০১ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান, ০১ জন সচিবের একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব ০১ জন, প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব ০১ জন (সহকারী সচিব) ০১ জন গবেষণা কর্মকর্তা, সহকারী প্রোগ্রামার ০১ জন, ০১ জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাসহ মোট ২২টি ১ম শ্রেণীর পদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তার পদ ০৮টি, ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০৭টি পদ ও সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার ১টি সহ ১৬টি ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তার পদ এবং ৩১টি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদসহ মোট ৬৮ টি পদের সংস্থান রয়েছে।

যুগ্ম-সচিবদের অধীন অধিশাখা এবং শাখাসমূহ নিম্নরূপঃ

যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন) প্রশাসন অনুবিভাগ	উপসচিব, প্রশাসন অধিশাখা	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব প্রশাসন-১ শাখা,
		সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, বাজেট/প্রশাসন-২ শাখা
		সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, আইন শাখা
		হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা
	উপসচিব, পরিষদ	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব পরিষদ শাখা-১
	উপসচিব, পরিষদ অধিশাখা -২	
যুগ্ম-সচিব(উন্নয়ন) উন্নয়ন অনুবিভাগ	উপসচিব, সমন্বয়	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব সমন্বয় শাখা-১
	উপসচিব, সমন্বয় অধিশাখা-২	
	উপসচিব, উন্নয়ন	সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা শাখা
		সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব উন্নয়ন শাখা

১.৫.ক. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর নিয়ন্ত্রনাধীন দপ্তরসমূহের জনবলের বিবরণঃ

ক. ১. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)ঃ

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৬৮	৫২	১৬
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)			
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ	৭৩	৪৯	২৪
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	১৫১	১২৫	২৬
ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স	২২	১৪	০৮

পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি	৭২	৬৫	০৭
পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি	৭১	৬৪	০৭
পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান	৭০	৬২	০৮
মোট	৫২৭	৪৩১	৯৬

ক.২.শূন্য পদের বিন্যাসঃ

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	যুগ্মসচিব / তদুর্ধ্ব পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণীর পদ	২য় শ্রেণীর পদ	৩য় শ্রেণীর পদ	৪র্থ শ্রেণীর পদ	মোট
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়		০৪	০৩	০৪	০৫	১৬
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ	০১	০৭	--	১২	০৪	২৪
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	--	০৭	০২	০৮	০৯	২৬
ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরনার্থী প্রত্যাবাসন ও পুর্নবাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুর্নবাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স		০২	০১	০১	০৪	০৮
পার্বত্য জেলা পরিষদ,রাংগামাটি	--	০৪	--	০২	০১	০৭
পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি	--	০৩	--	০৩	০১	৭
পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান	--	০৩	০৩	০১	০১	০৮
মোট	০১	৩০	০৯	৩১	২৫	৯৬

১.৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বাজেটঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুন্নয়ন খাতে রাজস্ব বাজেট ছিল ৩.৫৩ কোটি (তিন কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ ছিষট্টি হাজার) এবং উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৬৩.২২ কোটি (তিন শত তেষট্টি কোটি বাইশ লক্ষ) টাকা, এর মধ্যে ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে ২৯৮.৫৭ কোটি (দুই শত আটানব্বই কোটি সাতান্ন লক্ষ) টাকা, অর্জিত অগ্রগতির হার ৮২.২%। বরাদ্দকৃত ৩৬৩.২২ কোটি (তিন শত তেষট্টি কোটি বাইশ লক্ষ) টাকার মধ্যে সরকারী অর্থ ২১২.৭৭ কোটি (দুইশত বার কোটি সাতাত্তর লক্ষ) টাকা এবং দাতা সংস্থা UNDP,UNICEF, ADB এর ১৫০.৪৫ কোটি (একশত পঞ্চাশ কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ) টাকা। চলতি ২০১৪-১৫ অর্থবছরের এডিপিতে ৪৭৫.৯৬ কোটি (চার শত পঁচাত্তর কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ) টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এছাড়াও ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে পূনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় টি.আর খাতে ৭৫,০০০ (পচাত্তর হাজার) মেট্রিক টন খাদ্যশস্য এবং জি.আর খাতে ২.৫০ কোটি (দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায় এবং ১০০% ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে এ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ ছিল নিম্নরূপ ঃ

অর্থনৈতিক কোড	খাত	সংশোধিত বাজেট (হাজার টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (হাজার টাকায়)
৪৫০০	অফিসারদের বেতন	৮০০০	৭৩১০
৪৬০০	কর্মচারীদের বেতন	৩২০০	২৮৩৪
৪৭০০	ভাতাদি	৯০৩০	৭৫৬৪
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	৯৪১০	৬৩৩৮
৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ	৬০০	৩৫৬
৬৩০০	অবসর ভাতা ও আনুতোষিক	৩৬৩০	২৪৬৮
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ/ব্যয়	৯০০	৬৪২
৭৪০০	ঋণ ও অগ্রিম	৫৯৬	৩৫
	মোট	৩৫৩৬৬	২৭৫৪৭

১.৭ ২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) (প্রকল্প সাহায্য)	ব্যয়(লক্ষ টাকায়) (প্রকল্প সাহায্য)
১	পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট)।	৫৬০০.০০ (২৫৫০.০০)	৪৩২৭.০৩ (১৪৫৬.৭৯)
২	প্রমোশন অব ডেভেলপমেন্ট এন্ড কনফিডেন্স বিল্ডিং ইন দ্যা চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস (ইউএনডিপি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন)।	১০১০০.০০ (৯৬০০.০০)	৬৯৮৯.৪৫ (৬৯৮৯.৪৫)
৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায়ঃ		
	(ক) আঞ্চলিক পরিষদ অংশ কোড ৭১০০	৩১১২.০০ (২৫৩৫.০০)	১৩০৮.০৯ (৭৪৯.৩৬)
	(খ) এলজিইডি অংশ (কোড-৭১১০)	৫১০.০০ (৩৬০.০০)	৪৬২.৩৬ (৩২২.৭১)
৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য থোক বরাদ্দ।	৪০০০.০০	৪০০০.০০

৫	পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার পরিষদের জন্য থোক বরাদ্দ।	৩০০০.০০	৩০০০.০০
৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বাবদ থোক বরাদ্দ।	১০০০০.০০	৯৯৩৪.০৬
	মোট =	৩৬৩২২.০০ (১৫০৪৫.০০)	৩০০২১.০৪ (৯৫১৮.৩১)

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত ১১টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি সম্প্রদায় তাঁদের ঐতিহ্যবাহী পোষাকে

১.৮. ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাদি সম্পাদিত হয়েছেঃ

(১) রাঙ্গামাটি পৌর এলাকার রাঙ্গামাটি জেলা স্কুল, রিজার্ভ বাজার ও এতদসংলগ্ন এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটি রিজার্ভ বাজার এলাকায় একটি পানি শোধনাগার নির্মাণ করা হয়েছে ;

(২) কাপ্তাই উপজেলাধীন ভালুক্যা-তিনছড়ি পর্যন্ত ২.৭০ কিঃমিঃ এইচ বি বি করণ করা হয়েছে ;

(৩) রাঙ্গামাটি জেলার জেলা শহরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে একটি নতুন পর্যটন মোটেল নির্মাণ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে প্রকল্পটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা হয়েছে ;

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তার আওতায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায় জাতির পিতার ভাস্কর্য এবং বান্দরবান শহরের শিশু একাডেমি চত্বরে 'বঙ্গবন্ধু মুক্ত মঞ্চ' নির্মাণ করা হয়েছে ;

(৫) রাঙ্গামাটি সদরের সংগে বাঘাইছড়ি উপজেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নানিয়ারচর উপজেলার সংলগ্ন চেঙ্গী খালের উপর ট্রাফিক গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে ;

(৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় পাঠদান চালু করা হয়েছে ;

(৭) এছাড়া ছোট ছোট যোগাযোগ অবকাঠামোসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বনায়ন, তাঁত প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সম্প্রসারণ, বিদ্যুতায়ন, কৃষি গবেষণা সম্প্রসারণ, মৎস্য চাষ ও পশু সম্পদের উন্নয়ন, ফলমুলের বাগান স্থাপন, রাবার বাগান সৃজন, পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধিকরণ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা সম্প্রসারণ, পানীয় জল ও পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি ক্ষেত্রে ৯২৭টি স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১.৯. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প -৩য় পর্যায়-শীর্ষক প্রকল্প ঃ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ	৩২০.০০ কোটি (জিওবি ২১০.২৫ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ১০৯.৭৬ কোটি) টাকা।
বাস্তবায়ন মেয়াদ	ঃ	জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যতা অর্জনের লক্ষ্যে মৌলিক সেবার সুযোগ বৃদ্ধিকরণ এবং তা যথাযথভাবে বিতরণ, বিশেষ করে মা ও শিশুদের জীবনরক্ষাকারী বিভিন্ন বিষয়ে (পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে) টেকসই ব্যবহারিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ।

প্রধান প্রধান কর্মসূচীঃ

- ৫০০টি নতুন পাড়াকেন্দ্র নির্মাণসহ মোট ৪,০০০টি পাড়াকেন্দ্র নিয়মিত পরিচালনার মাধ্যমে ১,৬০,০০০ পরিবারকে মৌলিক সেবা প্রবাহের সাথে সম্পৃক্তকরণ;
- ৪,০০০টি পাড়াকেন্দ্রের সার্ভে সম্পন্নকরণ;
- পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিভাগসমূহের সেবা বিতরণের ব্যবস্থা;
- ৩-৫ বছর বয়সী ১,৫২,০০০ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকরণ ;
- ৬-৫৯ মাস বয়সী শিশু, ১৩-১৯ বছরের কিশোরী, গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মা এবং নববিবাহিত মহিলাদের রক্তস্বল্পতা পূরণ করতে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সাপ্লিমেন্টস প্রদান ;
- ১ বছর বয়সী ১,৬০,০০০ শিশুকে টিকা প্রদান ;

- ৮০০টি পুরাতন পানির উৎসের মেরামতসহ নতুন ১২০০টি পানির উৎসের উন্নয়ন ও ২০,০০০টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন সরবরাহকরণ ;
- প্রকল্পের আওতাভুক্ত ০৩টি জেলার ২৫টি উপজেলার তথ্যাদি সমন্বয়ে MIS প্রতিষ্ঠা এবং তা কার্যকরকরণ।

প্রকল্পের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জনঃ

- ৩০০টি নতুন পাড়াকেন্দ্র স্থাপন ;
- পাড়াকর্মীদের প্রশিক্ষণ মড্যুল উন্নয়ন ;
- ৬৭৫ জন পাড়াকর্মী ও প্রকল্প কর্মকর্তার মৌলিক প্রশিক্ষণ ;
- ৩৮০০ জন পাড়াকর্মীর পুনঃ প্রশিক্ষণ ;
- ৩৫০০ কেন্দ্রে ৫৮০০০ শিশুকে প্রি-স্কুল শিক্ষা দান ;
- ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ে ১০০০ শিক্ষার্থীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ;
- কাপ্তাই হ্রদবেষ্টিত ২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার, কম্পিউটার প্রদান ও শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য ইঞ্জিন বোট সরবরাহ ;
- বান্দরবান জেলায় ২০৮টি পাড়াকেন্দ্র মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কারিকুলাম তৈরী ও পাড়াকর্মী প্রশিক্ষণ ;
- ৩৫০০ পাড়াকেন্দ্রে শিশু, কিশোরী ও মহিলাদের জন্য আয়রন টেবলেট ও ভিটামিন মিনারেল পাউডার বিতরণ ;
- বান্দরবান জেলায় ৩০০টি পাড়াকেন্দ্রে কিশোরীদের জীবন নির্বাহী শিক্ষা ও শিক্ষা সহায়তা প্রদান ;
- পাড়াকেন্দ্রে শিশুদের শতভাগ জন্ম নিবন্ধন ;
- ৬০০ পাড়াকেন্দ্রে হাইজিন বিষয়ক পাড়া এ্যাকশান প্লান হালনাগাদকরণ ;
- প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে মনিটরিং ও সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান ;
- পার্বত্য জেলাসমূহে Local capacity building and community empowerment কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও জরিপ কার্যাদি সম্পাদন ;
- প্রকল্পের মনিটরিং ব্যবস্থা উন্নয়নে ক্লাস্টার সভা ও পাড়াকেন্দ্র পরিদর্শন জোরদারকরণ এবং
- মাঠ পর্যায়ে ৫০টি মোটর সাইকেল ও ২৫টি কম্পিউটার বিতরণ।

১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১২ গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত তিন পার্বত্য জেলার হেডম্যানবৃন্দ

পার্বত্য জেলা পরিষদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ঃ

- আইসিডিপি বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে মৌল সেবার চাহিদা সৃষ্টি করে।
- পার্বত্য জেলা পরিষদ ন্যস্ত বিভাগসমূহের মাধ্যমে পাড়াকেন্দ্র সেবা প্রদান নিশ্চিত করে।
- পাড়াকেন্দ্রসমূহ বিভিন্ন বিভাগের (স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি) সেবা দান কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- জেলা সমন্বয় কমিটির সভাপতি হিসাবে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে মনিটর করেন।
- জেলা পরিষদে আইসিডিপি-এর একটি লিয়াঁজো অফিস স্থাপিত হয়েছে। ১ জন কো-অর্ডিনেটর এবং ৪ জন প্রোগ্রাম অফিসার লিয়াঁজো অফিসে পদায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিশু ও মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। পাড়াকেন্দ্রে বিভিন্ন সেবা বিতরণে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সরকারী বিভাগকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন স্তরে জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের তত্ত্বাবধান ও সহায়ক ভূমিকা নিশ্চিত করা হয়েছে।

(খ) প্রমোশন অব ডেভেলপমেন্ট এন্ড কনফিডেন্স বিল্ডিং ইন দ্যা চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস প্রকল্প (সংশোধিত)ঃ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ
প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ	১০৯৭.৬৩.০০ লক্ষ টাকা।
বাস্তবায়ন মেয়াদ	ঃ	এপ্রিল, ২০০৩ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- পার্বত্য চট্টগ্রামের দারিদ্র বিমোচনের জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও স্থানীয় জনসাধারণকে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা দান করা।

- পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন সহায়ক পরিবেশ তৈরী করে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ নেয়া।

- দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের নিমিত্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের জন্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।

প্রধান প্রধান কর্মসূচিঃ

- তৃণমূল পর্যায়ে কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য বৃদ্ধিকরণ;
- আঞ্চলিক ও আন্তঃ কমিউনিটি উন্নয়ন কর্মসূচী;
- আত্মনির্ভরশীল উন্নয়ন কর্মসূচী হিসেবে স্থানীয় জনসাধারণকে ছোট ছোট প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা;
- পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির নিমিত্ত আস্থা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী ;
- উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয়, আস্থা বৃদ্ধি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের জন্য ইউএনডিপি-এর পরিচালনা অবকাঠামো ও সামর্থ্য সহায়তা সংক্রান্ত। ন

২০১৩-১৪ অর্থবছরে UNDP- CHTDF প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ:

(১) পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখাঃ

- পার্বত্য এলাকার মূল জনগোষ্ঠী হতে সর্বমোট ২৫৫ জন উপজাতীয় পুলিশ সদস্যকে পার্বত্য এলাকায় বদলি এর মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলে পুলিশ সহায়তা কার্যক্রম জোরদার করা। ৪২ টি মোটর বাইক, ৩ টি স্পীড বোট ইঞ্জিন ও ১ টি কান্ট্রি বোটসহ পুলিশ থানাগুলোতে লজিস্টিক সহায়তা প্রদান। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত ১৯ টি পুলিশ ফাঁড়ি সংস্কার ও ফাঁড়িগুলোতে নারীবান্ধব সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান ইস্যুগুলো সম্পর্কে পুলিশ বাহিনীকে ওয়াকিবহাল করা ও লোকাল কম্যুনিটি এর সাথে পুলিশ বাহিনীর দূরত্ব হ্রাস করার লক্ষ্যে ৫১৯ জন স্থানীয় পুলিশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন, শাসন ব্যবস্থা, শান্তি চুক্তি এবং উপজাতি জনগোষ্ঠীর প্রথাগত রীতির চর্চা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

- ৩০০ টি কম্যুনিটি পুলিশ ফোরাম (ওয়ার্ড লেভেল এ ২৭০ টি, ইউনিয়ন লেভেল এ ৩০ টি) কে পুনরায় সক্রিয় করা। কম্যুনিটি পুলিশ ফোরামের ২৩৫ জন সদস্যকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং জন-নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

- এডভোকেসি এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা (আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া) ও জুম চাষ ব্যবস্থাপনা (ডেপুটি কমিশনার হতে) পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত ২২৮ টি স্কুল জাতীয়করণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর সম্মতির নিমিত্তে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সার-সংক্ষেপ প্রেরণ।

- স্পোর্টস ফর পিস (ফুটবলার পরিচর্যা কেন্দ্র) এবং বিতর্ক দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২৪৬ জন পাহাড়ী যুবকের কনফিডেন্স ও নেতৃত্বগুণ উন্নতকরণ।

- সংঘাতরোধকল্পে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংঘাত ম্যাপিং সমাপ্তকরণ। ঢাকা ইউনিভার্সিটির Peace And Conflict Department-কে উক্ত প্রক্রিয়ায় সংযুক্তকরণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় Peace Makers Network এর বিস্তৃতিকরণ।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় উন্নয়ন সেবাসমূহঃ

- ন্যাইক্ষংছড়ি উপজেলায় ১৫ টি স্কুলে শিক্ষা সহায়তা বাড়ানোর মাধ্যমে আরো ৮৮৪ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিত করা। ৩১৫ টি প্রজেক্ট স্কুল এর মাধ্যমে ৯৫১৯ জন বালিকা সহ মোট ২০,১৯৫ জন শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান। ২০১৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার ৯৫% এর উপরে উন্নীতকরণ। উক্ত স্কুলসমূহে মেয়েদের জন্য ১৮৫টি পৃথক টয়লেট স্থাপন। স্কুলসমূহের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য Mother Groups (MGs) ও School Management Committees (SMCs) কে শক্তিশালী করা হয়েছে। বহুভাষী শিক্ষা ব্যবস্থাকে (প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ৬ টি ভাষা) জাতীয় শিক্ষানীতির অন্তর্ভুক্ত করা।

- জেলা এম ডি জি লক্ষ্যমাত্রা পূরণের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে। জেলা (১ টি), উপজেলা (২১ টি) ও ইউনিয়ন (১১৮ টি) পর্যায়ে এম ডি জি লক্ষ্যমাত্রা পূরণের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন। বাংলাদেশ এম ডি জি রিপোর্ট ২০১৩ তে CHT MDG Acceleration Action Framework (MAF) এর অন্তর্ভুক্তকরণ।

- ৮৭৬ টি CHSWs/CSBAs এর মাধ্যমে অপরিহার্য সার্ভিস ডেলিভারির জন্য ৩.৯৬ কোটি টাকা সরকারী বরাদ্দের মাধ্যমে স্থানীয় সেবা খাতে সরকারী অর্থায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ধারাবাহিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ৮৫৭ টি CHSW, ১৬ টি মেডিকেল টীম, ৮০ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং ১৫৮ টি CSBA সক্রিয় রয়েছে। সর্বমোট ৪০৬,১৪০ জন রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। ১২৯৩ টি নিরাপদ ডেলিভারি নিশ্চিত করা হয়েছে। রেফারেল সিস্টেম সম্পূর্নরূপে কার্যকর রয়েছে।

(৩) **নিজস্ব উন্নয়ন পরিচালনাকল্পে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধিঃ**

- ২৩৬ টি এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন উদ্যোগ (Area Based Development Initiatives) প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৩ সালে যেগুলো ১০০০ টি কম্যুনিটি দ্বারা পূর্ণ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে (২-৫ টি গ্রাম যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে)। ২৫ টি উপজেলা পরিষদ ও ১১৮ টি ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে;
- এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন উদ্যোগ এর মাধ্যমে মোট ১৪,৬৩৩ জন কম্যুনিটি জনগণের জন্য ১৪,২৯২৬ দিন কর্মদিবস এর সৃষ্টি করা হয়েছে ;
- কম্যুনিটি/ পাড়া উন্নয়ন কমিটির সাস্টেনিবিলিটি (Sustainibility) কৌশল বাস্তবায়নের জন্য চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম এর মূল কৃষি খাতের জন্য বিপণন ও মূল্য সংযোজন কৌশল উন্নয়ন;
- ৬৭ টি কলা উৎপাদক দলের মোট ১৫১৩ জন কৃষক মান উন্নয়ন প্রচেষ্টা চেইন এর মাধ্যমে অধিকতর আয় করছে;
- ফার্মার ফিল্ড স্কুল এর জন্য ১৫৫০ টি কম্যুনিটি/পাড়া উন্নয়ন কমিটি বাছাই করা হয়েছে। ২০১৪ সালে ২১৪ টি ফার্মার ফিল্ড স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- মোট ৩০,৯৫১ একর জায়গা নিয়ে ৩১৪ টি ভিলেজ কমন ফরেস্ট চিহ্নিতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩ টি সার্কেল এর সাথে ভিলেজ কমন ফরেস্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য LAO স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সেখানে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জন্য জাতীয় REDD+ কাঠামোর উন্নয়ন করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি কর্মশালায় ভাষণ দিচ্ছেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. গওহর রিজভী

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন -২য় পর্যায় প্রকল্পঃ

মুখ্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ,
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, এলজিইডি
প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ	৫০৪৯২.৯৫ লক্ষ (জিওবি ১০৩৯৮.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৪০০৯৪.২৭ লক্ষ টাকা)
প্রকল্পের অর্থায়ন	ঃ	এডিবি ও জিওবি
বাস্তবায়ন মেয়াদ	ঃ	জুলাই, ২০১১ হতে জুন ২০১৮

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চরম দারিদ্র দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে এ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে তাদের নিকট অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে এ লক্ষ্যে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথোপযুক্তভাবে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পরিবেশ বান্ধব মূল্যবান শস্যাদি/ফসলাদি উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান এবং বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানপূর্বক ক্ষুদ্র কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারের ব্যবস্থাকরণ;

- গ্রামীণ সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে মহিলা, চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ গোষ্ঠী এবং উপজাতি জনগণের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাদি সৃষ্টি করা;

- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ওয়াটার শেড এবং অবস্থা উন্নয়নের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক ভূমি ও পানি সংরক্ষণের উন্নয়ন সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রধান প্রধান কর্মসূচিঃ

- গ্রামীন অবকাঠামো, ফিডার সড়ক, গ্রামীণ সড়ক, পায়ে চলা পথ এবং উল্লিখিত রাস্তায় ব্রীজ/কালভার্টসমূহের মান উন্নয়ন;
- উৎপাদন এবং তার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধি করা;
- গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় জনসাধারণের আর্থিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ছোট ছোট উন্নয়নমূলক কাজ;
- আঞ্চলিক ও আন্তঃকমিউনিটি উন্নয়ন কর্মসূচী।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ:

এ প্রকল্পের আঞ্চলিক পরিষদ অংশের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ১৭২.৪৫ লক্ষ (এক কোটি বাহাত্তর লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার) টাকায় কটুরিয়া পাড়ায় ১ কিমি: রাস্তা, ছোটডুলু হতে ত্রিরত্নাঙ্কুর পর্যন্ত ১ কিমি রাস্তা ও বিমাছড়া পাড়ায় ১ কি.মি. রাস্তা এইচবিবি করণ এবং সাপছড়ি ওয়গাপাড়ায় ১.৫ কি.মি আরসিসি রাস্তা করণ এবং মুবাছড়ি পাড়ায় ৭৬ মি. সিঁড়ি নির্মাণ, ৮টি টিউবওয়েল স্থাপন ও সাপছড়ি ওয়গাপাড়া মার্কেট শেড নির্মাণ । খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ধর্মঘর-ধর্মপুর ভায়া গুলকানা ৫.১২ কি.মি রাস্তা এইচবিবি করণ এবং মেজার পাড়ায় ১টি মার্কেট শেড নির্মাণ করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের এলজিইডি অংশের মাধ্যমে ৩৯৪.২০ লক্ষ (তিন শত চুবানব্বই লক্ষ বিশ হাজার) টাকায় তিন পার্বত্য জেলায় নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি এর দপ্তরে এক্সটেনশন অব ফাংশনাল বিল্ডিং এর ৭০% কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে । তাছাড়া, ১০৭১.০১ লক্ষ (দশ কোটি একাত্তর লক্ষ) টাকা ব্যয়ে বেতবুনিয়া চেইরি বাজার পর্যন্ত ৬.০১ কি.মি উপজেলা সড়ক এবং ৫৮০.৬০ লক্ষ (পাঁচ কোটি আশি লক্ষ ষাট হাজার) টাকা ব্যয়ে পানছড়ি জিসি হতে ভাইবোনছড়া জিসি ভায়া শান্তিপুর অরণ্য কুটির পর্যন্ত ৫.৪১ কি.মি উপজেলা সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে।

১.১০. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বাবদ প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা /থোক বরাদ্দের বিবরণঃ

(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দ (প্রকল্প কোড- ৫০১০)ঃ

২০১৩-১৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দ' ১০০০০.০০ লক্ষ (একশত কোটি) টাকার আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ৪১৭৬.০০ লক্ষ (একচল্লিশ কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ)টাকা দ্বারা ১০৩টি প্রকল্প, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ১৯৪৯.০০ লক্ষ (উনিশ কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ) টাকা দ্বারা ১৩৮টি প্রকল্প, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ১৩৫০.০০ লক্ষ (তের কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা দিয়ে ৯৫টি প্রকল্প , বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ ১৪৫৫.০০ লক্ষ (চৌদ্দ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ) টাকা

দ্বারা ৫৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া উক্ত থোক বরাদ্দের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এর মাধ্যমে ৯৩৫.০০ লক্ষ (নয় কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা দ্বারা ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

এ বরাদ্দ দ্বারা তিন পার্বত্য জেলায় যোগাযোগ অবকাঠামোসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ, বনায়ন, কৃষি, মৎস্য চাষ ও পশু সম্পদের উন্নয়ন, ফলমুল ও রাবার বাগান সৃজন, রেশম , ইক্ষু ও তুলা চাষ সম্প্রসারণ, বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসা সম্প্রসারণ, পানীয় জল ও পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(খ) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার পরিষদ উন্নয়ন সহায়াতা বরাদ্দ(কোড ৭০২০)ঃ

এ সহায়তায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ ৩০০০.০০ লক্ষ (ত্রিশ কোটি টাকা তিন পার্বত্য জেলার আয়তন, জনসংখ্যা এবং অনগ্রসরতা ইত্যাদি ভিত্তিতে জেলাভিত্তিক বিদ্যমান মানদণ্ড অনুসারে রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদের জন্য ৩৬%, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের ৩১% এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের জন্য ৩৩% হারে নিম্মরূপভাবে বিভাজন করা হয়েছে:

ক্রঃ নং	জেলা পরিষদের নাম	টাকার পরিমাণ
১।	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ	১০৮০.০০ লক্ষ (দশ কোটি আশি লক্ষ) টাকা
২।	খাছড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ	৯৩০.০০ লক্ষ (নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা।
৩।	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ	৯৯০.০০ লক্ষ (নয় কোটি নব্বই লক্ষ) টাকা
	মোট =	৩০০০.০০ লক্ষ (ত্রিশ কোটি)

এ অর্থদ্বারা পরিষদত্রয়ের সংস্থাপন ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট অর্থ দ্বারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কৃষি, ধর্ম, সংস্কৃতি, সমাজকল্যাণ, আর্থ-সামাজিক প্রভৃতি সেক্টরে ৩৭০টি প্রকল্প/স্কীম বাস্তবায়ন করেছে।

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দ (কোড-৭০৩০)ঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এ সহায়তা বরাদ্দ ৪০০০.০০ লক্ষ (চল্লিশ কোটি) টাকা দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে গ্রামীণ যোগাযোগ, কৃষি, ধর্মীয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পানীয় জল প্রভৃতি অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ৫৫৭টি প্রকল্প/স্কীম বাস্তবায়ন করেছে।

১৭ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে বান্দরবান জেলার রুমা সেতু উদ্বোধন করছেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

২. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

২.১. ভূমিকা ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন-১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১২ নং আইন) অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়। ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে ২৭ মে ১৯৯৯ ইং তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে।

২.২. কর্মপরিধি:

(ক) পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ উহাদের আওতাধীন এবং উহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন;
(খ) পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমুহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন;
(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর কার্যাবলীর সার্বিক তত্ত্বাবধান;
(ঘ) পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন;
(ঙ) উপজাতীয় রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি এবং সামাজিক বিচার সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান;
(চ) জাতীয় শিল্পনীতির সহিত সংগতি রাখিয়া পার্বত্য জেলাসমুহে ভারী শিল্প স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান;
(ছ) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং এনজিও কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন;

২.৩. ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের অনুষ্ঠিত সভাসমূহ ঃ

ক্রমিক নং	সভাসমূহ	তারিখ	স্থান
০১।	৬১তম	১৭/১১/২০১৩ খ্রিঃ	পরিষদের সভাকক্ষ
০২।	৬২তম	০২/০৪/২০১৪ খ্রিঃ	পরিষদের সভাকক্ষ
০৩।	৬৩তম	২২/০৭/২০১৪ খ্রিঃ	পরিষদের সভাকক্ষ

২.৪. পরিষদ এর গঠন ঃ

(১) শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা --- চেয়ারম্যান
(২) শ্রী উষাতন তালুকদার --- সদস্য
(৩) শ্রী মংনুচিং মারমা --- সদস্য
(৪) শ্রী থৈোয়াচিং চৌধুরী --- সদস্য
(৫) শ্রীমতি মাধবীলতা চাকমা --- সদস্য
(৬) শ্রীমতি উনুপ্রু --- সদস্য
(৭) জনাব মো: ইউসুফ --- সদস্য
(৮) জনাব মো: জাফর আহমদ --- সদস্য
(৯) শ্রী গৌতম কুমার চাকমা --- সদস্য
(১০) শ্রী স্নেহকুমার চাকমা --- সদস্য
(১১) শ্রী কাজল কান্তি দাশ --- সদস্য
(১২) শ্রী সাধুরাম ত্রিপুরা --- সদস্য
(১৩) জনাব মো: শফিকুর রহমান --- সদস্য
(১৪) শ্রী লয়েল ডেভিড বম --- সদস্য
(১৫) শ্রী রক্তোৎপল ত্রিপুরা --- সদস্য
(১৬) বেগম রওশন আরা বেগম --- সদস্য
(১৭) শ্রী সুধাসিন্ধু খীসা --- সদস্য
(১৮) জনাব নুরুল আলম --- সদস্য
(১৯) জনাব মাহবুবুর রহমান --- সদস্য
(২০) শ্রী রূপায়ণ দেওয়ান --- সদস্য
(২১) ডা: নীলু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা --- সদস্য
(২২) শ্রী কে এস মং মারমা --- সদস্য
(২৩) চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (পদাধিকারবলে) --- সদস্য
(২৪) চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (পদাধিকারবলে) --- সদস্য
(২৫) চেয়ারম্যান, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ (পদাধিকারবলে) --- সদস্য

উল্লেখ্য, ২ নং ক্রমিকে বর্ণিত সদস্য শ্রী উষাতন তালুকদার ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় তাকে বিগত ০৯/০১/২০১৪ খ্রি: তারিখ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যপদ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

৪ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে ৫ম সাংস্কৃতিক বৈচিত্র উৎসবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন পার্বত্য চট্টগ্রামের শিল্পীবৃন্দ

২.৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কমিটিসমূহঃ

কমিটি	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলী	পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী
ক। **সাধারণ প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক কমিটি ঃ** ১। মাননীয় চেয়ারম্যান- আহ্বায়ক ২। শ্রী কেএস মং মারমা-সদস্য ৩। জনাব মাহবুবুর রহমান- সদস্য	১। পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন। ২। পার্বত্য জেলার আইন শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন।	১। পার্বত্য জেলার আইন শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান , সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন। ২। পুলিশ (স্থানীয়)
খ। **আইন, ভূমি ও স্থানীয় পরিষদ বিষয়ক কমিটি ঃ** ১। শ্রী গৌতম কুমার চাকমা- আহ্বায়ক ২। জনাব শফিকুর রহমান - সদস্য ৩। শ্রী স্নেহকুমার চাকমা- সদস্য ৪। জনাব নুরুল আলম- সদস্য	১। আইন, বিধি ও প্রবিধান সংক্রান্ত। ২। পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়সাধন।	১। পার্বত্য জেলা পরিষদের আইন, বিধি ও প্রবিধান। ২। ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা । ৩। জুম চাষ।

গ। **উন্নয়ন ও পর্যটন বিষয়ক কমিটি ঃ** ১। শ্রী সাধুরাম ত্রিপুরা- আহ্বায়ক ২। শ্রী লয়েল ডেভিড বম - সদস্য ৩। শ্রী থৈম্রাচিং চৌধুরী- সদস্য ৪। শ্রী কাজল কান্তিদাশ- সদস্য	১। পার্বত্য জেলার উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন। ২। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যাবলী সার্বিক তত্ত্বাবধান ।	১। স্থানীয় পর্যটন। ২। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।
ঘ। **শিক্ষা সংস্কৃতি ও উপজাতীয় বিষয়ক কমিটি ঃ** ১। শ্রী স্নেহকুমার চাকমা- আহ্বায়ক ২। শ্রীমতি মাধবীলতা চাকমা- সদস্য ৩। শ্রী থৈম্রাচিং চৌধুরী- সদস্য	১। উপজাতীয় রীতিনীতি এবং সামাজিক বিচার তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন।	১। শিক্ষা ২। সংস্কৃতি। ৩। উপজাতীয় রীতি-নীতি, প্রথা ইত্যাদি এবং সামাজিক বিচার।
ঙ। **কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন বিষয়ক কমিটি ঃ** ১। শ্রী রক্তোৎপল ত্রিপুরা- আহ্বায়ক ২। জনাব মোঃ ইউসুফ- সদস্য		১। কৃষি ২। মৎস্য ৩। পশুপালন।
চ। **সমাজ কল্যাণ ও সমবায় বিষয়ক কমিটি ঃ** ১। শ্রীমতি উনুপ্রু চৌধুরী- আহ্বায়ক ২। শ্রী লয়েল ডেভিড বম- সদস্য ৩। বেগম রওশন আরা বেগম- সদস্য		১। সমাজ কল্যাণ। ২। সমবায়।
ছ। **স্বাস্থ্য ও যুব বিষয়ক কমিটি ঃ** ১। ডাঃ নীলু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা- আহ্বায়ক ২। শ্রী মংনুচিং মারমা- সদস্য ৩। শ্রী রূপায়ন দেওয়ান- সদস্য		১। স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য ২। যুব কল্যাণ।
জ। **বন ও শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক কমিটি ঃ** ১। জনাব নুরুল আলম- সদস্য ২। জনাব জাফর আহমেদ- সদস্য ৩। শ্রী সুধাসিন্ধু খীসা- সদস্য		
মাননীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকবে	১। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্য পরিচালনা। ২। এনজিও কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন। ৩। ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান। ৪। অর্থ। ৫। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলী ।	১। স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান। ২। পার্বত্য জেলা পরিষদের অন্যান্য কার্যাবলী।

২.৬. পরিষদ পরিচালনায় চিহ্নিত সমস্যাসমূহ ঃ

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যবিধিমালা চূড়ান্ত না হওয়ায় পরিষদের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনে উদ্ভুত সমস্যা নিরসনে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

(২) পরিষদের শূন্যপদসমূহ পূরণের নিমিত্ত ছাড়পত্র না পাওয়ায় জনবল সংকটের কারণে পরিষদের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনে গতিশীলতা বিঘ্নিত হচ্ছে।

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নিজস্ব কমপ্লেক্স ভবন না থাকায় পরিষদের প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনে যেমনিভাবে স্বাভাবিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে তেমনি সরকারের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২.৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের বিবরণীঃ

অর্থ নৈতিক কোড	বিস্তারিত খাতসমূহ	২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের অনুমোদিত বরাদ্দের পরিমাণ	প্রকৃত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
৫৯০১	**সাধারণ মঞ্জুরী**			
৪৫০০- অফিসারদের বেতন		১৭,৫৭,৫০০.০০	১৭,৪৬,২৩০.৪৯	১১,২৬৯.৫১
	উপমোট ঃ	**১৭,৫৭,৫০০.০০**	**১৭,৪৬,২৩০.৪৯**	**১১,২৬৯.৫১**
৪৬০০- প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন		৪৮,৮৩,০০০.০০	৪৮,৪৭,৬৯১.৬৯	৩৫,৩০৮.৩১
	উপমোট ঃ	**৪৮,৮৩,০০০.০০**	**৪৮,৪৭,৬৯১.৬৯**	**৩৫,৩০৮.৩১**
৪৭০০- ভাতাদি ঃ				০০
৪৭০১	মহার্ঘ ভাতা	৯,০০,০০০.০০	৮,৪৩,৫১৯.২৯	৫৬,৪৮০.৭১
৪৭০৫	বাড়ী ভাড়া ভাতা	৪৩,৮০,০০০.০০	৪০,৪৬,৫৪৭.০৭	৩,৩৩,৪৫২.৯৩
৪৭০৯	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৩,২০,০০০.০০	৩,২০,০০০.০০	০০
৪৭১৩	উৎসব ভাতা	৯,০০,০০০.০০	৮,৯৩,৫২০.০০	৬,৪৮০.০০
৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা	৭,০০,০০০.০০	৬,৬৬,২৫৮.০০	৩৩,৭৪২.০০
৪৭২১	পাহাড়ী ভাতা	১৪,৭০,০০০.০০	১৩,৮৬,৪৬৯.৭৮	৮৩,৫৩০.২২
৪৭২৫	ধোলাই ভাতা	৩৭,০০০.০০	৩৭,০০০.০০	০০
৪৭৩৩	আপ্যায়ন ভাতা/ব্যয় নিয়ামক ভাতা	৪৮,০০০.০০	৪৮,০০০.০০	০০
৪৭৫৫	টিফিন ভাতা	১,০৩,০০০.০০	৮৬,৪০০.০০	১৬,৬০০.০০
৪৭৬১	ভ্রমণ ভাতা	৭,০০,০০০.০০	৬,৯৮,৩৯৭.০০	১,৬০৩.০০
৪৭৬৯	অতিরিক্ত কাজের ভাতা	৫,৫০,০০০.০০	৫,৪৯,৮৩২.০০	১৬৮.০০
	বিশেষ ভাতা	০০	০০	০০
	প্রেষণ ভাতা	০০	০০	০০
৪৭৭৩	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	১,০৫,০০০.০০	১,০৩,২০০.০০	১,৮০০.০০
৪৭৯৩	টেলিফোন ভাতা	৫,০৪,০০০.০০	৪,৯২,৫১৬.০০	১১,৪৮৪.০০

৪৭৯৪	মোবাইল ভাতা/সেলুলার টেলিফোন ভাতা	১৫,০০০.০০	১২,৪৬৪.০০	২,৫৩৬.০০
৪৭৯৫	অন্যান্য ভাতা (প্রেষণ ও বিশেষ ভাতাসহ)	৪,৫১,০০০.০০	৪,২৪,৫৩০.২৯	২৬,৪৬৯.৭১
	উপমোট ঃ	**১,১১,৮৩,০০০.০০**	**১,০৬০,৮,৬৫৩.৪৩**	**৫,৭৪,৩৪৬.৫৭**
৪৮০০- সরবরাহ ও সেবা ঃ				
৪৮০৬	অফিস ভাড়া	১২,০০,০০০.০০	১১,৯৯,৯৯৬.০০	৪.০০
৪৮১৫	ডাক	২০,০০০.০০	২০,০০০.০০	০০
৪৮১৬	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/ টেলিপ্রিন্টার	১,০০,০০০.০০	৯৮,৪৭২.০০	১,৫২৮.০০
৪৮১৯	পানি	৫০,০০০.০০	৩০,৬০০.০০	১৯,৪০০.০০
৪৮২১	বিদ্যুৎ	৪,৪৬,০০০.০০	৪,৩৫,৭২৭.০০	১০,২৭৩.০০
৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানী	২০,৫০,০০০.০০	২০,৪৯,৯২৮.০০	৭২.০০
৪৮২৭	মুদ্রণ ও বাঁধাই	৫,০০,০০০.০০	৪,৯৭,১৮০.০০	২,৮২০.০০
৪৮২৮	স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্পস	৮,৫০,০০০.০০	৮,৪৯,৬৯৫.০০	৩০৫.০০
৪৮৩১	বইপত্র ও সাময়িকী	৫০,০০০.০০	৫০,০০০.০০	০০
৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	২,২৫,০০০.০০	২,২১,৭৩৯.০০	৩,২৬১.০০
৪৮৩৬	ইউনিফরমস	১,৭৫,০০০.০০	১,৭১,৬২০.০০	৩,৩৮০.০০
৪৮৪৫	আপ্যায়ন ব্যয়	৫,০০,০০০.০০	৪,৯৬,৬৭৫.০০	৩,৩২৫.০০
৪৮৪৬	পরিবহণ ব্যয়	৭,৫০,০০০.০০	৭,১৩,৫৭৫.০০	৩৬,৪২৫.০০
৪৮৮২	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	২,৬২,৫০০.০০	২,০১,০০০.০০	৬১,৫০০.০০
৪৮৮৩	সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	২৫,২০,০০০.০০	২৪,৬২,৫৮০.০০	৫৭,৪২০.০০
৪৮৯০	অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি	৪,৮৭,৫০০.০০	৪,৮৭,৫০০.০০	০০
৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয় (বিবিধ)	২,০০,০০০.০০	১,৯৯,৭২৪.০০	২৭৬.০০
	উপমোট ঃ	**১,০৩,৮৬,০০০.০০**	**১,০,১৮,৬,০১১.০০**	**১,৯৯,৯৮৯.০০**
	সাধারণ মঞ্জুরী সর্বমোট ঃ	**২,৮২,০৯,৫০০.০০**	**২,৭৩,৮৮,৫৮৬.৬১**	**৮,২০,৯১৩.৩৯**
৪৯০০- মেরামত ও সংরক্ষণঃ				
৪৯০১	মোটর যানবাহন	১৫,৬৩,০০০.০০	১৫,৬২,৯৮৪.০০	১৬.০০
৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	১,০০,০০০.০০	৯৯,৯৫০.০০	৫০.০০
৪৯২৬	আবাসিক ভবন	৩,১৫,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০	১৫,০০০.০০
	উপমোট ঃ	**১৯,৭৮,০০০.০০**	**১৯,৬২,৯৩৪.০০**	**১৫,০৬৬.০০**
৫৯০১	**মোট সাধারণ মঞ্জুরী ঃ**	**৩,০১৮,৭,৫০০.০০**	২,৯৩,৫১,৫২০.৬১	**৮,৩৫,৯৭৯.৩৯**
৫৯২৫	কল্যাণ অনুদান (সি,পি,এফ)	৮,৬২,৫০০.০০	৫,৯০,৯৫৮.০০	২,৭১,৫৪২.০০
	মোট কল্যাণ অনুদান ঃ	**৮,৬২,৫০০.০০**	**৫,৯০,৯৫৮.০০**	**২,৭১,৫৪২.০০**
৫৯৫৩	স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরী	৩,০০,০০০.০০	৩,০০.০০০.০০	০০
	মোট সেচ্ছাধীন মঞ্জুরী ঃ	**৩,০০,০০০.০০**	**৩,০০,০০০.০০**	**০০**
	৫৯৯৮ মূলধন মঞ্জুরী ঃ			
	৬৮০০ সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয় ঃ			
৬৮১৫	কম্পিউটার যন্ত্রাংশ	০০	০০	০০
৬৮২১	আসবাবপত্র	১,০০,০০০.০০	৯৯,৩০৩.০০	৬৯৭.০০
	উপমোট ঃ	**১,০০,০০০.০০**	৯৯,৩০৩.০০	**৬৯৭.০০**
	সর্বমোট ঃ	৩,০১৪,৫০,০০০.০০	৩,০৩,৪১,৭৮১.৬১	১১,০৮,২১৮.৩৯

২.৮: ২০১৩-১৪ অর্থবছরের উন্নয়ন খাতে আয় - ব্যয়ের পৃথক বিবরণঃ

সিএইচটিআরসি অংশঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১।	**কমিউনিটি অবকাঠামো উন্নয়নঃ**		
	ক) গ্রামীণ অবকাঠামো	৪২.১০	৪২.০৮
	খ) সংযোগ রাস্তা ও গ্রামীণ অবকাঠামো	২৯৪.৮০	১৯০.১৯
	গ) ওয়াটারশেড ম্যানেজম্যান্ট	০.৯৫	০.৭৫
	ছ) এনজিও সার্ভিস ফর কমিউনিটি	১৮০.০০	১৪৮.৫০
২।	প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন	৫০.০০	৪২.৯৬
৩।	ভূমি অধিগ্রহণ ও পূনর্বাসন এবং এনজিও সার্ভিসেস	১০০.০০	৬৪.১৮
৪।	জনবল (কর্মকর্তা/কর্মচারী)	১১৪.০০	১১৩.৭৮
৫।	অফিস কন্টিনজেন্সি (ষ্টেশনারী, প্রিন্টিং, টেলিফোন, জ্বালানী ও মেরামত ইত্যাদি)	৮০.০০	৭১.৮৩
৬।	কনসালটেন্সী সার্ভিস	৫০০.০০	৪৬৯.৩৭
	মোট =	**১৩৬১.৮৫**	**১১৪৩.৬৪**

- **রুরাল রোড্স কম্পোন্যান্ট, এলজিইডি অংশঃ**

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রাপ্তি	টাকা
১।	ফাংশন্যাল বিল্ডিং ৩টি	২৯৪.৮০	২৭১.৯৬
২।	সম্পদ সংগ্রহ	২৫.২০	২১.৮১
৩।	জনবল	৪৮.৬৫	৪৮.৬২
৪।	অফিস কন্টিনজেন্সি (ষ্টেশনারী, প্রিন্টিং, টেলিফোন, জ্বালানী ও মেরামত ইত্যাদি)	৩৭.৮৯	৩৪.০১
৫।	ডিজাইন এন্ড সার্ভে	২৩১.৮৬	৮৫.৭৬
৬।	সিডি ভ্যাট	৭০.৭০	৮.৪৬
	মোট =	**৭০৯.১০**	**৪৭০.৬২**
	সর্বমোট =	**২০৭০.৯৫**	**১৬১৪.২৬**

২.৯: ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের উন্নয়ন খাতে প্রাপ্ত থোক বরাদ্দের বিবরণ ঃ

সিএইচটিআরসি অংশ ঃ

ক্রমিক নং	**জিওবি**(লক্ষ টাকায়)	**ডিপিএ**(লক্ষ টাকায়)	**আরপিএ**(লক্ষ টাকায়)	**শুল্ক**	**মোট**(লক্ষ টাকায়)
১.	৫৭৭.০০	৯০.০০	২৪৪৫.০০	-	৩১১২.০০

- **রুরাল রোড্স কম্পোনেন্ট, এলজিইডি অংশ ঃ**

ক্রমিক নং	**জিওবি** (লক্ষ টাকায়)	**ডিপিএ** (লক্ষ টাকায়)	**আরপিএ** (লক্ষ টাকায়)	**শুল্ক** (লক্ষ টাকায়)	**মোট**(লক্ষ টাকায়)
১.	১৫০.০০	-	৪৮৮.৪০	৭০.৭০	৭০৯.১০
সর্বমোট	৭২৭.০০	৯০.০০	২৯৩৩.৪০	৭০.৭০	৩৮২১.১০

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত রামগড়ে মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি ভাস্কর্য “বিজয়” এর উদ্বোধন করছেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জনাব এইচ. টি ইমাম

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

৩.১. ভূমিকা ঃ

১৩,২৯৫ বর্গ কিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম (বর্তমান রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা) অঞ্চলে প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য তেমন কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলশ্রুতিতে দেশের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা এ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ থেকে যায়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে বিভিন্নমুখী ও বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে এ অঞ্চল ধাপে ধাপে উন্নয়নের গতিধারায় যুক্ত হতে শুরু করে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে এ অঞ্চলের পরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন। এ অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষির উন্নয়নসহ সরকারী চাকুরী ও স্থানীয় চাকুরীতে পার্বত্যবাসীদের যৌক্তিক অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে রাঙ্গামাটির এক জনসভায় ঘোষণার ধারাবাহিকতায় সরকার পার্বত্য অঞ্চলে “আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা”-এ ধারণার আলোকে ১৯৭৬ সালে ৭৭ নং অধ্যাদেশ বলে “পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড” প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে “পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড” এ অঞ্চলে কৃষি, শিক্ষা, যাতায়াত, অবকাঠামো নির্মাণ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত থেকে সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে

যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সরকারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রেখে পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের ধারাকে আরো গতিশীল করতে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। । তন্মধ্যে, সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসংস্থান এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প, কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্প, রাবার ও উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প এবং সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ অন্যতম। বর্তমানে পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের জীবনমান আগের তুলনায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে দারিদ্র্য যেমন হ্রাস তেমনি জনগণের আয় এবং জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

"পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড" বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়ন তথা কৃষি, যাতায়াত, শিক্ষা, ক্রীড়া-সংস্কৃতি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, সমাজকল্যাণ, বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ ও কারিগরী দক্ষতা উন্নয়নসহ আয়বর্ধনমূলক খাতে নিষ্ঠার সাথে বহুমূখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে।

এছাড়াও বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নকল্পে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে "পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড" আইসিটিভিত্তিক কর্মসূচী হাতে নেয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বেকার জনগোষ্ঠীকে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ের উপরে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবলে রূপান্তর করে আত্ম-কর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টি করাই এর মূল লক্ষ্য।

দশম জাতীয় সংসদের ২য় অধিবেশনের ১৯৭৬ সালে ৭৭ নং অধ্যাদেশ বাতিল করে তদস্থলে গত ০২.০৭.২০১৪ তারিখে "পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৪" পাস হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ০৮.০৭.২০১৪ তারিখে উক্ত বিলটিতে তাঁর সদয় সম্মতিদান করেছেন এবং ঐ তারিখেই বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২০১৪ সনের ৮নং আইনরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

৩.২ বোর্ডের কর্মপদ্ধতি ঃ

"পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড" বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিম্নরূপ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে ঃ-

১। পার্বত্য জেলার জনসংখ্যা, আয়তন ও অনগ্রসরতা বিবেচনাপূর্বক পার্বত্য জেলাসমূহের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ও স্কিম প্রণয়ন;

২। পার্বত্য জেলাসমূহের উপজেলা সদর, ইউনিয়ন ও গ্রামসমূহে অনধিক ২ (দুই) কোটি টাকার প্রকল্প ও স্কিম অনুমোদন;

৩। অনুমোদিত প্রকল্প/স্কিমসমূহ বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি;

৪। বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার আর্থিক বা কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প ও স্কিম বাস্তবায়ন;

৫। উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত প্রকল্প/সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বোর্ড উপরিউক্ত দায়িত্ব পালন করবে মর্মে বিধান করা হয়েছে।

৩.৩. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল ঃ-

ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ মোতাবেক নিম্নবর্ণিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে বোর্ডের পরিচালনা বোর্ড গঠিতঃ-

- চেয়ারম্যান
- ভাইস- চেয়ারম্যান (অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন);
- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;
- জেলা প্রশাসক, রাংগামাটি (পদাধিকারবলে);
- জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি (পদাধিকারবলে);
- জেলা প্রশাসক, বান্দরবান (পদাধিকারবলে);
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে মনোনীত অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
- রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের একজন করে প্রতিনিধি;
- সদস্য প্রশাসন (অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন বোর্ডের সার্বক্ষণিক সদস্য)
- সদস্য বাস্তবায়ন (অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন বোর্ডের সার্বক্ষণিক সদস্য)
- সদস্য অর্থ (অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন বোর্ডের সার্বক্ষণিক সদস্য)
- সদস্য পরিকল্পনা (অন্যূন উপসচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন বোর্ডের সার্বক্ষণিক সদস্য)

খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ মোতাবেক নিম্লেবর্ণিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে **পরামর্শক কমিটি** গঠিত হবে। যথা ঃ-

- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে) — সভাপতি
- পার্বত্য জেলাসমূহের তিন সার্কেল চীফ অথবা তাঁদের মনোনীত প্রতিনিধি — সদস্য
- সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য জেলা হতে একজন করে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান — সদস্য
- সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য জেলা হতে একজন করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান — সদস্য
- সরকার কর্তৃক মনোনীত, সার্কেল চীফের সহিত পরামর্শক্রমে, পার্বত্য জেলা হতে একজন করে হেডম্যান — সদস্য
- চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, পার্বত্য জেলা হতে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৩ (তিন) জন সদস্য — সদস্য

৩.৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চলমান কাঠামো ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রধান হলেন চেয়ারম্যান, যিনি সরকার কর্তৃক মনোনীত। ভাইস-চেয়ারম্যান হলেন সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োগকৃত যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। আর চারজন সার্বক্ষণিক সদস্যের (সদস্য প্রশাসন, সদস্য-পরিকল্পনা, সদস্য-অর্থ এবং সদস্য-বাস্তবায়ন) প্রত্যেক সদস্য উপ-সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা।

৩.৫. ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেট ঃ (খাতওয়ারী বরাদ্দ এবং ব্যয়ের বিবরণ) ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অনুকূলে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ এবং ব্যয়ের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল ঃ-

অনুন্নয়ন খাতঃ (হাজার টাকায়)

ক্রমিক	খাতসমূহ	বরাদ্দ	ব্যয়
১.	বেতন ও ভাতাদি	৪০,৬৫৫.০০	৩৮,৯৬৪.৭০
২.	সরবরাহ ও সেবা	১৪,৯০৯.০০	১৪,৪২৯.৪৪
৩.	মেরামত ও সংরক্ষণ	৪,৩৯৬.০০	৪,৩৭৯.২৩
৪.	অবসর ভাতা ও আনুতোষিক	৫,০০০.০০	৪,৮৩৪.৬৩
৫.	সাহায্য ও মঞ্জুরী	১,১৫০.০০	১,১০৭.৭৯
৬.	স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরী	৩০০.০০	০০.০০
৭.	মূলধন মঞ্জুরী	১,৪০০.০০	১,৪০০.০০
৮.	সরকারি কর্মচারীদের জন্য ঋণ ও অগ্রিম	৬০০.০০	৬০০.০০
	সর্বমোট	**৬৮,৪১০.০০**	**৬৫,৭১৫.৭৯**

উন্নয়ন খাতঃ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (মেয়াদ কাল)	মোট প্রকল্প ব্যয়	জুন/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি		
			প্রাপ্তি	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬
০১।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা, কোড নং-৭০৩০ মোট স্কিমের সংখ্যা - ৮৯৮ টি।	-	৪,০০০.০০	১০০%	৪,০০০.০০
০২।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা, (কোড নং - ৫০১০) মোট প্রকল্প ১০৩ টি	৩০,৮৪৫.৮৫	৪,১৭৬.০০	৯৮.৫০%	৪,১১৩.৭০
	সর্বমোট =				৮,১১৩.৭০

৩.৬. ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে থোক বরাদ্দের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ঃ

ক) ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অনুকূলে উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৭০৩০) এর আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের তালিকা নিম্নে দেখানো হল ঃ-

ক্রমিক	খাতের নাম	স্কিমের সংখ্যা	বাস্তবায়িত স্কিমের সংখ্যা	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১.	কৃষি	২৩ টি	১৫ টি	১০৩.১৩
২.	যাতায়াত	৩৪৬ টি	১৬১ টি	১,৩১৮.২২
৩.	শিক্ষা	১১০ টি	৭২ টি	৫৫৯.৮৫
৪.	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	০৯ টি	০৬ টি	৪৪.৩২
৫.	সমাজকল্যাণ	৩০২ টি	২০৫ টি	১,৪৩৮.১৩
৬.	ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ	১০৬ টি	৬৩ টি	৪৯৫.৭০
৭.	তিন পার্বত্য জেলা	০২ টি	০২ টি	৪০.৬৫
	সর্বমোট	**৮৯৮ টি**	**৫২৪ টি**	**৪,০০০**

খ) পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৫০১০) এর আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তহবিল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং-৫০১০) এর আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সড়ক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, পানীয় জল সরবরাহ, বন্দোবস্তীকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

নিম্নে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে চলমান প্রকল্পের খাতওয়ারী পরিসংখ্যান দেখানো হলো ঃ-

ক্রমিক	সেক্টর	বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা	মন্তব্য
০১।	যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	৭৬	-
০২।	কৃষি	১	-
০৩।	শিক্ষা	১	-
০৪।	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	১৭	-
০৫।	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	৫	-
০৬।	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	২	-
০৭।	তিন পার্বত্য জেলা	১	-
	সর্বমোট =	১০৩	

'রং-তুলিতে পাহাড় ও প্রকৃতি' শীর্ষক পাহাড়ী নবীন শিল্পীদের আঁকা চিত্রপ্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন অধ্যাপক ড. গওহর রিজভী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনাব নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা,এনডিসি ও অতিথিবৃন্দ

৩.৭. ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ ঃ

উন্নয়ন খাতে কোড নং- ৫০১০ এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ১০৩ টি প্রকল্পের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ-

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ঃ

- রাঙ্গামাটি জেলা সদরে রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয় কমপ্লেক্স নির্মাণ (২০০৯-২০১৫)।
- রাঙ্গামাটি জেলা সদরের রিজার্ভ বাজার এর সাথে জুগুলুক্যা পাহাড় এবং পুরান বস্তি এলাকা সংযোগের জন্য ৩৩৫.০০ মিটার পি.সি. গার্ড়ার ফুট ব্রীজ নির্মাণ (২০১০-১৫)।
- কাপ্তাই উপজেলাধীন ভালুক্যা-তিনছড়ি পর্যন্ত ২.৭০ কিঃমিঃ এইচ. বি. বি. রাস্তা নির্মাণ (২০০৯-২০১৫)।
- লংগদু উপজেলাধীন বৈরাগী বাজার চৌমুহনী -ঠেকাপাড়া - গুলশাখালী চৌমুহনী পর্যন্ত ৮.০০ কিঃমিঃ এইচ. বি. বি. রাস্তা নির্মাণ (২০১০-১৫)।
- নানিয়ারচর উপজেলাধীন নানাক্রম সওজ রাস্তা হতে বুড়িঘাট পর্যন্ত ৫.০০ কিঃমিঃ এইচ. বি. বি. রাস্তা নির্মাণ (২০১০-২০১৫)।
- রাঙ্গামাটি জেলা সদরের শহীদ আব্দুল আলী একাডেমী ভবন নির্মাণ (২০১০-২০১৫)।

- দূরছড়ি পাবলাখালী- সুপারী পাতাছড়া- ভাঙ্গামূড়া- লংগদু পর্যন্ত ১৫.০০ কিঃমিঃ এইচ.বি.বি. রাস্তা নির্মাণ (জুলাই, ২০১১- জুন, ২০১৫)।
- নানিয়ারচর উপজেলাধীন বেতছড়ি দোসর পাড়ায় বেতছড়ি খালের উপর ৯১.৫০ মিটার দীর্ঘ আর. সি.সি. গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ (জুলাই, ২০১১- জুন, ২০১৫)।
- রাঙ্গামাটি পৌর এলাকার আসামবস্তী হতে ব্রাক্ষ্মণপাড়া পর্যন্ত পিসি গার্ডার ফুট ব্রীজ নির্মাণ (জুলাই, ২০১১- জুন, ২০১৫)।
- বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সিজকমুখ মইষপুইয্যা হতে সরোয়াতলী পর্যন্ত ৬.০০ কিঃমিঃ এইচ. বি.বি. রাস্তা নির্মাণ (জুলাই, ২০১১ - জুন, ২০১৪)।
- কাউখালী উপজেলা সদরে অডিটরিয়াম ভবন নির্মাণ (জুলাই, ২০১১ - জুন, ২০১৪)।
- কাউখালী উপজেলাধীন ঘাঘড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন (জুলাই, ২০১১ - জুন, ২০১৩)।
- বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন কাচালং দাখিল মাদ্রাসার প্রশাসনিক ভবন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (জুলাই, ২০১১ - জুন, ২০১৩)।
- লংগদু উপজেলাধীন খাগড়াছড়ি হতে ভাসাইন্যাদাম ভায়া চাইল্যাতলী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন (জুলাই, ২০১১ - জুন, ২০১৩)।
- ফিশারি ঘাট হতে পুরাতন বাসষ্ট্যান্ড পর্যন্ত সড়কের উন্নয়নের মাধ্যমে পর্যটন সুবিধা বৃদ্ধি করণ প্রকল্প। (২০১২-১৬)
- রাঙ্গামাটি জেলা সদরের মোনঘর শিশু সদনের একাডেমিক ভবন ও অন্যান্য ভবন নির্মাণ। (২০১২-১৬)।
- চিৎমরম-চাকুয়া রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ। (২০১২-১৬)
- জুরাছড়ি উপজেলাধীন গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ। (২০১২-১৬)
- রাঙ্গামাটি জেলা সদরের শহীদ মিনার সংস্কার ও উন্নয়ন। (২০১২-১৬)
- বরকল উপজেলা সদরের বরকল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণ (২০১২-১৭)।
- বিলাইছড়ি উপজেলাধীন পাংখুয়া পাড়ায় গীর্জা নির্মাণ (২০১২-১৪)।
- বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন কাচালং বাজার স্থানান্তরসহ মাটি কাটা ও মাটি ভরাট করণ প্রকল্প (২০১২-১৪)।
- লংগদু উপজেলায় কাচালং নদীর ওপর ব্রীজ নির্মাণ (মাইনীমুখ বাজার হতে গাথাছড়া পর্যন্ত) (২০১২-১৪)
- লংগদু উপজেলাধীন বগাপাড়ামুখ হতে ইয়ারেংছড়ি বাজার পর্যন্ত ৫.০০ কিঃমিঃ রাস্তা ফ্লেক্সিবলকরণ (মেয়াদ ২০১৩-২০১৫)।
- কাপ্তাই উপজেলার তিনছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে মিতিঙ্গাছড়ি হয়ে রাজস্থলী পর্যন্ত ১০.০০ কিঃমিঃ রাস্তা এইচ. বি. বি.করণ (২০১৩-২০১৭)।
- বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সারোয়াতলী স্কুল হতে আমতলী বাজার হয়ে মাঙ্গনীমুখ (গাঁথাছড়া) পর্যন্ত ১০.০০ কিঃমিঃ রাস্তা এইচ. বি. বি.করণ (২০১৩-২০১৭)।
- নানিয়ারচর উপজেলাধীন রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি প্রধান সড়ক হতে বেতছড়ি দোসর পাড়া হয়ে তৈচাকমা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন (২০১৩-২০১৭)।
- রাঙ্গামাটি জেলা সদরের ভেদভেদিস্থ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মিশনের ভবন উন্নয়ন (জুলাই-২০১৩-২০১৭)।
- বনরূপাস্থ শ্রী শ্রী জগদ্ধার্থী মাতৃ মন্দিরের ভবন উন্নয়ন (জুলাই -২০১৩৪-২০১৭)।
- নানিয়ারচর উপজেলাধীন ব্রম্মপুর কেয়াং এর সংযোগ রাস্তায় মহাপ্রুম খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ (২০১৩-২০১৭)।

- বাঘাইছড়ি উপজেলা সদরে উপজেলা জামে মসজিদ নির্মাণ (জুলাই-২০১৩-২০১৫)।
- রাঙ্গামাটি বি এম ইনস্টিটিউটের একাডেমিক ভবন নির্মাণ (জুলাই-২০১৩-২০১৫)।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জামে মসজিদ উন্নয়ন (জুলাই২০১৩-২০১৫)।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাঃ

- লক্ষীছড়ি উপজেলায় লক্ষীছড়ি-বর্মাছড়ি সড়কে এপ্রোচসহ ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ (২০০৮-২০১৪)।
- খাগড়াছড়ি উপজেলাধীন ভাইবোনছড়া হতে তবলছড়ি ডাকবাংলো পর্যন্ত ১৫.০০ কিঃমিঃ সড়ক নির্মাণ (২০০৯-২০১৪)।
- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প-২ (২০০৬-২০১৪)।
- দিঘীনালা উপজেলাধীন ৪নং দিঘীনালা ইউনিয়নের বানছড়া ব্রীজ হতে মধ্যবানছড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে অক্ষয়মণি কার্বারীপাড়ার শেষ মাথা পর্যন্ত ৫.০০ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ (২০১০-২০১৪)।
- খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন মহালছড়ি - খাগড়াছড়ি পুরাতন সড়ক - গরগজ্যাছড়ি পর্যন্ত ৪.০০ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ (২০১০-২০১৪)।
- খাগড়াছড়ি - পানছড়ি সড়কের ডলুছড়া ৯নং প্রকল্প গ্রাম হতে রবিধন কার্বারী পাড়া পর্যন্ত ৪.০০ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ (জুলাই, ২০১১ - জুন, ২০১৬)।
- খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন নুনছড়িতে “মাতাই পুকুরী” (দেবতা পুকুর) এলাকায় তীর্থ যাত্রী এবং পর্যটকদের সুবিধার্থে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ (জুলাই, ২০১১ - জুন, ২০১৪)।
- মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন ধলিয়া খালের উপর ৬১ মিটার আর.সি.সি. গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ (জুলাই, ২০১১ - জুন, ২০১৪)।
- দিঘীনালা উপজেলাধীন কামাক্যাছড়া হতে নৌকাছড়া হয়ে ক্যাটারুংছড়া - নুনছড়ি পর্যন্ত ১০.০০ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ (জুলাই, ২০১১ - জুন, ২০১৪)।
- দীঘিনালা উপজেলার মেরুং-লম্বাছড়া সড়কে ৫.০০ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ (২০১২-১৫)।
- পানছড়ি উপজেলাধীন দুদুকছড়া কাবিরাজ চাকমার জমির পার্শ্বের ব্রীজ হতে নির্বানপুর অরণ্য কুঠির হয়ে সারা আদাম পর্যন্ত ৩.০০ কিঃমিঃ সড়ক নির্মাণ (২০১২-১৫)।
- মহালছড়ি উপজেলাধীন সিঙ্গিনালা হ্যাংলা পাড়া হতে মুবাছড়ি হলারাম পাড়া পর্যন্ত ৩.০০ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ (২০১২-১৫)।
- মানিকছড়ি উপজেলাধীন ঢাকাইয়া শিবির-বাটনাতলী-ছদুরখীল বাজার হয়ে বুদুং পাড়া পর্যন্ত ১২.০০ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ (২০১২-১৫)
- মানিকছড়ি উপজেলাধীন গাড়ীটানা বাজার হতে ত্রিপুরা পাড়া হয়ে দশবিল রওশন আলী পাড়া-পিলখানা-গাড়ীটানা বৌ-বাজার হতে চন্দ্রনাথ ত্রিপুরা বাড়ী পর্যন্ত ২০.০০ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ (২০১২-১৬)
- খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামের বিভিন্ন সংস্কার (২০১২-১৪)
- খাগড়াছড়ি সদরের ভাইবোন ছড়া তাইন্দং রাস্তায় চেঙ্গী নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ (২০১২-১৫)
- খাগড়াছড়ি - দিঘীনালা সড়কের ৮.০০ কিলোমিটার হরি মন্দির এলাকা হতে জেবক পাড়া-হেম কার্বারী পাড়া-রথি চন্দ্র কার্বারী পাড়া পর্যন্ত ৫.০০ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ (২০১৩-২০১৭)
- মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন তাইন্দং বাজার হতে হেডম্যান পাড়া পর্যন্ত ৫.০০ কিঃমিঃ রাস্তা এইচ. বি. বি.করণ (২০১৩-২০১৭)

❖ খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ধর্মঘর হতে বড়পাড়া গ্রাম হয়ে ভোগরাছড়া পর্যন্ত ৫.০০ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ (জুলাই২০১৩-২০১৬)
❖ দিঘীনালা উপজেলাধীন বাবুছড়া হতে কমলা বাগান পর্যন্ত ৩.০০ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ। (জুলাই২০১৩-২০১৬)
❖ দিঘীনালা উপজেলাধীন ভৈরফা সুধীর মেম্বার পাড়া হতে ঘামাচরণ পাড়া পর্যন্ত ২.০০ িঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ। (২০১৩-২০১৬)

বান্দরবান পার্বত্য জেলা ঃ

❖ বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি-রুমা রাস্তা নির্মাণ (২০০৫-২০১৪)
❖ বান্দরবান পার্বত্য জেলার লিরাগাঁও হতে রাজভিলা পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ (২০ কিঃমিঃ) (২০০৬-২০১৩)
❖ রুমা উপজেলা হতে বগা লেক পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণ (১৯৯৮-২০১৪)
❖ বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন বান্দরবান সদর উপজেলার ছাঁউপাড়া হতে গলাচিপা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৫.০০কিঃমিঃ) (মেয়াদ ২০০৯-১৫)
❖ বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঈদগড় হতে ক্যাঙ্গারবিল যাওয়ার পথে বটতলার ঝিড়ির ছড়ায় আর.সি.সি ব্রীজ ও রাস্তা নির্মাণ (মেয়াদ ২০০৯-১৪)
❖ ইয়াংছা তীরের ডিবা-ঈদগড়-বাইশারী-নাইক্ষ্যংছড়ি-লেমুছড়ি সড়ক নির্মাণ (৩৫.০০ কিঃমিঃ) (১৯৯৭-২০১২)
❖ বান্দরবান পার্বত্য জেলায় গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ-১ (৬১ কিঃমিঃ রাস্তা) (১৯৯৮-২০১৪)
❖ “বোর্ড কর্তৃক বান্দরবানে নির্মিত সড়ক মেরামত ও সংস্কার কাজ (২০.০০ কিঃমিঃ) কিবুকছড়া-বাকীছড়া সড়ক শীর্ষক” প্রকল্পের উন্নয়ন (২০০৮-২০১৪)
❖ বান্দরবান সদর উপজেলার কুহলং ইউনিয়নের চেমীর মুখ খালের উপর ৫০.০০ মিটার দীর্ঘ গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ (২০১০-১১ হতে ২০১০-১২)
❖ লামায় গজালিয়া বমু খালের উপর ৭০.০০ মিটার ব্রীজ নির্মাণ (সংযোগ সড়কসহ প্রতিরোধক কাজ) (২০১০-১৫)
❖ আলীকদম আবাসিক বিদ্যালয় হতে ভরিমুখ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৪.০০ কিঃমিঃ)(২০১০-১৫)
❖ টেংখালী হতে ঝংকার হয়ে ইসলামপুর ৫নং পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৫.০০ কিঃমিঃ)
❖ বান্দরবান জেলা সদরে টাউন হল পুনঃ নির্মাণ (২০১০-১৫)
❖ বান্দরবান সদর উপজেলাধীন গুংগুরু মুখ হতে গুংগুরু ও সম্মুখের পাড়া হয়ে গলাচিপা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (৫.০০ কিঃমিঃ) (২০১০-১৫)
❖ বান্দরবান সদর উপজেলার রাজভিলা হতে রমতিয়া পর্যন্ত রাস্তা ব্রীক সলিং (এইচ. বি. বি.)করণ (৪.০০ কিঃমিঃ) (২০১০-১৫)
❖ থানচি উপজেলা হতে ছান্দাক পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ(৩.০০ কিঃমিঃ) (২০১০-২০১৩)
❖ রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর হতে কাইন্তারমুখ পর্যন্ত ৭.০০ কিঃ মিঃ রাস্তা উন্নয়ন (জুলাই, ২০১১ - জুন, ২০১৫)
❖ বান্দরবান-রোয়াংছড়ি সড়ক হতে তুংক্রু পাড়া পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ (৬.০০ কিঃমিঃ) (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)
❖ লামা উপজেলাধীন রূপসীপাড়া সড়ক হতে ম্যারাখোলা হতে ছোট বমু পাড়া পর্যন্ত ৬.০০ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ (২০১১-১৫)
❖ রুমা-মুন্নমপাড়া সড়ক হতে মুলফি পাড়া পর্যন্ত ৫.০০ কিঃমিঃ সড়ক নির্মাণ (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)।

- বান্দরবান কেন্দ্রিয় বাস স্টেশন পুনঃ নির্মাণ (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৪)
- চিউপতলী থেকে গরুবাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)
- বান্দরবান সদর উপজেলাধীন বান্দরবান রোয়াংছড়ি সদর হতে রামজাদি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (২০১২-১৪)
- বাঘমারা বাজার হতে পূর্ব পাড়া যাওয়ার জন্য নোয়াপাড়া খালের উপর আর.সি.সি. গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ (২০১২-১৫)
- ইয়াংছা বদুঝিড়ি হতে ইয়াংছা মুখ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (২০১২-১৫)
- কুহলং ইউনিয়নে সেচনালা নির্মাণ ও পাওয়ার টিম্বার সরবরাহ (২০১২-১৪)
- ফাইতং মহিষ খালিপাড়া হতে ধুইল্যাছড়ি হতে সুতাবাদিপাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (২০১২-১৫)।
- সুয়ালক-বঙ্গপাড়া গণেশপাড়া সড়ক নির্মাণ (২০১২-১৫)
- রুপসী পাড়া বাজার হতে মংপ্রু পাড়া সড়কে লামা খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ
- বাইশারীচাইল্যা তলী ব্রীজ হতে আলীক্ষ্যং পুলিশ ফাঁড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও ব্রিক সলিং (২০১২-১৫)
- ক্যামলং-বটতলী সড়ক সংস্কার ও সম্প্রসারণ (২০১২-১৫)
- টাইগার পাড়া থেকে সিনিয়র পাড়া হয়ে রেইছা আর্মি ক্যাম্প পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (২০১২-১৫)
- উজিমুখ হেডম্যান পাড়া হতে কাঠালীপাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ
- বান্দরবান স্টেডিয়ামের গ্যালারী নির্মাণ (২০১২-১৫)
- বিক্রিছড়া মুখ পাড়া থেকে মিনঝিড়ি পাড়া হয়ে থোয়াইংগ্য পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (জুলাই ২০১৩-২০১৫)
- বাগমারা হতে বড়থলী পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (জুলাই২০১৩-২০১৭)
- বাকীছড়া-কিবুকছড়া রাস্তা হতে ০৮ নং রাবার বাগান পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (জুলাই২০১৩-২০১৬)
- এম্পুপাড়া হতে গালেঙ্গা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (জুলাই ২০১৩-২০১৮)
- রোয়াংছড়ি ঘেরাও মুখ পাড়া থেকে বড়শীলা পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (জুলাই ২০১৩-২০১৭)
- বনরুপা ছিদ্দিক নগর থেকে ক্যাচিং পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (জুলাই ২০১৩-২০১৬)
- রুমা উপজেলোধীন মুনমুন পাড়া রাস্তা হতে মিনঝিরি পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (২০১৩-২০১৬)
- উজিমুখ হেডম্যান পাড়া হতে জর্ডান পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (জুলাই ২০১৩-২০১৬)
- থানচি সদর হতে তিন্দু বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ঃ

- সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২০০৮-২০১৫)।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফসল চাষের মাধ্যমে পুণর্বাসন প্রকল্প - ২য় পর্যায় (২০০৮-২০১৬)।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় রাবার ও উদ্যান উন্নয়ন (২০০৯-২০১২)।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কর্মসংস্থান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৩ হতে জুন, ২০১৪)।
- উচুঁভুমি বন্দোবস্তীকরণ প্রকল্পের রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন (২০১১-১৫)।
- পাার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আই.সি.টি.ভিত্তিক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিকরণ এবং আই. টি. ভিত্তিক আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন (জুলাই ২০১৩ হতে জুন, ২০১৬)।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়িত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরের নুনছড়ি মাতাই পুখুরী

(দেবতা পুকুর) এর ব্রীজ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করছেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান
জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

৩.৮ঃ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজের বিবরণ ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৪ অনুসারে বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠান একটি বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্য এলাকার জনগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সৃষ্টিতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরেও কৃষি, শিক্ষা, যাতায়াত ও যোগাযোগ, অবকাঠামো উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির উন্নয়নে তিন পার্বত্য জেলায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প/স্কিম বাস্তবায়ন করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-৭০৩০ এর আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ ছিল ৪০ কোটি টাকা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন সহায়তা কোড নং-৫০১০ এর আওতায় বরাদ্দ ছিল ৪১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে কোড নং-৭০৩০ এর আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ৫২৪ টি স্কিম বাস্তবায়ন করেছে এবং কোড নং-৫০১০ এর আওতায় ১০৩ টি মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যা'র বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার যথাক্রমে ১০০% এবং ৯৮.৫০%।

পার্বত্য এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সীমিত অর্থ বরাদ্দ সত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে জনগণের মনোভাব ও চিন্তা-চেতনার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হয়েছে।

সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়িত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন স্থানে ফলজ বাগান সৃজনের জন্য বিভিন্ন ধরণের চারা প্রদান, ডেইরী ফার্ম স্থাপনের জন্য গাভী প্রদান এবং নারী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৫টি সুবিধাভোগী পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এর মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ১৫ টি গাভী ও ১০ টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ১৫ পরিবারের ৪৫ একর বাগান সৃজন ও ১৫ টি গাভী বিতরণ করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালিত ''কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্প'' পার্বত্য অঞ্চলের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ইতোপূর্বে সৃজিত বাগানের গ্যাপ ফিলিং এর জন্য ২৩,৭৫০ টি কমলার চারা এবং ৩,০০০ টি আম্রপালি জাতের আমের কলম কৃষকের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও সুবিধাভোগীদের মাঝে ৩৫,০০০ কেজি টি.এস.পি সার ও ১,৭৫০ কেজি এম.ও.পি সার সরবরাহ করা হয়েছে এবং ৭০০ কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় জুম চাষের উপর নির্ভরশীলতা কমানোসহ পরিবেশের ভারসাম্য অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে এবং বাগান সৃজনের মাধ্যমে এতদঞ্চলের কৃষকের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ''রাবার ও উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প'' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ৩০০ টি নির্বাচিত পাহাড়ী চাষী পরিবারে রাবার বাগান ও উদ্যান বাগান সৃজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগিদের মতে চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব হলে প্রকল্পের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধিসহ প্রকল্পের কার্যপরিধি সম্প্রসারণের ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে এবং অধিক সংখ্যক লোক উপকৃত হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে পার্বত্য এলাকায় শিক্ষা সম্প্রসারণে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে। শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণে প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর পার্বত্য এলাকার বিভিন্ন স্থানে স্কুল-কলেজের শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, হোস্টেল নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহকরণ, কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া সিস্টেমসহ বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরেও তিন পার্বত্য জেলার ৮১১ জন গরীব, অনগ্রসর নৃ-গোষ্ঠী ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে বৃত্তি প্রদান করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে অধ্যয়ণরত রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ৩৩০ জন, বান্দরবান পার্বত্য জেলার ২৩৯ জন এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ২৪২ জন শিক্ষার্থীকে এ বৃত্তি প্রদান করা হয়।

৩.৯. পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জন-প্রশংসিত প্রকল্প। বর্তমানে প্রকল্পটি ৩ পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলার ১১৭টি ইউনিয়নের ৩৬১৬টি গ্রামে প্রায় ১,৬০,০০০ পরিবারের (যাদের ৭০% ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির অন্তর্ভূক্ত) মৌলিক সেবা নিশ্চিত করার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রদত্ত বরাদ্দ, প্রাপ্তি ও ব্যয় ঃ

খাত	বরাদ্দ	প্রাপ্তি(লক্ষ টাকায়)	ব্যয়(লক্ষ টাকায়)
মোট	৫,৬০০.০০	৪,৫১২.২২	৪,৩০৮.১৬
সরকারী অনুদান	৩,০৫০.০০	৩,০৫০.০০	২,৮৫১.৩৭
প্রকল্প সাহায্য	২,৫৫০.০০	১,৪৬২.০০	১,৪৫৬.৭৯

চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জন ঃ

- ৩০০টি নতুন পাড়াকেন্দ্র স্থাপন;
- পাড়াকর্মীদের প্রশিক্ষণ মডিউলের উন্নয়ন;
- ৬৭৫ জন পাড়াকর্মী এবং প্রকল্প কর্মকর্তাকে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ৩,৮০০ জন পাড়াকর্মীকে পুনঃ প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ৩,৫০০ টি পাড়া কেন্দ্রে ৫৮,০০০ শিশুকে প্রি-স্কুল শিক্ষা দান;
- ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ে ১,০০০ জন শিক্ষার্থীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা;
- কাপ্তাই হ্রদ বেষ্টিত ২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার, বিদ্যালয়ে কম্পিউটার প্রদান এবং শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য ইঞ্জিন-চালিত নৌকা সরবরাহ;
- বান্দরবান পার্বত্য জেলার ২০৮টি পাড়াকেন্দ্র মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কারিকুলাম তৈরীসহ সংশ্লিষ্ট পাড়াকর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ৩,৫০০ টি পাড়াকেন্দ্রে শিশু, কিশোরী ও মহিলাদের জন্য আয়রন টেবলেট ও ভিটামিন মিনারেল পাউডার বিতরণ;
- বান্দরবান পার্বত্য জেলার ৩০০টি পাড়াকেন্দ্রে কিশোরীদের জীবন নির্বাহী শিক্ষা ও শিক্ষা সহায়তা প্রদান;
- পাড়াকেন্দ্রে তালিকাভুক্ত শিশুদের শতভাগ জন্ম নিবন্ধন সম্পাদন; ৬০০ টি পাড়াকেন্দ্র হাইজিন বিষয়ক পাড়া এ্যাকশান প্লান হালনাগাদকরণ;
- প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে মনিটরিং ও সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান;
- পার্বত্য জেলাসমূহে Local Capacity Building and Community Empowerment কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও জরিপ কার্যাদি সম্পাদন;
- প্রকল্পের মনিটরিং ব্যবস্থার উন্নয়নে ক্লাষ্টার সভা ও পাড়াকেন্দ্র পরিদর্শন জোরদারকরণ এবং
- মাঠ পর্যায়ে ৫০টি মোটর সাইকেল ও ২৫টি কম্পিউটার বিতরণ।

৩.১০. উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন প্রকল্পঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০১১-১২ অর্থ বছরে উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন প্রকল্পটি গৃহিত হয়। পার্বত্য জেলার প্রয়োজনীয় এলাকায় নতুন করে চারা রোপন, উদ্যান বাগানের সৃজনের লক্ষ্যে উন্নত জাতের ফলমূলের চারা রোপন, বাজারজাত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার্থে রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ এবং রাবার এর গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য কারখানাসমূহে আধুনিকায়ন করাই এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ব্যয়ঃ প্রাপ্ত বরাদ্দঃ ২৭৫ লক্ষ টাকা; মোট ব্যয়ঃ ২৭৫ লক্ষ টাকা

'বন-পাহাড়ের সাত-সতের' নামক বই এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে ভাষন দিচ্ছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডসমূহের বিবরণঃ

- কিছু সংখ্যক পুনর্বাসিত পরিবারদের মধ্যে উন্নত জাতের কলমজাত ফলমূলের চারা বিতরণ;
- রাবার নার্সারী উত্তোলন ও ১২৫০ একর জায়গায় নতুনরুপে রাবার চারা রোপন;
- পানীয় জল সরবরাহের জন্য রিং ওয়েল, টিউব ওয়েব ও বাঁধ নির্মাণ;
- প্রকল্প এলাকায় সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন;
- রাবার কারখানাসমূহের প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়নে ব্যবস্থাকরণ এবং
- কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রকল্পের সুফলঃ

- দুর্গম এলাকায় অবস্থিত গ্রাম ও সৃজিত বাগানে যাতায়াতের লক্ষ্যে ৫ টি এলাকায় নতুন ব্রিকসলিং সড়ক, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে, এতে রাবার উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পেয়েছে;
- মোট ২৭ টি রিং ওয়েল/টিউব ওয়েল নির্মিত হওয়ায় পানিয় জলের অসুবিধা কিছুটা হলেও লাঘব করা সম্ভব হয়েছে;
- একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংযোগ সড়কসহ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পানিয়জল শৌচাগার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খেলাধুলার জন্য মাঠের উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে;
- বান্দরবান এলাকায় কুহলং মৌজায় উপকারভোগীদের ফলমূলে বাগান উন্নয়ন, উন্নত জাতের চারা কলম বন্টন ও রোপন। ফলে উপকারভোগীরা অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ফলমূল বাগান সৃজনের প্রতি

মনোযোগী হয়েছেন

- রাবার কষ পরিবহনের জন্য ট্রেইলারযুক্ত ১টি ট্রাক্টর সংগ্রহ করা হয়েছে। ফলে রাবার কষ পরিবহনের অসুবিধা কিছুটা হলেও লাঘব হয়েছে।

৩.১১. ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত সভাসমূহ ঃ

২০১৩- ১৪ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয় ঃ-

বোর্ড পরিচালনা কমিটির সভাঃ

ক্রম	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
১।	২০/০৮/২০১৩ খ্রিঃ	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বোর্ড সভা। কনসালটেটিভ কমিটি কর্তৃক ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের জন্য সুপারিশকৃত/ বাছাইকৃত প্রকল্প/ স্কিমসমূহের অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম।	বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ	জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি. মাননীয় চেয়ারম্যান
০২।	২৫/০৩/২০১৪ খ্রিঃ	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বোর্ড সভা পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ২০/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং বিবিধ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা,এনডিসি মাননীয় চেয়ারম্যান

কনসালটেটিভ কমিটির সভা ঃ

ক্রম	তারিখ	বিষয় ও কার্যক্রম	স্থান	সভাপতি
০১।	১৯/০৮/২০১৩ খ্রিঃ	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কনসালটেটিভ কমিটির সভা। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রকল্প/স্কিম বাছাই।	বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ	জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি মাননীয় চেয়ারম্যান

মাসিক সমন্বয় সভা ঃ

ক্রম	তারিখ	সভাপতি
০১।	০৯/০৯/২০১৩ খ্রিঃ	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্মসচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান
	০৯/০৯/২০১৩ খ্রিঃ	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্মসচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান
০২।	০৭/১০/২০১৩ খ্রিঃ	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্মসচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান
	০৭/১০/২০১৩ খ্রিঃ	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্মসচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান
০৩।	১৯/০১/২০১৪ খ্রিঃ	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি মাননীয় চেয়ারম্যান
	১৯/০১/২০১৪ খ্রিঃ	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি মাননীয় চেয়ারম্যান
০৪।	২৫/০২/২০১৪ খ্রিঃ	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্মসচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান
	২৫/০২/২০১৪ খ্রিঃ	জনাব তরুণ কান্তি ঘোষ (যুগ্মসচিব) ভাইস-চেয়ারম্যান

মত বিনিময় সভা ঃ

ক্রম	তারিখ	বিষয়	স্থান	সভাপতি
০১।	২০/০৬/২০১৪ খ্রিঃ	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালিত সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় চারটি আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা।	বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি মাননীয় চেয়ারম্যান

৩.১২. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনার সমস্যাসমূহ ঃ

- স্থানীয় জনচাহিদার তুলনায় বরাদ্দের অপ্রতুলতা;
- বোর্ডের বিদ্যমান জনবল কাঠামোতে কারিগরী পদসমূহের অপর্যাপ্ততা;
- অবস্থানগত কারণে ভৌগলিক দুর্গমতা;
- জলপথে যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় জলযান না থাকা;
- কারিগরী জ্ঞানের অভাব;
- আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলসমূহের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে সৃষ্ট অস্থিতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি।

৪. ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পূর্নবাসন বিষয়ক টাস্কফোর্স

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-এর স্মারক নং-স্প্রেঃএ্যাঃবিঃ(প্রঃ-১)-১(এ)/৯৫(অংশ-১)/১৮৫,তাং-৮/৪/১৯৯৭ইং মোতাবেক ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন শরণার্থী শিবির হতে বাংলাদেশী উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবর্তন ও পূর্নবাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের কাজ তথা সরকার ঘোষিত ২০ (বিশ) দফা প্যাকেজ সুবিধা বাস্তবায়নে সহায়তা ও পর্যবেক্ষণকল্পে সরকার সর্বপ্রথম “টাস্কফোর্স” গঠন করে।

পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার পুনর্গঠনের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-পাচবিম (সম-১)-০৯/৯৯ (অংশ-১)৩১৫,তারিখ-২৭/০৮/২০০৯ ইং-এ জারীকৃত প্রজ্ঞাপন বলে টাস্কফোর্স পূর্নগঠন করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন তৈইবাকলাই (৫ মাইল) খামার গ্রামে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করছেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিশিষ্ট সমাজকর্মী বেগম অনামিকা ত্রিপুরা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়িত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মানিকছড়ি টাউন হলের শুভ উদ্বোধন করছেন ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স এর মাননীয় চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) জনাব যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, এম.পি

১.২ কর্মপরিধিঃ

(১) প্রত্যাগত শরণার্থী পূর্নবাসন ঃ

(ক) বাংলাদেশী উপজাতীয় শরণার্থীদের প্রদেয় ২০ (বিশ) দফা প্যাকেজ সুযোগ সুবিধা যথাযথভাবে দ্রুত বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা ও সহায়তা করার লক্ষ্যে সময়ে সময়ে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করার পাশাপাশি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারের তরফ হতে পরামর্শ ও নির্দেশ প্রদান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী উদ্বাস্তুদের পুর্নবাসন নিশ্চিতকরণ;

(খ) পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সকল সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগ ও কর্তৃপক্ষের কর্মতৎপরতার সমন্বয় রক্ষার্থে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান;

(গ) প্রত্যাগত শরণাথীদের যেসব স্থানে (নিজের বসত বাড়ীসহ) পুনর্বাসিত করা হয়েছে সরেজমিনে সে সব স্থান পরিদর্শন এবং স্থানীয়ভাবে উদ্ভূত সমস্যাদি (যদি থাকে) সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট এবং

(ঘ) শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুর্নবাসন কার্যক্রম এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনবোধে এ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।

(২) অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনঃ

বর্তমান টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান জনাব যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় হওয়ায় প্রিভিলেজ এ্যাক্ট, ১৯৭৩ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত পদসমূহে চেয়ারম্যানের ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জনবল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

১.	চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব	-১জন।
২.	চেয়ারম্যানের সহকারী একান্ত সচিব	-১জন।
৩.	চেয়ারম্যানের ব্যাক্তিগত সহকারী	-২জন।
৪.	জমাদার	-১জন।
৫.	অর্ডালী	-১জন।
৬.	কুক	-১জন।
৭.	এম.এল.এস.এস	-২জন।

মোট = ০৯ (নয়)টি পদ।

(খ) ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পূর্নবাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুর্নবাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্সের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্বখাতে বছরভিত্তিক সংরক্ষণ সাপেক্ষে নিম্নোক্ত পদসমূহ সৃজন করা হয় ঃ

নং	পদের নাম	বেতন স্কেল	পদসংখ্যা	মন্তব্য
১.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (উপ-সচিব)	২২,২৫০-৩১২৫০/-	১	
২.	নির্বাহী কর্মকর্তা	১১০০০-১৮,৫০০/-	১	শূন্য
৩.	সমন্বয়কারী,	৮০০০/-	১.	শূন্য
৪.	ব্যক্তিগত সহকারী	৫৫০০-১২০৯৫/-	১.	
৫.	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৪৭০০	১.	
৬.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৪৭০০	১.	
৭.	হিসাব রক্ষক	৪৭০০	১.	
৮.	ষ্টোর কিপার	৪৭০০	১.	
৯.	এম.এল.এস.এস	৪১০০	১.	শূন্য
১০.	নিরাপত্তা প্রহরী	৪১০০	১.	শূন্য
১১.	সুইপার	৪১০০	১.	শূন্য

মোট = ১২(বার)টি

৪.৪. ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেটঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে রাজস্বখাতে বরাদ্দের বিবরণ (বেতন-ভাতাদি)ঃ

নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বরাদ্দের পরিমাণ
১.	২	৩	৪
১.	৪৫০১	অফিসারদের বেতন	১৫,৪০,০০০/-
২.	৪৬০১	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	১২,৩৬,০০০/-
৩.	৪৭০০	ভাতাদি	
		১. ৪৭০১- মহার্ঘ ভাতা ২. ৪৭০৫- বাড়ীভাড়া ৩. ৪৭১৩- উৎসব ভাতা ৪. ৪৭১৭- চিকিৎসা ভাতা ৫. ৪৭২১- পাহাড়ী ভাতা ৬. ৪৭৩৩- আপ্যায়ন ভাতা ৭. ৪৭৫৫- টিফিন ভাতা ৮. ৪৭৭৩- শিক্ষা ভাতা ৯. অন্যান্য ভাতা (প্রেষণ ও মোবাইল ভাতা)	৬,৩০,০০০/- ১২,৩২,০০০/- ৩,৫০,০০০/- ১,৫২,০০০/- ৪,৪০,০০০/- ৪৮,০০০/- ১৮,০০০/- ১২,০০০/- ২,০০,০০০/-
উপ মোট ভাতাদি=			**৩০,৮২,০০০/-**

১.	৪৮০০	**সরবরাহ ও সেবা**	
		১. ৪৮০১- ভ্রমণ ব্যয় ২. ৪৮১৬- টেলিফোন/টেলিগ্রাফ/টেলিপ্রিন্টার ৩. ৪৮২১- বিদ্যুৎ ৪. ৪৮২৩- পেট্রোল/ লুব্রিকেন্ট ৫. ৪৮৯৯- অন্যান্য ব্যয় (আনুষঙ্গিক)	৬,০০,০০০/- ৪০,০০০/- ৬০,০০০/- ১০,০০,০০০/- ৩,০০,০০০/-
		উপমোট সরবরাহ ও সেবা	**২০,০০,০০০/-**
২.	৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ	
		১. ৪৯০১- মোটর যানবাহন ২. ৪৯১১- কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম ৩. ৪৯১৬- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়	৩,০০,০০০/- ২৩,০০০/- ১,৫০,০০০/-
		উপমোট মেরামত ও সংরক্ষণ	**৪,৭৩,০০০/-**
৩.	৫৯০০	সাহায্য মঞ্জুরী	
		৫৯৫৩- স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরী	৩,০০,০০০/-
		উপমোট স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরী	৩,০০,০০০/-
		সর্বমোট=	**৮৬,৩১,০০০/-**

৪.৫. ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের আয় ব্যয়ের পৃথক হিসাবঃ
টাস্কফোর্সের নিজস্ব কোন আয় নেই। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে প্রাপ্ত বরাদ্দ আয় হিসেবে গণ্য। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ব্যয়ের বিবরণ (বেতন-ভাতাদি) নিম্নরূপঃ

নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	খরচের পরিমাণ
১	২	৩	৪
	৪৫০০	অফিসারদের বেতন	
	৪৫০১	অফিসারদের বেতন	১০,৮৬,১৯৮/-
		উপমোট অফিসারদের বেতন	১০,৮৬,১৯৮/-
২	৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	
	৪৬০১	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৭,৭৯,৮২৩/-
		উপমোট অফিসারদের বেতন =	৭,৭৯,৮২৩/--

৩.	৪৭০০	ভাতাদি	
৪.		১. ৪৭০১- মহার্ঘভাতা ২. ৪৭০৫- বাড়ীভাড়া ৩. ৪৭১৩- উৎসব ভাতা ৪. ৪৭১৭- চিকিৎসাভাতা ৫. ৪৭২১- পাহাড়ীভাতা ৬. ৪৭৩৩- আপ্যায়নভাতা ৭. ৪৭৫৫- টিফিনভাতা ৮. ৪৭৭৩- শিক্ষাভাতা ৯. ৪৭৯৫- অন্যান্য ভাতা(প্রেষণ ও মোবাইল ভাতা)	২,৯৯,৬২৯/- ৯,০৭,৫৯৭/- ১,৯১,৫৬০/- ৮৪,০০০/- ২,১৭,৮০৭/- ৪৮,০০০/- ১৪,৪০০/- ৬,০০০/- ৭৩,৫২১/-
		উপমোট ভাতাদি=	১৮,৪২,৫১৪/-
৫.	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	
৬.		১. ৪৮০১- ভ্রমণ ব্যয় ২. ৪৮১৬- টেলিফোন/টেলিগ্রাফ/টেলিপ্রিন্টার ৩. ৪৮২১- বিদ্যুৎ ৪. ৪৮২৩- পেট্রোল/ লুব্রিকেন্ট ৫. ৪৮৯৯- অন্যান্য ব্যয় (আনুষঙ্গিক)	৫,৯৯,৯১১/- ৩৯,৮৬৭/- - ৯,৯৯,৯১৮/- ২,৩৪,২৯১/-
		উপমোট সরবরাহ ও ব্যয় =	**১৮,৭৩,৯৮৭/-**
৭.	৪৯০০	মেরারত ও সংরক্ষণ	
৮.		১. ৪৯০১- মোটর যানবাহন ২. ৪৯১১- কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম ৩. ৪৯১৬- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়	২,৯৯,৮৯০/- ২২,৯৭০/- -
		উপমোট মেরারত ও সংরক্ষণ	**৩,২২,৮৬০/-**
৯.	৫৯০০	**সাহায্য মঞ্জুরী**	
১০.		৫৯৫৩- স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরী	৩,০০,০০০/-
		উপমোট স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরী	৩,০০,০০০/-
		সর্বমোট=	**৬২,০৫,৩৮২/-**

পাহাড়ী নবীন চিত্রশিল্পীদের আকা ছবির সমন্বয়ে 'রং-তুলিতে পাহাড় ও প্রকৃতি' শীর্ষক চিত্র প্রদর্শণীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. গওহর রিজভী

৪.৬. টাস্কফোর্সের গঠন,সদস্যগনের নাম ও পরিচিতিঃ

১. জনাব যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা চেয়ারম্যান(প্রতিমন্ত্রী পদমর্যদায়)
২. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি - সদস্য
৩. খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি -সদস্য
৪. রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি -সদস্য
৫. বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি -সদস্য
৬. ২৪ পদাতিক ডিভিশনের একজন প্রতিনিধি -সদস্য
৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির এনজন প্রতিনিধি -সদস্য
৮. প্রত্যাগত শরণার্থী একজন প্রতিনিধি - সদস্য
৯. জনাব এস.এম.শফি, পিতা-মৃত হাজী আব্দুল হক,
মাস্টার পাড়া, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা - সদস্য
১০. বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম -সদস্য সচিব।

৫. পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ

৫.১. ভূমিকাঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি স্বতন্ত্র জেলা তথা-রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান-এর সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন কল্পে ১৯৮৯ সালের ১৯, ২০, ২১ নং আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে যথাক্রমে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে ১৯৯৮ সালে ৯, ১০ এবং ১১ নং আইনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহের আইনসমূহকে অধিকতর সংশোধনপূর্বক পরিষদত্রয়কে যথাক্রমে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে রূপান্তর করা হয়। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বিভিন্ন উপজাতি এবং অ-উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন অবকাঠামোসহ অন্যান্য খাত উন্নয়নের নিমিত্ত পার্বত্য জেলা পরিষদের ভূমিকা অপরিসীম।

৫.২ কর্মপরিধি ঃ

পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন মোতাবেক তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

- জেলার আইন-শৃঙ্খলার তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন;
- ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;
- পুলিশ (স্থানীয়);
- উপজাতীয় রীতিনীতি অনুসারে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উপজাতীয় বিষয়ক বিরোধের বিচার;
- জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন;
- মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাবলিক লাইব্রেরী, ছাত্রাবাস, আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান, ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মাধ্যমিক ও কারিগরী শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষার প্রসার, ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও খাদ্যের ব্যবস্থা, গরীব ও দুস্থ ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃত মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ;
- হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ও ডিসপেন্সারী স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, ধাত্রী প্রশিক্ষণ এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং তৎসম্পর্কিত কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার প্রসার;
- কৃষি উন্নয়ন, সরকার কর্তৃক রক্ষিত নয়-এ প্রকার বন-সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, গ্রামাঞ্চলে বনভূমি সংরক্ষণ, কৃষিখামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নত কৃষিপদ্ধতি জনপ্রিয়করণ এবং কৃষকগণকে উন্নত যন্ত্রপাতি হ্রাসকৃত মূল্যে প্রদান;
- পশুপাখির হাসপাতাল স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পশুসম্পদের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, মৎস্য খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং মৎস্য ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- সমবায় উন্নয়ন ও সমবায় জনপ্রিয়করণ এবং এতে উৎসাহ প্রদান;
- ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপন, হাটবাজার ও গ্রাম বিপনী বিতান স্থাপন, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং

স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;

- সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ, দুস্থ ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণ সদন, আশ্রয় সদন, এতিমখানা, বিধবা সদন ও অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, দরিদ্রদের জন্য লিগ্যাল এইড এবং দরিদ্র ও ছিন্নমূল পরিবারের সাহায্য ও পুনর্বাসন;
- সাধারণ উপজাতীয় সংস্কৃতিমূলক কর্মকাণ্ড সংরক্ষণ ও প্রসার, জাদুঘর ও আর্ট-গ্যালারী স্থাপন, ব্যবস্থাপনা, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, জাতীয় দিবস ও উপজাতীয় উৎসবাদি উদযাপন, স্থানীয় এলাকার ঐতিহাসিক এবং আদি বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণ, তথ্যকেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংস্কৃতি উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন;
- স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;
- যুব উন্নয়ন ও সমাজসেবামূলক কার্যাবলী গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ;
- যুব কল্যাণ;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- স্থানীয় পর্যটন;
- জুম চাষ;

জেলার বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির শর্ত মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলা সমূহে 'স্থানীয় পর্যটন' হস্তান্তর চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

১.৩. পার্বত্য জেলা পরিষদের অর্গানোগ্রামঃ

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে এ পরিষদ ৫৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম নিয়ে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে পরিষদের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেতে থাকলে পার্বত্য জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম সংশোধন এবং নতুন পদ সৃষ্টির অনুরোধ জানানো হয়। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৯৯ সনে নতুন পদ সৃষ্টির মাধ্যমে ৭২ জনবল বিশিষ্ট অর্গানোগ্রাম অনুমোদন করা হয়, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

চেয়ারম্যান
১×একান্ত সচিব
১×জনসংযোগ কর্মকর্তা
১×ষাঁটলিপিকার (একান্ত সহকারী)
১×গাড়ি চালক+ ১×জমাদার
১×অর্ডারলী+ ২×এমএলএসএস
জনবল ঃ ০৮ জন

↓

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা
১×মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা
১×ষাঁটলিপিকার+ ১×গাড়ী চালক
১×এমএলএসএস
জনবল ঃ ৪ জন

প্রশাসন বিভাগ
১×নির্বাহী কর্মকর্তা
১×প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১×কম্পিউটার অপারেটর
১×উচ্চমান সহকারী
১×নিম্নমান সহকারী
১×মুদ্রাক্ষরিক+১×গ্রন্থাগার সহকারী
১×মেকানিক+ ৪×গাড়ী চালক
২×স্পীডবোট চালক
১×ইলেকট্রিশিয়ান
১×ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর
১×বার্তা বাহক+ ১×এমএলএসএস
১×প্রহরী+ ১×সুইপার
৬×প্রহরী (রেস্ট হাউজ)+ ১×মালি
জনবল ঃ ২৭ জন

প্রকৌশল বিভাগ
১×নির্বাহী প্রকৌশলী
২×সহকারি প্রকৌশলী
৪×উপ-সহকারি প্রকৌশলী
১×নক্সাকারক কাম প্রাক্কলনিক
১×উচ্চমান সহকারী
২×নিম্নমান সহকারী
১×মুদ্রাক্ষরিক
১×হিসাব সহকারী
৪×কার্যসহকারী
১×গাড়ী চালক
৩×এম, এল, এস,এস
জনবল ঃ ২১ জন

ভূমি কর্মকর্তা
১×ভূমি কর্মকর্তা
১×কানুনগো
১×সার্ভেয়ার ১×নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক
২×চেইনম্যান
১×এমএলএসএস
জনবল ঃ ০৭ জন

হিসাব ও নিরীক্ষা শাখা
১×হিসাব ও নিরীক্ষা কর্মকর্তা
১×হিসাব রক্ষক
১×জুনিয়র অডিটর
১×হিসাব সহকারী
১×মুদ্রাক্ষরিক
জনবল ঃ ০৫ জন

জনবলের সার সংক্ষেপ

১ম শ্রেণীর কর্মকর্তার সংখ্যা	ঃ ০৭ জন
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তার সংখ্যা	ঃ ০৯ জন
৩য় শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা	ঃ ৩৩ জন
৪র্থ শ্রেণীর কর্মচার্রীর সংখ্যা	ঃ ২৩ জন
সর্বমোট	**ঃ ৭২ জন**

৫.ক. ১. রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের গঠন ঃ

১৯৮৯ সনে সর্বপ্রথম স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয় তখন চেয়ারম্যানসহ পরিষদের সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩১ জন। বর্তমানে ৩৩ জন সদস্য এবং ১জন চেয়ারম্যানসহ মোট ৩৪ জন নিয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ পুনর্গঠিত হয়েছে। পুনর্গঠিত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহে ২ জন উপজাতীয় এবং ১ জন অ-উপজাতীয়সহ মোট ৩ জন মহিলা সদস্যের পদ সংরক্ষিত রাখা হয়েছে, যারা সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

পরিষদঃ

(ক) চেয়ারম্যান	ঃ ০১ জন।
(খ) সাধারণ সদস্য	ঃ ৩০ জন।
(গ) সংরক্ষিত মহিলা সদস্য	ঃ ০৩ জন।

সম্প্রদায় ভিত্তিক সদস্য সংখ্যা ও চেয়ারম্যানঃ

১। চেয়ারম্যান	ঃ ০১ জন।
২। সদস্য সংখ্যা	
ক) উপজাতীয় মহিলা (সংরক্ষিত)	ঃ ০২ জন।
খ) অ-উপজাতীয় মহিলা (সংরক্ষিত)	ঃ ০১ জন।
গ) চাকমা	ঃ ১০ জন।
ঘ) অ-উপজাতীয়	ঃ ১০ জন।
ঙ) মারমা	ঃ ০৪ জন।
চ) তঞ্চঙ্গ্যা	ঃ ০২ জন।
ছ) ত্রিপুরা	ঃ ০১ জন।
জ) লুসাই	ঃ ০১ জন।
ঝ) পাংখোয়া	ঃ ০১ জন।
ঞ) খিয়াং	ঃ ০১ জন।
সর্বমোট	ঃ ৩৪ জন।

৫.ক. ২. রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদঃ

১৯৯৭ সনের ০২ নং আইন দ্বারা পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহে ধারা ১৬ ক অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। এ ধারায় বলা হয়েছে, একজন চেয়ারম্যান ও চার জন সদস্য সমন্বয়ে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করবে। নির্বাচিত নতুন পরিষদ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ কার্য চালিয়ে যাবে এবং অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের মেয়াদান্তে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে নতুন পরিষদ গঠিত হবে তৎপরবর্তী সময় হতে ১৬(ক) ধারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এ ধারা বলে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদে বর্তমানে ০১ জন উপজাতীয় চেয়ারম্যান, ৩ জন উপজাতীয় সদস্য এবং ০১ জন অ-উপজাতীয় সদস্য রয়েছেন। যা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
০১)	জনাব নিখিল কুমার চাকমা	চেয়ারম্যান
০২)	জনাব বৃষকেতু চাকমা	সদস্য
০৩)	বেগম শামীমা রশিদ	সদস্য
০৪)	জনাব অংসুই প্রু চৌধুরী	সদস্য
০৫)	জনাব অভিলাষ তঞ্চঙ্গ্যা	সদস্য

৫.ক. ৩. রাঙ্গামটি পার্বত্য জেলা পরিষদ হস্তান্তরিত বিষয়সমূহঃ

ক্রমিকনং	হস্তান্তরিত দপ্তর/সংস্থার নাম	হস্তান্তরিত হওয়ার সন
১।	বাজারফান্ড সংস্থা	১৯৮৯
২।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১৯৯০
৩।	সিভিল সার্জনের কার্যালয়	১৯৯০
৪।	জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	১৯৯০
৫।	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা	১৯৯০
৬।	জেলা সমবায় বিভাগ	১৯৯৩
৭।	জেলা সমাজ সেবা পরিদপ্তর	১৯৯৩
৮।	জেলা মৎস্য অফিস	১৯৯৩
৯।	জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর	১৯৯৩
১০।	জেলা পশুসম্পদ অধিদপ্তর	১৯৯৩
১১।	জেলা ক্রীড়া সংস্থা	১৯৯৩
১২।	জেলা শিল্পকলা একাডেমী	১৯৯৩
১৩।	উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট	১৯৯৩
১৪।	জেলা পাবলিক লাইব্রেরী	১৯৯৩
১৫।	ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প (বিসিক) কর্পোরেশন	১৯৯৩
১৬।	টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট	২০০৬
১৭।	জেলা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়	২০০৬
১৮।	জেলা হর্টিকালচার সেন্টার ও নার্সারীসমূহ	২০০৭
১৯।	প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	২০০৭
২০।	পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	২০০৮
২১।	নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ।	২০০৯
২২।	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)	২০১২
২৩।	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২০১২
২৪।	জুমচাষ	২০১৩
২৫।	জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ	২০১৪
২৬।	পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান	২০১৪
২৭।	স্থানীয় শিল্প বাণিজ্য ও লাইসেন্স	২০১৪
২৮।	জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান	২০১৪
২৯।	মহাজনী কারবার	২০১৪
৩০	স্থানীয় পর্যটন	২০১৪

৫.ক. ৪. রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের বিধিঃ

সরকার কর্তৃক প্রণীত ৩টি বিধিমালা হলো-

১। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ কার্যপ্রণালী বিধিমালা ১৯৯০;

২। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ পরিদর্শন বিধিমালা ১৯৯০;

৩। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (রাঙ্গামাটি হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ) বিধিমালা ১৯৯১;

৫.ক. ৫. রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রবিধানঃ

পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬৯ ধারা অনুযায়ী পরিষদকে প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এ ধারায় উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও এ আইনের অধীন প্রবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বা করা যাবে এরূপ যেকোন বিষয়ে পরিষদ প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারবে। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ হতে এ পর্যন্ত সর্বমোট ১০টি প্রবিধান প্রণয়ন করেছে। প্রবিধানগুলো নিম্নরূপঃ

১) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের (সুযোগ-সুবিধা) প্রবিধানমাল-১৯৮৯ (প্রথম সংশোধনী ১৯৯৬, দ্বিতীয় সংশোধনী ১৯৯৯, তৃতীয় সংশোধনী ২০০০, চতুর্থ সংশোধনী ২০০১ ও পঞ্চম সংশোধনী ২০০২)

২) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ কর্মচারি চাকুরী প্রবিধানমালা ১৯৯৬, (প্রথম সংশোধনী ১৯৯৯, দ্বিতীয় সংশোধনী ২০০০, তৃতীয় সংশোধনী ২০০১, চতুর্থ সংশোধনী ২০০২)

৩) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও এতদসংক্রান্ত চুক্তি প্রবিধানমালা ১৯৯৫ (প্রথম সংশোধনী ২০০০)

৪) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের রপ্তানীযোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর উপর টোল ধার্য ও আদায় প্রবিধানমালা ১৯৯৯ (প্রথম সংশোধনী ২০০০)।

৫) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভা সংক্রান্ত প্রবিধানমালা ১৯৯৯ (প্রথম সংশোধনী ২০০০)

৬) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের কর্মচারী বদান্য তহবিল প্রবিধানমালা ২০০০

৭) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য প্রবিধানমালা ২০০০।

৮) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মচারি নিয়োগ প্রবিধানমালা ২০০০

৯) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মোটরযান, নৌ-যান, উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ও অফিসে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ এবং নিষ্পত্তিকরণ সম্পর্কিত প্রবিধানমালা ২০০১

১০) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর ধার্য ও আদায় প্রবিধানমালা-২০০৮।

৫.ক. ৬. জেলা উন্নয়ন কমিটিতে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের ভূমিকাঃ

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ আগষ্ট মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক পত্রের মাধ্যমে জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে পূর্বের জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির পরিবর্তে বর্তমানে 'জেলা উন্নয়ন কমিটি' রাখা হয় এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণকে এর আহ্বায়ক মনোনীত করা হয়। এ পরিবর্তন শুধুমাত্র রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে বলে নির্ধারিত হয়। এ কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়: "এখন হইতে পার্বত্য জেলাসমূহের

জন্য গঠিত এই 'জেলা উন্নয়ন কমিটি' পূর্বের জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সার্বিক দায়িত্বসহ নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করিবে:

১. এলাকাধীন সকল উন্নয়নমূলক কার্যাদির সহিত সম্পৃক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহ যথা: ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভার সহিত সামগ্রিক সমন্বয় ও মনিটরিং।
২. আন্তঃবিভাগ/সংস্থার উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের সমন্বয় সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ।
৩. উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন ও তদারকি এবং সমস্যা সমাধানের জন্য উপায় উদ্ভাবন।
৪. উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং এদের আর্থ-সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ।

৮ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কয়েকটি দপ্তর হস্তান্তরে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান
স্থান ঃ জাতীয় সংসদের কেবিনেট কক্ষ

৫.ক.৭. এনজিও কার্যক্রম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের ভূমিকাঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ২০০১ সালের ২৯ মে এক পরিপত্র জারির মাধ্যমে বলা হয় "বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বাংলাদেশী, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও) ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী" অনুসারে ৫ (জ) ধারা অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের এনজিও সমূহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন করার জন্য জেলা পর্যায়ে একটি কমিটি থাকবে এবং কমিটি প্রতি ২ মাসে অন্তত ১ বার সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এনজিওদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সমন্বয় করবে।

কমিটি গঠন ঃ

১.	চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ	-আহ্বায়ক
২.	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক	-সদস্য সচিব
৩.	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের একজন প্রতিনিধি	-সদস্য
৪.	সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক	-সদস্য
৫.	সংশ্লিষ্ট সরকারি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক	-সদস্য
৬.	জেলায় কর্মরত সকল এনজিও'র ১ জন করে প্রতিনিধি	-সদস্য
৭.	এডাব এর ১ জন প্রতিনিধি	-সদস্য
৮.	সংশ্লিষ্ট এলাকার সার্কেল চীফ অথবা তাঁর প্রতিনিধি	-সদস্য

৫.ক. ৮. বিষয়ভিত্তিক কমিটি গঠন সংক্রান্তঃ

পরিষদ আইনের ২৭ ধারার আলোকে উন্নয়ন কাজে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়নের নিমিত্ত এবং পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ নিম্নলিখিত ৪ টি বিষয় ভিত্তিক কমিটি গঠন করেছে।

ক) শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, কুটির শিল্প, যুব উন্নয়ন, টেক্সটাইল ভোকেশনাল কমিটি।

খ) মৎস্য ও পশুসম্পদ, সমাজকল্যাণ, ক্রীড়া ও সমবায় কমিটি।

গ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, গ্রন্থাগার ও শিল্পকলা একাডেমি কমিটি।

ঘ) কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও বাজার ফান্ড কমিটি।

উপযুক্ত বিষয়ভিত্তিক কমিটিগুলো উন্নয়ন খাতে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তার পাশাপাশি পরিষদসহ হস্তান্তরিত বিভিন্ন বিভাগের জনকল্যাণমূলক ও প্রশাসনিক কাজে প্রয়োজনীয় সহায়তা, পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকে। পরিষদের একজন সদস্য আহ্বায়ক এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে কাজ করে থাকেন।

৫.ক.৯. ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে প্রাপ্ত থোক বরাদ্দের বিবরণ ঃ

ক্রঃনং	অর্থনৈতিক কোড নম্বর	বরাদ্দের পরিমাণ
১.	কোড নম্বর ৭০২০	১০৮০.০০ লক্ষ টাকা
২.	কোড নম্বর ৫০১০	১৯৪৯.০০ লক্ষ টাকা
	মোট বরাদ্দ	**৩০২৯.০০ লক্ষ টাকা**

৫.ক. ১০: ২০১৩-১৪ অর্থবছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প কোড ঃ ৭০২০)
	সেক্টর ঃ- শিক্ষা
১	নানিয়ারচর উপজেলাধীন নানিয়ারচর কলেজে আসবাবপত্র সরবরাহ।
২	নানিয়ারচর উপজেলাধীন নানিয়ারচর কলেজ হোষ্টেল মেরামত ও গভীর নলকূপ স্থাপন।
৩	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন পাংখু পাড়া জুনিয়র হাইস্কুলে কাটাতারের ঘিরাবেড়া নির্মাণ।
৪	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন বটথলী পাড়া বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন।
৫	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ফারুয়া চাইন্দা বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন।
৬	কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া কে,জি স্কুল নির্মাণ।
৭	কাউখালী উপজেলাধীন ঘিলাছড়ি মাদ্রাসা নির্মাণ।
৮	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বটতলী সরকারী প্রা: বিদ্যালয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।
৯	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউনিয়নে মাচালং বাজারে ত্রিপুরা ছাত্রাবাস সংস্কার করণ।
১০	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন শিজক কলেজের ধারক দেওয়াল নির্মাণ।
১১	জুরাছড়ি উপজেলাধীন শুকনাছড়ি পালি টোল উন্নয়ন।
১২	নানিয়ারচর উপজেলাধীন জাহানাতলী উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার।
১৩	নানিয়ারচর উপজেলাধীন কেঙ্গেলছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন।
১৪	সদর উপজেলাধীন শাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের গার্ডেন উন্নয়ন।
১৫	নানিয়ারচর উপজেলাধীন ইসলামপুর পুনর্বাসন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়ালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।
১৬	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন পাকুজ্যাছড়ি আবাসিক বিদ্যালয় মেরামত।
১৭	লংগদু উপজেলাধীন নলুয়া শিবের আগা বেসরকারী প্রাথমিক মিশন স্কুল নির্মাণ
	সেক্টর ঃ- যোগাযোগ
১	সদর উপজেলাধীন রাঙ্গাপানি এলাকায় পুরাতন আর্মি ক্যাম্প পাহাড়ে চলাচলের রাস্তা ভাঙ্গন রক্ষার্থে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ।
২	সদর উপজেলাধীন ডা: ইন্দ্রানী চাকমা জায়গার পার্শ্বে বসতবাড়ী রক্ষার্থে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ।
৩	সদর উপজেলাধীন শান্তি নগরে পাকা সিঁড়ি নির্মাণ।
৪	সদর উপজেলাধীন রসুলপুরে পাকা সিঁড়ি নির্মাণ।
৫	সদর উপজেলাধীন বোধিপুর গ্রামে ভাঙ্গন রক্ষার্থে বল্লি প্লাসাইডিং করণ।
৬	নানিয়ারচর উপজেলাধীন আনসার মেম্বারের বাড়ীর পার্শ্বের রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।
৭	নানিয়ারচর উপজেলাধীন পুরাতন (বাজার) বামপিলিম এলাকায় সিঁড়ি নির্মাণ।
৮	নানিয়ারচর উপজেলাধীন আবুল মিস্ত্রির বাড়ীর পার্শ্বে সিঁড়ি নির্মাণ।
৯	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন মধ্য পাড়া হইতে চাক্রাছড়ি পাড়ায় রাস্তা উন্নয়ন।
১০	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন আলিখ্যং চাকমা পাড়ায় কাঠের ব্রীজ নির্মাণ।
১১	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন দোসরী পাড়া হইতে বিলছড়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।
১২	কাউখালী উপজেলাধীন বড় পাড়া বৌদ্ধ বিহারের সামনে ফুট ব্রীজ নির্মাণ।
১৩	কাউখালী উপজেলাধীন গজালিয়া রাস্তা ভাঙ্গন প্রতিরোধে বল্লি প্লাসাইডিং করণ।
১৪	কাউখালী উপজেলাধীন হাতিমারা ঝুলন্ত ব্রীজ হইতে হারুন রশিদ পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।
১৫	কাপ্তাই উপজেলাধীন গবছড়া বৌদ্ধ বিহারে যাতায়াতের সিঁড়ি নির্মাণ।
১৬	রাজস্থলী উপজেলাধীন বান্দরবান রাস্তা হইতে পুলক বড়ুয়ার বাসা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।
১৭	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বঙ্গলতলী ইউনিয়নে দ্যোল্যামোর গ্রাম হইতে বি ব্লক গ্রাম পর্যন্ত ইট বিছানো।
১৮	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বাঘাইছড়ি ইউনিয়নে আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে তালুকদার পাড়া হইয়া কজইছড়ি গ্রাম পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো।
১৯	সদর উপজেলাধীন রাজ বন বিহারের রাস্তা কার্পেটিং ও ড্রেইন সংস্কার কাজ।

২০	নানিয়ারচর উপজেলাধীন ১৮ মাইল তালুকদারপাড়া সংযোগ সড়ক হইতে রমনি মোহন কার্বারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।
২১	সদর উপজেলাধীন তবলছড়িস্থ অফিসার্স কলোনীতে জালাল আহম্মেদের বাড়ীর পার্শ্বে ধারক দেওয়ালের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।
২২	কাপ্তাই উপজেলাধীন কাপ্তাই ইউনিয়নে সেগুনটিলায় যাতায়াতের জন্য ফুটব্রীজ নির্মাণ
২৩।	সদর উপজেলাধীন ভেদভেদী মনতলা সড়কে সুভাষের বাসা হতে কমলের বাসা পর্যন্ত ড্রেন এবং স্ল্যাব দ্বারা রাস্তা উন্নয়ন।
২৪	লংগদু উপজেলাধীন ভাসান্য আদাম ইউনিয়নে শামসু শিবির হতে রাংগাচান চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।
২৫	জুরাছড়ি উপজেলাধীন দুমদুম্যা ইউনিয়নে বরকলক পাড়া হইতে বন্দাছড়া রাস্তা উন্নয়ন।
২৬	রাজস্থলী উপজেলাধীন ঘিলামুখ আমতলী পাড়া হইতে বলি পাড়া রাস্তা উন্নয়ন।
২৭	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন দোসরী পাড়া মেইন রাস্তা হইতে আমগাছছড়া পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।
	সেক্টর ঃ- ধর্ম
১	সদর উপজেলাধীন রন্যাইছড়ি সম্যক দৃষ্টি বন বিহার শাখার ভিক্ষু আবাসিক ভবন নির্মাণ।
২	সদর উপজেলাধীন ৬নং বালুখালী ইউনিয়নের অন্তর্গত কান্দবছড়া মনি রত্ন জেতবন বন বিহার নির্মাণ।
৩	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বাঘাইহাট বনানী বন বিহার উন্নয়ন।
৪	সদর উপজেলাধীন শান্তি নগর জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।
৫	সদর উপজেলাধীন কতুকছড়ি জীব কল্যাণ বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।
৬	সদর উপজেলাধীন বোধিপুর শাখা বন বিহার নির্মাণ।
৭	সদর উপজেলাধীন আনন্দ বিহারের ড্রেন এপ্রোন চিলেকোঠা নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ।
৮	নানিয়ারচর উপজেলাধীন কেরেটছড়ি শান্তি নিকেতন বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।
৯	নানিয়ারচর উপজেলাধীন নাঙ্গেল পাড়া নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন।
১০	নানিয়ারচর উপজেলাধীন গর্জনতলী বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন।
১১	নানিয়ারচর উপজেলাধীন কাউলী জ্ঞান রাম বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।
১২	নানিয়ারচর উপজেলাধীন বড়পুল পাড়া শাক্যমনি বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন।
১৩	নানিয়ারচর উপজেলাধীন বেতছড়ি পুরাতন পাড়ায় জনকল্যাণ বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।
১৪	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন তিনকুনিয়া বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।
১৫	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ধুপ্যাচর বৌদ্ধ বিহারের দেশনা ঘর নির্মাণ।
১৬	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন তক্তনালা বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন।
১৭	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন আমতলী বন বিহার উন্নয়ন ।
১৮	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ফারুয়া এগুজ্যাছড়ি আর্য মৈত্রী বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন।
১৯	কাউখালী উপজেলাধীন কাঁশখালী জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।
২০	নানিয়ারচর উপজেলাধীন রামহরি পাড়া তক্ষশীলা বনবিহারে উপগুপ্ত বুদ্ধের মন্দির নির্মাণ। সদর উপজেলাধীন রাঙ্গাপানি মিলনপুর বৌদ্ধ বিহারের উপগুপ্ত বুদ্ধের মন্দির নির্মাণ। রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন উলুছড়ায় উপগুপ্ত বুদ্ধের মন্দির নির্মাণ।
২১	কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন।
২২	কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।
২৩	কাউখালী উপজেলাধীন পূর্ব আদর্শ গ্রাম জামে মসজিদ উন্নয়ন।
২৪	কাউখালী উপজেলাধীন খোলা পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।
২৫	কাউখালী উপজেলাধীন কাউখালী সদর বায়তুল আমান জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।
২৬	কাপ্তাই উপজেলাধীন রেশম বাগান বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন।
২৭	কাপ্তাই উপজেলাধীন শীলছড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন।
২৮	কাপ্তাই উপজেলাধীন জয় কালী মন্দির উন্নয়ন।
২৯	কাপ্তাই উপজেলাধীন পূর্ব ডংনালা বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।
৩০	কাপ্তাই উপজেলাধীন দেবতাছড়ি মহাজন পাড়া বৌদ্ধ বিহার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।

৩১	কাপ্তাই উপজেলাধীন শীলছড়ি বেলাফা পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।
৩২	কাপ্তাই উপজেলাধীন বন ভবন মসজিদ সংস্কার।
৩৩	কাপ্তাই উপজেলাধীন হরিণছড়া বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন।
৩৪	রাজস্থলী উপজেলাধীন ধলিয়া নোয়া পাড়া বৌদ্ধ বিহার এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।
৩৫	রাজস্থলী উপজেলাধীন ধলিয়া মুসলিম পাড়া জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।
৩৬	রাজস্থলী উপজেলাধীন ডাক বাংলা বায়তুল নূর জামে মসজিদ উন্নয়ন।
৩৭	রাজস্থলী উপজেলাধীন ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।
৩৮	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন খেদারমারা ইউনিয়নে উত্তর পাবলাখালী ধর্মজয় বৌদ্ধ বিহার সংস্কার।
৩৯	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বঙ্গলতলী ইউনিয়নে করেঙ্গাতলী বাজার বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।
৪০	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বঙ্গলতলী ইউনিয়নে করেঙ্গাতলী বাজারে শ্রী শ্রী কালী মন্দিরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।
৪১	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন রূপকারী ইউনিয়নে পাকুজ্যাছড়ি গ্রামে বৌদ্ধ বিহার সংস্কার করণ।
৪২	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বাঘাইছড়ি ইউনিয়নে মধ্যম বাঘাইছড়ি গ্রামে বৌদ্ধ বিহার সংস্কার করণ।
৪৩	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউনিয়নে মাচালং বাজারে বৌদ্ধ বিহার সংস্কার করণ।
৪৪	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন রূপকারী ইউনিয়নে মিলনপুর বন বিহার সংস্কার করণ।
৪৫	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন খেদারমারা ইউনিয়নে দুরছড়ি গ্রামে স্বানন্দ বৌদ্ধ বিহারের দেশনাঘর নির্মাণ।
৪৬	জুরাছড়ি উপজেলাধীন বড় কলক বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন।
৪৭	জুরাছড়ি উপজেলাধীন হাজাছড়া বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন।
৪৮	জুরাছড়ি উপজেলাধীন হরিণ হাট ছড়া বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন।
৪৯	জুরাছড়ি উপজেলাধীন মঘাছড়ি বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন।
৫০	জুরাছড়ি উপজেলাধীন বগাখালী বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন।
৫১	বরকল উপজেলাধীন ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়নে মীরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।
৫২	বরকল উপজেলাধীন সুবলং ইউনিয়নে হাজাছড়া সুবলং বন বিহারের মাঠ সংস্কার।
৫৩	বরকল উপজেলাধীন করল্যাছড়ি মৌজায় আন্দারমানিক বনভান্তের স্মৃতি মন্দির নির্মাণ।
৫৪	লংগদু উপজেলাধীন করল্যাছড়ি অমৃতাংকুর বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন।
৫৫	লংগদু উপজেলাধীন ভাসন্যাদাম পুরানপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।
৫৬	লংগদু উপজেলাধীন রাংগীপাড়া বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন।
৫৭	লংগদু উপজেলাধীন ডানে আটারকছড়া গীর্জা নির্মাণ।
৫৮	নানিয়ারচর উপজেলাধীন হর্টি কালচার জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।
৫৯	নানিয়ারচর উপজেলাধীন বিমুক্তি ভাবনা কেন্দ্রের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।
৬০	নানিয়ারচর উপজেলাধীন বুড়িঘাট ৮ নং টিলা জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।
৬১	সদর উপজেলাধীন বিডিআর মসজিদের ফ্লোরের টাইলস ফিটিং কাজ করণ।
৬২	সদর উপজেলাধীন ধনপাতা বৌদ্ধ বিহারের জানালা স্থাপন ও ভালেদী রাস্তার কাঠের সেতু নির্মাণ।
৬৩	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩৩ নং মারিশ্যা ইউনিয়নে কদমতলী বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।
৬৪	কাউখালী উপজেলাধীন উল্টাপাড়া ধর্মাংকুর বৌদ্ধ বিহারের ছাদ ঢালাইকরণ।
৬৫	কাউখালী উপজেলাধীন গাড়ীছড়া বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।
৬৬	কাউখালী উপজেলাধীন মহাজন পাড়া বৌদ্ধ বিহার মাঠ উন্নয়ণ।
৬৭	কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া জাদি বিহার উন্নয়ণ।
৬৮	কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া গীতা মন্দিরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।
৬৯	সদর উপজেলাধীন স্বর্নটিলা বড়হুজুরের হেফজ্খানার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।
৭১	কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া বৈজয়ন্তী বন বিহারের ভোজনশালা নির্মাণ।
৭২	কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া জাদি বিহারের বাউন্ডারী ওয়াল ও গেইট নির্মাণ।

	সেক্টর ঃ স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য
১	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন দীঘলছড়ি গ্রামে পানি সরবরাহ।
২	কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া শীলছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ডিপ টিউব ওয়েল স্থাপন।
৩	রাজস্থলী উপজেলাধীন কুতুমছড়া বিশুদ্ধ পানির জন্য ডিপ টিউব ওয়েল নির্মাণ।
৪	রাজস্থলী উপজেলাধীন ইসলামপুর ক্যামং বাড়ীর সংলগ্নে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন।
৫	লংগদু উপজেলাধীন ভুইয়াছড়া পাড়ায়৪টি ডিএসপি টিউব ওয়েল স্থাপন।
৬	লংগদু উপজেলাধীন সুলতানুল আউলিয়া খাজা আশরাফা শাহ বলখী (রাঃহঃ) হেফজখানা ও এতিমখানার জন্য সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন।
৭	সদর উপজেলাধীন সিনিয়ার মাদ্রাসার ছাত্রাবাসের টয়লেট ও রান্নাঘর নির্মাণ।
৮	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় পৌর এলাকায় বিভিন্ন স্থানে সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন।
৯	সদর উপজেলাধীন ম্যাজিসট্রেড কলোনীতে এবং খ্রীষ্টান আবাসিক এলাকায় ডিএসপি টিউব ওয়েল স্থাপন।
১০	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বাঘাইছড়ি ইউনিয়নে আর্য্যপুর বৌদ্ধ বিহারে ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন।
১১	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন আমতলী ইউনিয়নে আমতলী উচ্চ বিদ্যালয়ে টয়লেট নির্মাণ ও খেলার মাঠ উন্নয়ন।
১২	কাউখালী উপজেলাধীন হেডম্যান পাড়ায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করণ।
১৩	সদর উপজেলাধীন সাপছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাবমারসিবল টিউবওয়েল স্থাপন, ড্রেন সংস্কার ও বৈদ্যুতিক কাজকরণ।
১৪	সদর উপজেলাধীন ট্রাইবেল আদামে সাবমারসিবল স্থাপন।
	সেক্টর ঃ- অবকাঠামো
১	সদর উপজেলাধীন হেডম্যান এসোশিয়েশন কার্যালয় নির্মাণ।
২	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন তাংকই তাং পাড়ায় ক্লাব ঘর নির্মাণ।
৩	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন বহলতলী ক্লাব ঘর উন্নয়ন।
৪	কাপ্তাই উপজেলাধীন কুকিমারা শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা অফিস নির্মাণ।
৫	কাপ্তাই উপজেলাধীন চিৎমরম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ।
৬	রাজস্থলী উপজেলাধীন তাইতং পাড়া ডিপ চক্ষু সংঘ অফিস নির্মাণ।
৭	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন প্রাইমারী শিক্ষক সমিতির অফিসের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।
৮	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রকৌশল বিভাগের জন্য আসবাবপত্র ও কম্পিউটার সামগ্রি ক্রয়/সরবরাহ।
৯	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) রাঙ্গামাটির তবলছড়িস্থ সরকারী বাসভবন মেরামতকরণ।
১০	নানিয়ারচর উপজেলাধীন বগাছড়ি বঙ্গবন্ধু ক্লাবের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।
১১	সদর উপজেলাধীন জেলা পরিষদ অফিস বিল্ডিং,পুরাতন রেষ্ট হাউস এবং উসাই এর সীমানা ওয়াল রং করণ।
১২	সদর উপজেলাধীন শহীদস্মৃতি স্তম্ভের মাটি ভরাট, টো-ওয়াল ও রাস্তা নির্মান,পুরাতন গ্রীল রং করণ এবং বিসিক অফিসের সীমানা ওয়াল রং এর কাজ।
১৩	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নতুন ও পুরাতন বিল্ডিং এর আনুসংগিক কাজ।
১৪	জেলা পরিষদ অফিস বিল্ডিং থাই এ্যালুমিনিয়াম গ্লাস দ্বারা পার্টিশান ওয়াল,সহকারী প্রকৌশলীর জন্য রুম নির্মাণ, ৪ টি টয়লেট এর দরজা লাগানো ও অন্যান্য আনুসংগিক কাজ।
১৫	সদর উপজেলাধীন ডিজিএফ আই কার্যালয়ে ডি এস পি টিউব ওয়েল , সীমানা ওয়াল ও টেস ওয়াল, টয়লেট স্থাপন, টাইল্স ফিটিং, থাই এ্যালুমিনিয়াম গ্লাস দ্বারা পার্টিশান স্থাপন ও আনুসংগিক কাজ।
১৬	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অভ্যর্থনা কক্ষ নির্মাণ।
১৭	বরকল উপজেলাধীন সুবলং ইউনিয়নে সুবলং ঝর্ণার পর্যটন কমপ্লেক্স উন্নয়ন।
১৮	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নতুন বিশ্রামাগার মেরামত
১৯	জেলা পরিষদের প্রকৌশল বিভাগ এবং হিসাব শাখায় কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী সরবরাহ।
	সেক্টর ঃ- কৃষি ও মৎস্য
১	নানিয়ারচর উপজেলাধীন গুলশাছড়ি কৃষি সেচ নালা নির্মাণ।
২	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন বটথলী পাড়া পুকুর পাড়ে আর্মি ক্যাম্পের পাশে বাঁধ নির্মাণ।
৩	কাপ্তাই উপজেলাধীন বারঘোনিয়া তালুকদার পাড়া ড্রেন নির্মাণ।

৪	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সারোয়াতলী ইউনিয়নে সারোয়াতলী গ্রামে ১নং কৃষি বাঁধ হইতে ১০ ইঞ্চি পাইপ দ্বারা জমিতে পানি সরবরাহকরণ।
৫	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন রূপকারী ইউনিয়নে পশ্চিম লাল্যাঘোনা গ্রামে বাবু কবুলেশ্বর চাকমার জমিতে কৃষি ও মৎস্য বাঁধ নির্মাণ।
৬	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন কুতুবদিয়া এলাকায় কৃষকদেও চাষাবাদেও সুবিধার্থে ড্রেইন নালা খনন ও ডিপ টিউবওয়েল
৬	জুরাছড়ি উপজেলাধীন বালুখালী মুল গ্রামে মৎস্য ও কৃষি চাষের জন্য পুকুর সংস্কার।
৭	জুরাছড়ি উপজেলাধীন বটতলী এলাকায় মাছ চাষের জন্য বাঁধ নির্মাণ।
৮	বররল উপজেলাধীন ১নং সুবলং ইউনিয়নে কালামদন চাকমার জমির উপর সেচ ড্রেইন নির্মাণ।
৯	লংগদু উপজেলাধীন ভাসণ্যাদাম গাউসিয়া কমিটির মাদ্রসা সংলগ্ন বাঁধ ও নালা খনন।
১০	লংগদু উপজেলাধীন ৭নং লংগদু ইউনিয়নে ৮নং ওয়ার্ডেও অন্তর্গত লংগদু বড়াদম গ্রামের পার্শ্বে কৃষি বাঁধ ও সেচ নালা খনন।
১১	লংগদুউপজেলাধীন মানিকজোড়ছড়া দুর্গামোহন চাকমার জমি হইতে বৈশাখ্যা চাকমার জমির উপর কৃষি বাঁধ নির্মাণ।
১২	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন মারিশ্যা ইউনিয়নে ৬ নং ওয়ার্ডে গগন চাকমার জমিতে কৃষি ও মৎস্য বাঁধ নির্মাণ।
১৩	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন সাক্রাছড়ি আমগাছ ছড়ায় মৎস্য বাঁধ, মাটি ভরাট ও জমি সমতলকরণ।
১৪	কাউখালী উপজেলাধীন ফটিকছড়ি দোবা কাটা সেচ বাঁধ নির্মাণ।
১৬	কাউখালী উপজেলাধীন মহাজন পাড়ায় কৃষি সেচ বাঁধ ও পানি নিস্কাশনের জন্য আরসিসি ড্রেন নির্মাণ।
১৭	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ৩৩ নং মারিশ্যা ইউনিয়নে ৬নং ওয়ার্ডে লক্ষীনাথছড়ায় কৃষি ও মৎস্য বাঁধ নির্মাণ।
	সেক্টর ঃ সমাজকল্যাণ ও আর্থ-সামাজিসক
১	সদর উপজেলাধীন কান্দেবছড়া নীচু পাড়ায় শবদাহের জন্য শশ্মান ঘর নির্মাণ।
২	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন দোশরী পাড়া শশ্মান ঘর নির্মাণ।
৩	কাপ্তাই উপজেলাধীন বড় খোলা পাড়া শশ্মান খোলা বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।
৪	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন মারিশ্যা ইউনিয়নে তুলাবান গ্রামের শশ্মানে যাত্রী ছাউনি ও কাটাতারের ঘেড়া দেওয়া।
৫	বরকল উপজেলাধীন ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়নে এরাবুনিয়া কবর স্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।
৬	সদর উপজেলাধীন ভেদভেদী শংকর মিশনের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।
৭	সদর উপজেলাধীন রাজবাড়ী শ্বশ্বান ও রাঙ্গাপানি শ্বশ্বানের জন্য ২ (দুই) টি ফাইবার বোট সরবরাহ।
	সেক্টর ঃ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক
১	নানিয়ারচর উপজেলাধীন বেতছড়ি রিঝি বিল পাড়ায় খেলার মাঠ উন্নয়ন।
২	কাউখালী উপজেলাধীন কাউখালী খেলোয়ার সমিতি সাংস্কৃতিক সরঞ্জাম সরবরাহ।
৩	কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া স্কুল মাঠের গ্যালারী নির্মাণ।
৪	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন শহীদ শুক্কুর ষ্টেডিয়াম সংস্কার ও মেরামতকরণ।
ক্রমিক নং	**প্রকল্পের নাম (প্রকল্প কোড ঃ ৫০১০)**
১	সদর উপজেলাধীন বন বিহার এলাকায় ৩য় তলা বিশিষ্ট পালি কলেজ নির্মাণ
২	সদর উপজেলাধীন শাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, শিক্ষক ডরমেটরী, বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ
৩	কাউখালী উপজেলাধীন মগাছড়ি হইতে কাপ্তাই সংযোগ রাস্তা উন্নয়ন (ভায়া চন্দ্র বংশ শিশু সদন)
৪	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন দুরছড়ি বাজার কমিউনিটি সেন্টার কাম মার্কেট নির্মাণ
৫	কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া সীমানা হইতে হাতিমারা রাস্তা এইচবিবিকরণ
৬	সদর উপজেলাধীন কেন্দ্রীয় কবর স্থান সম্প্রসারণ ও রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ
৭	নানিয়ারচর উপজেলাধীন ইসলামপুর হইতে বটবিল সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন
৮	রাজস্থলী উপজেলাধীন উপজেলা কমপ্লেক্স ঘিলামুখ হইতে ফারুয়া রাইক্ষং ভায়া মোবাছড়ি পাড়া রাস্তা নির্মাণ
৯	রাজস্থলী উপজেলাধীন রাজস্থলী কলেজের পার্শ্ব হইতে ম্রংওয়া ভায়া পোয়াইটু পুর্নবাসন পাড়া রাস্তা নির্মাণ
১০	লংগদু উপজেলাধীন লংগদু বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের হোস্টেল নির্মাণ
১১	সদর উপজেলাধীন রিজার্ভ বাজার জামে মসজিদের গম্বুজ ও স্বর্নটিলা জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ
১২	সদর উপজেলাধীন চারুকলা একাডেমীর ভবন নির্মান
১৩	রাঙ্গামাটি জেলা আবাসিক সুবিধার মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প

১৪	কাউখালী উপজেলাধীন উকাইন্দা শিশু সদন উন্নয়নে মার্কেট ও কমিউনিটি সেন্টার নির্মান
১৫	কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের (জেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত) ছাত্রাবাস নির্মাণ
১৬	কাউখালী উপজেলাধীন কাউখালী মিনি মৎস্য হ্যাচারী সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
১৭	কাউখালী উপজেলার কালাকাজী হতে কলমপতি সীমানা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ
১৮	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ফারুয়াগামী রাস্তা হইতে দোশরী পাড়া রাস্তা উন্নয়ন
১৯	নানিয়ারচর কেঙ্গেলছড়ি ফরেষ্ট অফিস হতে জাহানাতলী সড়ক উন্নয়ন
২০	নানিয়ারচর উপজেলাধীন আরএমকে সড়ক ১৮ মাইল হইতে তালুকদার পাড়া রাস্তা উন্নয়ন
২১	কাপ্তাই উপজেলাধীন নারানগিরি মূখ হইতে চিৎমরম বাজার রাস্তা নির্মাণ
২২	কাপ্তাই উপজেলাধীন চিৎমরম বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন
২৩	রাজস্থলী উপজেলাধীন ইসলামপুর প্রধান সড়ক হইতে রাবার বাগান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ
২৪	লংগদু উপজেলাধীন বায়তুশ শরফ হইতে বাঘাইছড়ি সীমানা ভায়া গাথাছড়া পাড়া রাস্তা উন্নয়ন
২৫	লংগদু উপজেলাধীন আটারকছড়া ইউনিয়নে করল্যাছড়ি বাজার রাস্তার শহীদের বাড়ী হইতে মিজানের বাড়ীর মাঝে ব্রীজ ও রাস্তা নির্মাণ
২৬	লেকার্স পাবলিক স্কুল এস্ড কলেজের অডিটরিয়াম নির্মাণ
২৭	সদর উপজেলাধীন বিয়াম ল্যাবরেটরী স্কুল নির্মাণ
২৮	সদর উপজেলাধীন দক্ষিণ কালিন্দীপুর শ্রী শ্রী দূর্গাপূজা মন্দির নির্মাণ
২৯	সদর উপজেলাধীন রিজার্ভ বাজার গীতাশ্রম মন্দিরের গীতা বিদ্যালয় নির্মাণ
৩০	সদর উপজেলাধীন কালচারাল ইনস্টিটিউট এর উন্নয়ণ
৩১	সদর উপজেলাধীন মগবান এলাকা বনভান্তের স্মৃতি মন্দির নির্মাণ
৩২	সদর উপজেলাধীন গর্জনতলী বলাকা ক্লাব কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ
৩৩	সদর উপজেলাধীন রাঙ্গামাটি ত্রিপুরা কল্যাণ ছাত্রাবাসের উন্নয়ন
৩৪	সদর উপজেলাধীন ইয়ট স্পোটিং ক্লাব কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ
৩৫	সদর উপজেলাধীন মোহাম্মদ পুর মসজিদ নির্মাণ
৩৬	লংগদু উপজেলাধীন কালাপাকুজ্যা ইসলামপুর জামে মসজিদ নির্মাণ
৩৭	লংগদু উপজেলাধীন গুলশাখালী আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের একাডেমীক ভবন নির্মাণ
৩৮	কাউখালী উপজেলাধীন মনারটেক হইতে পশ্চিম মনাই রাস্তা নির্মাণ
৩৯	কাউখালী উপজেলাধীন শ্রী শ্রী গীতা মন্দির এর রিটেইনিং ওয়াল ও গীতা শিক্ষার কেন্দ্রিয় ভবন নির্মাণ
৪০	কাউখালী উপজেলাধীন বড় ডুলু মৈত্রি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ
৪১	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সারোয়াতলীতে কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ
৪২	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন কাচালং বাজার জামে মসজিদ নির্মাণ
৪৩	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বঙ্গলতলী ইউনিয়নে বঙ্গলতলী উচ্চ বিদ্যালয়ের দুটি কক্ষ নির্মাণ
৪৪	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন লাইল্যাঘোনা জামে মসজিদ নির্মাণ
৪৫	রাজস্থলী উপজেলাধীন তাইতং পাড়া জয়মূখ বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ
৪৬	রাজস্থলী উপজেলাধীন বাঙ্গালহালিয়া হেডম্যান পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ
৪৭	রাজস্থলী উপজেলাধীন রাজস্থলী বাজার জামে মসজিদ নির্মাণ
৪৮	কাপ্তাই উপজেলাধীন চন্দ্রঘোনা খ্রিষ্টান মিশন এলাকায় গ্রীর্জা নির্মাণ
৪৯	কাপ্তাই উপজেলাধীন চিৎমরম বাজার জামে মসজিদ নির্মাণ
৫০	কাপ্তাই উপজেলাধীন আর এন্ড এইচ হইতে মিটিংগাছড়ি আগা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ
৫১	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ফারুয়া বাজার জামে মসজিদ নির্মাণ
৫২	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন কেংড়াছড়ি জামে মসজিদ নির্মাণ
৫৩	জুরাছড়ি উপজেলাধীন শীলছড়ি হইতে ফকিরাছড়ি রাস্তা নির্মাণ
৫৪	নানিয়ারচর উপজেলাধীন খামার পাড়া বিশ্বলতা জনকল্যান বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ
৫৫	নানিয়ারচর উপজেলাধীন ঘিলাছড়ি বাজারে বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ

৫৬	নানিয়ারচর উপজেলাধীন জাহানাতলী জনকল্যাণ বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ
৫৭	নানিয়ারচর উপজেলাধীন হেডম্যান সমিতি কার্যালয় নির্মাণ
৫৮	নানিয়ারচর উপজেলাধীন আরএম এমকে সড়ক হইতে বেতছড়ি চন্দ্র সেন মহাজন পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ
৫৯	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন আর্মি ক্যাম্পের পার্শ্বে জাতীর জনকের ভাস্কর্যের চর্তুদিকে রিটেইনিং ওয়াল, ফুটব্রীজ নির্মাণ, এস এস রেলিং স্থাপন এবং অন্যান্য কাজ
৬০	নানিয়ারচর উপজেলাধীন রত্নাংকুর বন বিহারের ২৮ (আটাশ) বুদ্ধঘর নির্মাণ
৬১	সদর উপজেলাধীন বনবিহারের ঘ্যাংঘর হইতে আভ্যন্তরিন রাস্তা উন্নয়ন
৬২	কাউখালী উপজেলাধীন পুরানবস্তি জামে মসজিদ নির্মাণ
৬৩	কাউখালী উপজেলাধীন বেনু বন বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ
৬৪	কাউখালী উপজেলাধীন ঘাগড়া চেরাছড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ
৬৫	কাপ্তাই উপজেলাধীন কোদলা বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ
৬৬	রাজস্থলী উপজেলাধীন গাইন্দ্যা বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ
৬৭	কাউখালী উপজেলাধীণ ডাবুয়া পাইমুক্ষ্য বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ
৬৮	কাউখালী উপজেলাধীন শানু বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ
৬৯	কাউখালী উপজেলাধীন মহাজন পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ
৭০	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন দীঘলছড়ি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ
৭১	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন কতুবদিয়া বৌদ্ধ বিহার পুন: নির্মাণ
৭২	লংগদু উপজেলাধীন লংগদু হর্টি কালচার এর বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ
৭৩	লংগদু উপজেলাধীন মাইনী বাজার হইতে বাঘাইছড়ি উপজেলা রাস্তায় গাথাছড়ার উপর আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ
৭৪	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন করেঙ্গাতলী বাজার ঘাট হইতে বালুখালী গ্রাম হইয়া ঝগড়াবিল পর্যন্ত সেচ ড্রেইন নির্মাণ
৭৫	রাজস্থলী উপজেলাধীন বাঙ্গালহালিয়া ২ নং শফিপুর আর এন্ড এইচ মেইন রোড হইতে আবুল মিয়ার বাড়ী ভায়া রশিদ চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ
৭৬	সদর উপজেলাধীন রিজার্ভ বাজার গীতা আশ্রম কলোনী হইতে বেকারী লেইন পর্যন্ত মাটি ভরাটের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ
৭৭	নানিয়ারচর উপজেলাধীন জেলা পরিষদ রেস্ট হাউস নির্মাণ
৭৮	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন জেলা পরিষদ রেস্ট হাউস নির্মাণ
৭৯	জুরাছড়ি উপজেলাধীন জেলা পরিষদ রেস্ট হাউস নির্মাণ
৮০	লংগদু উপজেলাধীন টিনটিলা শ্রী শ্রী রাধাকৃঞ্চ সেবাশ্রম নির্মাণ
৮১	সদর উপজেলাধীন আসামবস্তি বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন
৮২	সদর উপজেলাধীন উত্তর কালিন্দীপুর বায়তুল আমান জামে মসজিদ উন্নয়ন
৮৩	সদর উপজেলাধীন হ্যাচারী এলাকায় জেএসএস এর চার সদস্যের বাসভবনের চতুর্দিকে বাউন্ডারী ওয়াল ও ড্রেন নির্মাণ
৮৪	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা অখণ্ড উপাসনা মন্দিরের বহুতল ভবন, লাইব্রেরী ভবন, চারিদিকে প্রাচীর নির্মাণ
৮৫	সদর উপজেলাধীন উলুছড়ি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ
৮৬	বরকল উপজেলাধীন সুবলং বাজারে হরি মন্দির নির্মাণ
৮৭	সদর উপজেলাধীন পুরানবস্তি জামে মসজিদ নির্মাণ
৮৮	সদর উপজেলাধীন পুরানবস্তি মাদ্রাসা নির্মাণ
৮৯	সদর উপজেলাধীন ইসলামপুর জামে মসজিদের উন্নয়ন
৯০	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন আমতলী জামে মসজিদ নির্মাণ
৯১	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন জীবঙ্গছড়া (বাবুপাড়া) সড়ক উন্নয়ন
৯২	নানিয়ারচর উপজেলা সদরে জামে মসজিদ নির্মাণ
৯৩	সদর উপজেলাধীন সিলেটি পাড়ায় জামে মসজিদ নির্মাণ
৯৪	সদর উপজেলাধীন আবাহনী ক্লাব কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ
৯৫	সদর উপজেলাধীন ছদক ক্লাব কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ
৯৬	আসামবস্তী অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক ক্লাবের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ

৯৭	সদর উপজেলাধীন ত্রিদীপ নগর বেসরকারী রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রিটারনিং ওয়াল ও লাইব্রেরী কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ
৯৮	সদর উপজেলাধীন ভেদভেদী বায়তুশ সালাম জামে মসজিদের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
৯৯	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন খেদারমারা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণ
১০০	রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন উজানী চালক কল্যাণ সমিতির অফিস ভবন নির্মাণ।
১০১	নানিয়ারচর উপজেলাধীন মরাচেঙ্গী মৈত্রী বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।
১০২	বরকল উপজেলাধীন দক্ষিণ বরুনাছড়ি জামে মসজিদ নির্মাণ।
১০৩	বরকল উপজেলাধীন সুভলং বাজার হইতে মাঝার পর্যন্ত ফুট ব্রীজ নির্মাণ
১০৪	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন রূপকারী ইউনিয়নে বড়াদম বৌদ্ধ বিহার পাকা ভবন নির্মাণ
১০৫	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন ধুপ্যাচর এলাকা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণ
১০৬	বিলাইছড়ি উপজেলাধীন কেংড়াছড়ি বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ
১০৭	কাউখালী উপজেলাধীন সোনাইছড়ি শান্তি নিকেতন বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ
১০৮	কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া হেডম্যান পাড়া রাস্তা নির্মাণ
১০৯	রাজস্থলী উপজেলাধীন চুসাকপাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ
১১০	রাজস্থলী উপজেলাধীন ছাইখ্যং পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ
১১১	কাপ্তাই উপজেলাধীন মারমা ছাত্রাবাস নির্মাণ
১১২	কাপ্তাই উপজেলাধীন মিতিংগ্যাছড়ি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ
১১৩	সদর উপজেলাধীন মরিশ্যা বিল শাখা বন বিহারে ভবন ও সিঁড়ি নির্মাণ
১১৪	সদর উপজেলাধীন চম্পক নগরস্থ FWVTI এর বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ
১১৫	জুরাছড়ি উপজেলাধীন শিলছড়ি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ
১১৬	জুরাছড়ি উপজেলাধীন সুভলং শাখা বন বিহার রক্ষার্থে ধারক দেওয়াল নির্মাণ
১১৭	বরকল উপজেলাধীন বরকল হরি মন্দিরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ
১১৮	বরকল উপজেলাধীন ৪ নং ভূষণছড়া ইউনিয়নে ৩ নং ওয়ার্ডে অজ্যাংছড়ি ধর্মকীর্তি বন বিহার নির্মাণ
১১৯	লংগদু উপজেলাধীন আটারকছড়া মনোরম বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ
১২০	লংগদু উপজেলাধীন বগাচতর গাউচপুর জামে মসজিদ পূণঃ নির্মাণ
১২১	লংগদু জারুল বাগান মাইনী বাজার ঘাট হতে গাউচপুর বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ
১২২	নানিয়ারচর উপজেলাধীন মেজরপাড়া হইতে বাকছড়ি বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ
১২৩	নানিয়ারচর উপজেলাধীন ১৮ মাইল শাসনাদ্বয় শাখা বন হিার নির্মাণ
১২৪	মাইনীমূখ ইউনিয়নে ৯নং ওয়ার্ডের জয়নাল এবং সন্দীব টিলার মাঝখানে ছড়ার উপর ব্রীজ নির্মাণ
১২৫	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন কলেজপাড়া (ম্যাজিট্রেট বাড়ী পর্যন্ত) সড়ক নির্মাণ
১২৬	বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বাবুপাড়া বৌদ্ধ মন্দির সংস্কার করণ
১২৭	সদর উপজেলাধীন পোড়া পাহাড় এবাদতখানা নির্মাণ
১২৮	সদর উপজেলাধীন পৌর কলোনীস্থ মন্দির নির্মাণ ও টয়লেট স্থাপন
১২৯	সদর উপজেলাধীন কালী বাড়ী সংলগ্ন বাঁশ ঘাটা সিঁড়ি নির্মাণ
১৩০	সদর উপজেলাধীন ধনামিয়া পাহাড় এলাকায় মসজিদ নির্মাণ
১৩১	সদর উপজেলাধীন স্বর্ণটিলা দূর্গা মন্দিরের পাশে একটি উপাসনালয় নির্মাণ
১৩২	সদর উপজেলাধীন হ্যাচারী এলাকায় মোল্লাপাড়া জামে মসজিদ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ
১৩৩	সদর উপজেলাধীন মৈত্রী বিহার সড়ক সংস্কার কাজ
১৩৪	সদর উপজেলাধীন ধোপা পাড়া পরিত্যক্ত ঘাট নির্মাণ
১৩৫	সদর উপজেলাধীন দেবাশীষ নগর বড়ুয়াপাড়া সংলগ্ন নির্মাণ
১৩৬	সদর উপজেলাধীন আমানতবাগ এলাকায় জনগণের জন্য একটি সিঁড়ি নির্মাণ
১৩৭	সদর উপজেলাধীন কালিন্দীপুর প্রগতি সংঘ ক্লাব কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ
১৩৮	ভেদভেদী টেনিস কোর্টের পার্শ্বে ইসকানের মন্দির নির্মাণ

পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস-ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ’বন-পাহাড়ের সাত-সতের’ বই এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

৫.ক. ১১: ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের আয় ব্যয়ের হিসাব ঃ

ক্রঃ নং	খাতের নাম	পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং ৭০২০) (লক্ষ টাকা)		পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (কোড নং ৫০১০) (লক্ষ টাকা)		আপদকালীনখাতে মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত (লক্ষ টাকা)		নিজস্ব আয় (লক্ষ টাকা)		মোট বাস্তবায়িত প্রকল্প ও ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
		প্রকল্প সংখ্যা	টাকা	প্রকল্প সংখ্যা	টাকা	প্রকল্প সংখ্যা	টাকা	প্রকল্প সংখ্যা	টাকা	প্রকল্প সংখ্যা	টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	শিক্ষা	১৭	৬৩.৫০	১৬	২৬৩.০০			৬	৪০.৬৮	৩৯	৩৬৭.১৮
২	ধর্ম	৭৩	২৮৫.৬০	৬৫	৬২৭.৫০			১	১৮.৯৩	১৩৯	৯৩২.০৩
৩	কৃষি ও মৎস্য	১৭	৫৮.০০	৩	৪৩.০০					২০	১০১.০০
৪	যোগাযোগ	২৭	৯৭.৬৫	২৯	৪৯৫.০০					৫৬	৫৯২.৬৫
৫	স্বাস্থ্য জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	১৪	৫১.৫০					৩	২.১০	১৭	৫৩.৬০
৬	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৪	১৯.৫০	৬	৭৮.০০			৩	৫.৩০	১৩	১০২.৮০

৭	সমাজকল্যাণ আর্থ সামাজিক ও যুব/নারী উন্নয়ন	৭	৩০.৭৫	১৪	২৪০.৫০			৩	৭.৬০	২৪	২৭৮.৮৫
৮	পর্যটন			১	১৬০.০০					১	১৬০.০০
৯	প্রাণী সম্পদ							২	৩.৫৪	২	৩.৫৪
১০	ত্রাণ ও পুনর্বাসন					১২৭	১০৭.৭০	১	১৪.৮৪	১২৮	১২২.৫৪
১১	ভূমি ও হাটবাজার										
১২	পূর্ত (অবকাঠামো)	১৯	৯১.৫০	৪	৪২.০০			২	২৯.৭৮	২৫	১৬৩.২৮
১৩	বিবিধ							১৫	৪৮.১৫	১৫	৪৮.১৫
	মোট উন্নয়ন ব্যয়	১৭৮	৬৯৮.০০	১৩৮	১৯৪৯.০০	১২৭	১০৭.৭০	৩৬	১৭০.৯২	৪৭৯	২৯২৫.৬২
	মোট সংস্থাপন ব্যয়		৩৮২.০০								৩৮২.০০
	সর্বমোট ব্যয়	১৭৮	১০৮০.০০	১৩৮	১৯৪৯.০০	১২৭	১০৭.৭০	৩৬	১৭০.৯২	৪৭৯	৩৩০৭.৬২

২০১৩-১৪ সালে উন্নয়ন প্রকল্প ব্যয় খাতে মন্ত্রণালয় হতে ২৭ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার বরাদ্ধ পাওয়া যায়। উক্ত সালে নিজস্ব আয়সহ সর্বমোট ২৯ কোটি ২৫ লক্ষ ৬২ হাজার টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। সংস্থাপন ব্যয়সহ সর্বমোট ব্যয় ৩৩ কোটি ০৭ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা।

৫.ক. ১২: ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজের বিবরণ ঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম
১	নানিয়ারচর উপজেলাধীন রামহরি পাড়া তক্ষশীলা বনবিহারে উপগুপ্ত বুদ্ধের মন্দির নির্মাণ। সদর উপজেলাধীন রাঙ্গাপানি মিলনপুর বৌদ্ধ বিহারের উপগুপ্ত বুদ্ধের মন্দির নির্মাণ। রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন উলুছড়ায় উপগুপ্ত বুদ্ধের মন্দির নির্মাণ।
৩	নানিয়ারচর উপজেলাধীন বগাছড়ি বঙ্গবন্ধু ক্লাবের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।
৪	সদর উপজেলাধীন শহীদস্মৃতি স্তম্ভের মাটি ভরাট, টো-ওয়াল ও রাস্তা নির্মান,পুরাতন গ্রীল রং করণ এবং বিসিক অফিসের সীমানা ওয়াল রং এর কাজ।
৫	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নতুন ও পুরাতন বিল্ডিং এর আনুসাংগিক কাজ।
৬	জেলা পরিষদ অফিস বিল্ডিং থাই এ্যালুমিনিয়াম গ্লাস দ্বারা পার্টিশান ওয়াল,সহকারী প্রকৌশলীর জন্য রুম নির্মাণ, ৪ টি টয়লেট এর দরজা লাগানো ও অন্যান্য আনুসাংগিক কাজ।
৭	সদর উপজেলাধীন ডিজিএফ আই কার্যালয়ে ডি এস পি টিউব ওয়েল , সীমানা ওয়াল ও টেস ওয়াল, টয়লেট স্থাপন, টাইল্স ফিটিং, থাই এ্যালুমিনিয়াম গ্লাস দ্বারা পার্টিশান স্থাপন ও আনুসাংগিক কাজ।
৮	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অর্ভ্যথনা কক্ষ নির্মাণ।
৯	বরকল উপজেলাধীন সুবলং ইউনিয়নে সুবলং ঝর্ণার পর্যটন কমপ্লেক্স উন্নয়ন।
১০	রাঙ্গামাাটি সদর উপজেলাধীন শহীদ শুক্কুর ষ্টেডিয়াম সংস্কার ও মেরামত করণ।
১১	সদর উপজেলাধীন বন বিহার এলাকায় ৩য় তলা বিশিষ্ট পালি কলেজ নির্মাণ।
১২	কাউখালী উপজেলাধীন বেতবুনিয়া সীমানা হইতে হাতিমারা রাস্তা এইচবিবি করণ
১৩	সদর উপজেলাধীন চারুকলা একাডেমীর ভবন নির্মাণ

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০০০ ফুট উচুতে প্রাকৃতিক ‘বগা লেক’ (রুমা উপজেলায়)

৫.খ. বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ

৫.খ.১. ভূমিকা ঃ ১৯৯৮ সনের ১১ নং আইনের মাধ্যমে বান্দরবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের বিভিন্ন ধারায় বেশ কিছু সংশোধনী আনায়ন করা হয় এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ নামটি পরিবর্তন করে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ রাখা হয়। পরিষদে আরো ৩ জন মহিলা সদস্য বৃদ্ধি করা হয় (২ জন উপজাতীয়, ১ জন অ-উপজাতীয়)।

৫.খ.২.পরিষদের মেয়াদ ঃ

১৯৮৯ সনের ২১ নং আইনের ১০ নং ধারা অনুযায়ী পরিষদের মেয়াদ প্রথম অধিবেশনের তারিখ হতে ০৩ বছর। ১৯৯৮ সনের ১১ নং আইনের মাধ্যমে তা সংশোধন করে ০৫ বছর করা হয়। ২৫ জুন ১৯৮৯ পরিষদের প্রথম প্রত্যক্ষ নির্বাচন হবার পর অদ্যাবধি আর কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি।

৫.খ.৩. বর্তমান পরিষদ ঃ

বর্তমান পরিষদ একটি অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত পরিষদ। এ পরিষদ গত ২৫/৫/২০০৯ তারিখ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের গঠন নিম্নরূপ ঃ

চেয়ারম্যান - জনাব ক্য শৈ হ্লা
সদস্য - জনাব কাজী মো: মুজিবর রহমান
সদস্য - জনাব ক্য সা প্রু
সদস্য - জনাব কাঞ্চনজয় তঞ্চঙ্গ্যা
সদস্য - জনাব অং প্রু ম্রো

৫.খ.৪. বান্দরবান পার্বত্য জেলাপরিষদেরঅধীনেহস্তান্তরিত দপ্তর/ সংস্থার তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	হস্তান্তরিত দপ্তর/সংস্থার নাম	হস্তান্তরিত হওয়ার সন
১।	বাজারফাণ্ডসংস্থা	১৯৮৯
২।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১৯৯০
৩।	সিভিল সার্জনের কার্যালয়	১৯৯০
৪।	জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	১৯৯০
৫।	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা	১৯৯০
৬।	জেলা সমবায়বিভাগ	১৯৯৩
৭।	জেলা সমাজ সেবাপরিদপ্তর	১৯৯৩
৮।	জেলা মৎস্য অফিস	১৯৯৩
৯।	জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর	১৯৯৩
১০।	জেলা পশুসম্পদ অধিদপ্তর	১৯৯৩
১১।	জেলা ক্রীড়াসংস্থা	১৯৯৩
১২।	জেলা শিল্পকলাএকাডেমী	১৯৯৩
১৩।	উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট	১৯৯৩
১৪।	জেলা পাবলিক লাইব্রেরী	১৯৯৩
১৫।	ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প (বিসিক) কর্পোরেশন	১৯৯৩
১৬।	জেলা ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়	২০০৬
১৭।	জেলা হর্টিকালচার সেন্টার ও নার্সারীসমুহ	২০০৭
১৮।	প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	২০০৭
১৯।	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)	২০১২
২০।	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২০১২
২১।	সরকারী শিশুসদন	২০১২
২২।	জুম চাষ	২০১৩
২৩।	জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ	২০১৪
২৪।	পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান	২০১৪
২৫।	স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স	২০১৪
২৬।	জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান	২০১৪
২৭।	মহাজনী কারবার	২০১৪
২৮।	স্থানীয় পর্যটন	২০১৪

৫.খ.৫. কর্মপরিধি ঃ

(১) জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন, তাদের উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও হিসাব নিরীক্ষণ, তাদেরকে সহায়তা, সহযোগিতা ও উৎসাহদান।

(২) শিক্ষা:

- প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ
- সাধারণ পাঠাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ
- ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা
- ছাত্রাবাস স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান
- গরীব ও দু:স্থ ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃত মূল্যে পাঠ্য পুস্তক সরবারাহ
- পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রী বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ

(৩) স্বাস্থ্য:

- হাসপাতাল ও প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন
- ধাত্রী প্রশিক্ষণ
- ম্যালেরিয়া ও সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ
- পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
- স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ

(৪) জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং তৎসম্পর্কিত কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার প্রভাব।

(৫) কৃষি ও বন

- কৃষি উন্নয়ন ও কৃষি খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ
- সরকার কর্তৃক রক্ষিত নয় এই প্রকার বন সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ
- উন্নত কৃষি পদ্ধতি জনপ্রিয়করণ এবং কৃষকগণকে উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান
- গ্রামাঞ্চলে বনভূমি সংরক্ষণ
- কৃষি শিক্ষার উন্নয়ন
- ভূমি সংরক্ষণ ও পুনরূদ্ধার
- রাস্তার পার্শ্বে ও জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বৃক্ষরোপণ ও উহার সংরক্ষণ

(৬) পশুপালন:

- পশুপাখির হাসপাতাল স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- গৃহপালিত পশু ও হাঁস মুরগীর খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ।

(৭) মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, মৎস্য খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, মৎস্য ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।

(৮) শিল্প ও বানিজ্য

- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন এবং উহাতে উৎসাহ প্রদান
- হাট বাজার স্থাপন, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

(৯). সমাজকল্যাণঃ

- অনাথ আশ্রম,্ এতিমখানা এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণবেক্ষণ
- ভিক্ষাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ
- জনগণের মধ্যে সামাজিক, নাগরিক এবং দেশপ্রেমমূলক গুণাবলীর উন্নয়ন

(১০) সংস্কৃতিঃ

- সাধারণ ও উপজাতির সংস্কৃতিমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠন ও উৎসাহ প্রদান
- জনগণের জন্য ক্রীড়া ও খেলাধূলার উন্নয়ন
- পাবলিক হল ও কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা
- জাতীয় দিবস ও ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর উৎসবাদি উদযাপন
- তথ্যকেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ

(১১). জনপথ, কালভার্ট ও ব্রীজের নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন
(১২) বিশ্রামাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ
(১৩) যোগাযোগা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন
(১৪) পানি নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, রাস্তা পাকাকরণ
(১৫) স্থানীয় পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন
(১৬) পরিষদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন রাস্তা ও পুলের উপর টোল

৫.খ.৬ঃ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেট ঃ

ক্রঃ নং	খাত	প্রস্তাবিত	প্রকৃত আয়	ব্যয়
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাবদ থোক বরাদ্দ (৭০২০)	১৫,০০,০০,০০০/টাকা	৯,৯০,০০,০০০/ টাকা	৯,৯০,০০,০০০/ টাকা
২	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী আওতায় নতুন প্রকল্প বাবদ/ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বাবদ থোক বরাদ্দ(কোড নং- ৫০১০)	২৫,০০,০০,০০০/টাকা	১৪,৫৫,০০,০০০/টাকা	১৪,৫১,৬০,৬৮২/ টাকা
৩	পরিষদের নিজস্ব আয়	১,৫০,০০০০০/টাকা	১,৩৩,৭১,০০০/ টাকা	১,৩২,৭০,০০০/ টাকা

৫.খ.৭ঃ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতের আয়-ব্যয়ের পৃথক হিসাব ঃ

খাতের নাম	আয়	ব্যয়
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (এডিপি)কোড নং-৭০২০	৯,৯০,০০,০০০.০০	৯,৯০,০০,০০০.০০
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (নতুন প্রকল্প) কোড নং-৫০১০	১৪,৫৫,০০,০০০.০০	১৪,৫১,৬০,৬৮২.০০

সমন্বিত পর্বত উন্ননের আর্ন্তজাতিক সংস্থা (ইসিমোড) এর সহায়তায় বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ’হিমালিকা পাইলট প্রকল্প’উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি

ক্রমিক নং	প্রকল্প/স্কীমের তালিকা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ)	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ	অগ্রগতি
	জেলা ব্যাপী			
১	উপজেলাওয়ারী দরিদ্র পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে হাঁস ও টিকা বীজ পরিবহনের থার্মোফ্লাক্স বিতরণ।	১১.৬৮	১১.৬৮	১০০%
	বান্দরবান সদর উপজেলা			
২	কারাটে ক্লাবের জন্য প্রশিক্ষণ সামগ্রী সরবরাহ ও উন্নয়ন।	১০.০০	১০.০০	১০০%
৩	বান্দরবান পৌরসভার মারমা হোস্টেল ও নতুন পাড়ায় ১০০X১০০ মি: মি: ২টি উৎপাদক নলকুপ স্থাপণ।	১৬.০০	১৬.০০	১০০%
৪	কুহালং হেডম্যান পাড়া বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করন।	৪.০০	৪.০০	১০০%
৫	মিনঝিড়ি পাড়া বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৬.০০	৬.০০	১০০%
৬	মনজয় পাড়া বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৮.০০	৮.০০	১০০%
৭	বান্দরবান স্টেডিয়াম মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	২.০০	২.০০	১০০%
৮	জেলা পরিষদ রেষ্ট হাউজ মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৪.০০	৪.০০	১০০%

৯	বালাঘাটা পুলিশ লাইন স্কুল নির্মান কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৫.০০	৫.০০	১০০%
১০	বান্দরবান সদর হাসপাতালের অবশিষ্ট আসবাবপত্র সরবরাহ।	২.০০	২.০০	১০০%
১১	হর্টিকালচার সেন্টারের জন্য ৩০টি ট্রলি সরবরাহ করন ও বালাঘাটা হর্টিকালচার সেন্টারের গভীর নলকূপ মেরামত।	২.১৫	২.১৫	১০০%
১২	সরকারী গ্রন্থাগারে ১০টি বুক সেলফ সরবরাহ করণ।	১.০০	১.০০	১০০%
১৩	কালাঘাটা আম্রকানন বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৮.০০	৮.০০	১০০%
১৪	পরিষদ ও ন্যাস্ড় বিভাগের জন্য ৪টি ফটোকপি মেশিন, ১টি স্ক্যানার মেশিন এবং ২টি ডিজিটাল ক্যামরাসহ ৪০টি হাতলওয়ালা চেয়ার সরবরাহ।	৭.০০	৭.০০	১০০%
১৫	কাউলী পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	৫.০০	৫.০০	১০০%
১৬	রমতিয়া পাড়া বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৫.০০	৫.০০	১০০%
১৭	জেলা পরিষদের অভ্যন্তরীন রাস্তা পটহোল মেরামতসহ সীলকোট করণ।	১০.০০	১০.০০	১০০%
১৮	বান্দরবান সদর হাসপাতালে ভিআইপি কেবিন নির্মাণ।	১৬.০০	১৬.০০	১০০%

ক্র নং	প্রকল্প/স্কীমের তালিকা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ)	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ	অগ্রগতি
১৯	মেঘলা হতে মজুমদার পাড়া যাওয়ার রাস্তার অবশিষ্ট অংশ এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন।	১৫.০০	১৫.০০	১০০%
২০	মনজয় পাড়া রাস্তার মাঝখানে একটি ৬’-০” চওড়া আরসিসি ফুটব্রীজ নির্মানসহ রাস্ড়া এইচবিবি করণ।	১৯.০০	১৯.০০	১০০%
২১	কালাঘাটা ত্রিপুরা ছাত্রাবাসে যাওয়ার জন্য মাটির রাস্তা নির্মাণ।	৫.০০	৫.০০	১০০%
২২	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের ৪র্থ তলা বিশিষ্ট আবাসন ভবন নির্মান কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৮.০০	৮.০০	১০০%
২৩	গোয়ালীয়া খোলায় ডল্যার বাপের জমিতে মৎস চাষের জন্য বাধ নির্মাণ।	৭.০০	৭.০০	১০০%
২৪	বান্দরবান সদরের বালাঘাটা আশার আলো শিশুসদনের বাউন্ডারীওয়াল নির্মাণ।	১৫.০০	১৫.০০	১০০%
২৫	হ্লাপাইমুখ বৌদ্ধ বিহার-এর পুন:নির্মান কাজ।	৩০.০০	৩০.০০	১০০%
২৬	রাজগুরু বৌদ্ধ বিহারের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট স্থাপন।	১৫.০০	১৫.০০	১০০%
২৭	জেলা পরিষদ অফিস কমপেক্স সংলগ্ন ২টি মাটির বাধ মেরামত।	১০.০০	১০.০০	১০০%
২৮	হ্লাপাইমুখ পাড়ায় সেচ ড্রেন নির্মাণ।	৯.০০	৯.০০	১০০%
২৯	রেইচা লম্বাঘোনা বৌদ্ধ বিহারের চেরাং ঘর নির্মান কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৫.০০	৫.০০	১০০%
৩০	হ্লাপাইমুখ রাস্তার কার্পেটিং, এল ড্রেন, ইউ ড্রেন নির্মান কাজ।	১৯.৫০	১৯.৫০	১০০%
৩১	শিশু একাডেমী চত্বরে বঙ্গবন্ধু মুক্ত মঞ্চ নির্মানের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১২.০০	১২.০০	১০০%
৩২	ক্যচিংঘাটা মার্মা হোষ্টেলের ড্রেন নির্মান ও আসবাবপত্র সরবরাহ করণ।	৯.০০	৯.০০	১০০%

৩৩	বান্দরবান সদর হাসপাতালের বাগান মালিদের বেতন, ধোপাপুকুর, দেওয়ানজী পুকুর পরিস্কার করণ, পরিবার পরিকল্পনা অফিসের এ্যাম্বুলেন্সের ব্যাটারী ক্রয় এবং ব্রিগেড এলাকায় অগ্নিকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের বই বিতরণ।	২.২০	২.২০	১০০%
৩৪	বিজয় পাড়া মহিলা সমবায় সমিতি ঘরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৪.০০	৪.০০	১০০%
৩৫	মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবন সংস্কার করণ কাজ।	৮.০০	৮.০০	১০০%
৩৬	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের গেইট নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৭.৫০	৭.৫০	১০০%
৩৭	ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় বাবদ অনুদান।	০.৫০	০.৫০	১০০%
৩৮	দরপত্র খোলা ও মূল্যায়ন কমিটি সম্মানীত ভাতা।	১.০০	১.০০	১০০%
	আলীকদম উপজেলা			
৩৯	আলীকদম কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল মসজিদ নির্মান কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৪.০০	৪.০০	১০০%
৪০	চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের সোনাইছড়ি বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৪.০০	৪.০০	১০০%
৪১	ছাবের মিঞ্া পাড়া কালী মন্দির সংস্কার।	১.০০	১.০০	১০০%
৪২	পান বাজার ত্রিপুরা কল্যাণ সমিতির ঘর সংস্কার।	৫.০০	৫.০০	১০০%
৪৩	আলীকদম কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহারের মহিলাদের উপাসনালয় নির্মাণ।	২.০০	২.০০	১০০%
৪৪	মেজর জামান পাড়া মসজিদের টয়লেট নির্মাণ।	২.০০	২.০০	১০০%
৪৫	পাট্রা খাইয়া জামে মসজিদ সংস্কার।	৩.০০	৩.০০	১০০%
৪৬	পান বাজার ত্রিরত্ন বৌদ্ধ বিহারের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	২.০০	২.০০	১০০%
৪৭	ম্রো পাড়ায় যাতায়তের জন্য একটি ফুট ব্রীজ নির্মাণ।	৮.০০	৮.০০	১০০%

ক্রমিক নং	প্রকল্প/স্কীমের তালিকা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ)	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ	অগ্রগতি
	থানচি উপজেলা			
৪৮	চিংতুই অং হেডম্যান পাড়া বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৫.০০	৫.০০	১০০%
৪৯	থানচি সদরে ত্রিপুরা মহিলা সমিতির জন্য দুইকক্ষ বিশিষ্ট ঘর নির্মাণ।	৪.০০	৪.০০	১০০%
৫০	তিন্দু পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	৫.০০	৫.০০	১০০%
৫১	আমই পাড়া গীর্জা নির্মাণ।	৪.০০	৪.০০	১০০%
৫২	থানচি হাইস্কুলের আসবাবপত্র সরবরাহ।	১.০০	১.০০	১০০%
৫৩	থানচি সড়ক হতে বলি পাড়া বাজার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	৫.০০	৫.০০	১০০%
	রোয়াংছড়ি উপজেলা			
৫৪	কানাইজো পাড়া জাদী সংস্কার কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৪.০০	৪.০০	১০০%
৫৫	রোয়াংছড়ি সদর বহুমুখী সমবায় সমিতি ঘর নির্মান কাজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৪.০০	৪.০০	১০০%
৫৬	নাটুগ্রি পাড়া বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৪.০০	৪.০০	১০০%
৫৭	বেক্ষং উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন রাস্তা হতে মংওয়ে পাড়া পর্যন্ড় ৫০০'-০" দৈর্ঘ্যে রাস্তার এইচবিবি করণ।	৩.০০	৩.০০	১০০%

৫৮	পাগলাছড়া এলাকায় দুইকক্ষ বিশিষ্ট লেট্রিন নির্মাণ।	২.০০	২.০০	১০০%
৫৯	বেতছড়া জুনিয়র হাইস্কুলে আসবাবপত্র সরবরাহ।	৩.০০	৩.০০	১০০%
	রুমা উপজেলা	_	_	
৬০	রুমা উপজেলাধীন বহুমুখী সমিতি ঘরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। (ড্রেন, সেপটিট্যাংক ও আসবাবপত্রসহ)	৫.০০	৫.০০	১০০%
৬১	রুমা সদর ইউনিয়ন পরিষদের বাউণ্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	৪.০০	৪.০০	১০০%
৬২	দক্ষিন ম্রখ্যং পাড়া মহিলা সমিতি ঘর নির্মাণ।	৫.০০	৫.০০	১০০%
৬৩	স্থানীয় ডিজাইনে পলিকা পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ।	৫.০০	৫.০০	১০০%
৬৪	নুমলাই হেডম্যান পাড়া ক্রামাঘর নির্মাণ।	৪.০০	৪.০০	১০০%
৬৫	থানা পাড়া - বগালেক রাস্তা হতে মংচিংসা পাড়া পযন্ত রাস্তা এইচবিবি ধরনে চলিং করণ।	৪.০০	৪.০০	১০০%
৬৬	চান্দা পাড়া বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১০.০০	১০.০০	১০০%
	লামা উপজেলা	_	_	
৬৭	গজালিয়া বঙ্গবন্ধু স্মৃতি পাঠাগারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৬.০০	৬.০০	১০০%
৬৮	লামা চেয়ারম্যান পাড়া মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	২.০০	২.০০	১০০%
৬৯	লামা রূপসী পাড়ায় বঙ্গবন্ধু স্মৃতি পাঠাগার।	২.০০	২.০০	১০০%
৭০	লামা উপজেলাধীন আজিজনগর ইউনিয়নের ইসলামিক মিশন হাসপাতালে যাওয়ার রাস্তায় তেলনিয়া খালের ব্রীজের উভয় পার্শ্বে উইংওয়ালসহ এপ্রোচ নির্মাণ।	৫.০০	৫.০০	১০০%
৭১	গয়াল মারা ঝিড়িতে মোক্তার আহমেদের জায়গায় জনস্বার্থে বাঁধ নির্মাণ।	২.০০	২.০০	১০০%
৭২	নয়া পাড়া নুরানী মাদ্রাসার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	২.০০	২.০০	১০০%
৭৩	লামা উপজেলার বিসিক তাঁত কেন্দ্র মেরামত।	৬.০০	৬.০০	১০০%
	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	_	_	
৭৪	বাইশারী উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ।	১.০০	১.০০	১০০%
৭৫	নাইক্ষ্যংছড়ি সদর কেজি স্কুলের পার্শ্বে বাগান ঘোনা খালের ভাঙ্গন রোধে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ।	৩.০০	৩.০০	১০০%
৭৬	সোনাইছড়ি হেডম্যান পাড়া বৌদ্ধ বিহার সংস্কার করণ।	২.০০	২.০০	১০০%
৭৭	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার তম্ব্রু বাজার সেড নির্মাণ।	১০.০০	১০.০০	১০০%
	সর্বমোট =	**৪৭৭.৫৩**	**৪৭৭.৫৩**	

ক্রঃ নং	প্রকল্প/স্কীমের তালিকা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ)	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ	অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫
	জেলাব্যাপী			
১	বান্দরবান পার্বত্য জেলার ৭টি উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জল, কৃষি,সেচ, মৎস্য উৎপাদন ও হাঁস মুরগী পালনের জন্য ড্যাম নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪	৪০.০০	২০.০০	১০০%
২	পানীয় জল ও হাঁস মুরগী পালনের জন্য বাঁধ নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪	৮০.০০	৫০.০০	১০০%
৩	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন উপজেলা, জেলার বিভিন্ন দপ্তরে আইসিটি উন্নয়নের জন্য এবং বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের আইসিটি শিক্ষা দানের জন্য কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইন্টারনেট মডেম এবং সার্পোট ইউনিটসহ অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ। অর্থ বছর ঃ ২০১১- ১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪	৭০.০০	২০.০০	১০০%
৪	বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন দূর্গম এলাকায় সুপেয় পানীয় জলে বিশুদ্ধ করণ পদ্ধতি স্থাপনসহ জি এফ এস পানি সরবরাহ। অর্থ বছর ঃ ২০১১- ১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪	১১৫.০০	২০.০০	১০০%
৫	৪ (চার) বৎসরব্যাপী জুম চাষের বিকল্প হিসেবে জুম চাষীদের মাঝে মিশ্রফলের চারা (কাজু বাদাম, আনারস, রাংগোয়ে, আম, আপেলকুল, বাউলকুল, আম্রপালি, পেঁপে, কলা ইত্যাদি) বিতরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান। অর্থ বছর ঃ ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১- ১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪	৬৫.০০	২০.০০	১০০%
	বান্দরবান সদর উপজেলা			
৬	ক্যাচিংঘাটা মার্মা হোষ্টেল, মাঠ সংস্কার ও রাস্তা নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪	৩০.০০	১৫.০০	১০০%
৭	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবন নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছর ঃ ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪	৩০.০০	১৫.০০	১০০%
৮	তাইনখালী বৌদ্ধ বিহার কমপ্লেক্স নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছর ঃ ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪	৩০.০০	১৫.০০	১০০%
৯	বান্দরবান মেঘলাস্থ পরিষদের পেট্রোল পাম্প রক্ষার্থে প্রতিরক্ষা ওয়াল নির্মাণ ও আনুসাংগিক কাজ সম্পাদন। অর্থ বছর ঃ ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪	৩০.০০	১৫.০০	১০০%
১০	বান্দরবান সদরে বালাঘাটা আশার আলো শিশু সদন নামে মুরুং ছাত্রাবাস নির্মাণ। অর্থ বছর-২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪	৫০.০০	২৫.০০	১০০%
১১	বান্দরবান রাজগুরু বৌদ্ধ বিহারের সীমাঘর পুন:নির্মাণ। অর্থ বৎসর ঃ ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪	৪০.০০	২৫.০০	১০০%

ক্রঃ নং	প্রকল্প/স্কীমের তালিকা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ)	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ	অগ্রগতি
১২	বান্দরবান সদরে ক্যচিংঘাটা কারবারী পাড়ায় চাক হোষ্টেল নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫	৪০.০০	১০.০০	
১৩	শিশু একাডেমী চত্বরে বঙ্গবন্ধু মুক্ত মঞ্চ নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছর ঃ ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪	১৩০.০০	১০.০০	১০০%
১৪	বান্দরবান সদরে তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্রাবাসের পাকা ভবন নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪	৪৫.০০	৩৫.০০	১০০%
১৫	বান্দরবান সদরস্থ বালাঘাটা বৌদ্ধ বিহারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছর ঃ ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪	৫০.০০	১০.০০	১০০%
১৬	বঙ্গবন্ধু স্মৃতি পাঠাগার নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫	৫০.০০	৫০.০০	১০০%
১৭	বান্দরবান পৌরসভার লালমোহন বাবুর বাগানে মিঃমিঃ ব্যাসের উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করে মেঘলা পর্যটন এলাকায় পানি সরবরাহ করণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪	২২.০০	২২.০০	১০০%
১৮	বান্দরবান সদরে ত্রিপুরা হোষ্টেল নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫	৫০.০০	৪০.০০	১০০%
১৯	সদর উপজেলায় বালাঘাটায় সেমিপাকা খেয়াং ছাত্রাবাস নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫	২০.০০	১০.০০	১০০%
২০	ইসলামপুর মাদ্রাসার ছাত্রী হোষ্টেল নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬	৪০.০০	৪০.০০	১০০%
২১	বান্দরবান সদর বাজার মসজিদের উন্নয়ন। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫	৪০.০০	৪৫.০০	১০০%
২২	বাংলাদেশ মারমা ষ্টুডেন্টস কাউন্সিল (বিএমএসসি) এর ছাত্রীদের জন্য হোষ্টেল নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫	৬০.০০	৬০.০০	১০০%
২৩	পরিষদের অফিসার্স কোয়ার্টারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪	২৫.০০	২৫.০০	১০০%
২৪	সদর উপজেলায় উপজাতীয় ঠিকাদার সমিতির অফিস ঘর ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪	১০.০০	১০.০০	১০০%
২৫	চুসক পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪	১২.০০	১২.০০	১০০%
২৬	বান্দরবান ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারের আভ্যন্তরীণ রাস্তা কার্পেটিং করণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪	১৮.০০	১৮.০০	১০০%
২৭	বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ-এর মাঠ সংস্কার ও শহীদ মিনার নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪	৩০.০০	৩০.০০	১০০%
২৮	সদর উপজেলাধীন হাতিমারা পাড়ায় যাওয়ার রাস্তা মাটিকাটাসহ এইচ বি বি দ্বারা উন্নয়ন। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫	৪০.০০	৪০.০০	১০০%
	আলীকদম উপজেলা			
২৯	আলীকদম কলার ঝিড়ি ব্রীজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছর ঃ ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪	৪০.০০	২০.০০	১০০%
৩০	আলীকদম ২নং চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের রেপার পাড়া বাজারস্থ দারুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার ভবণ নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫	২০.০০	১০.০০	১০০%
৩১	আলীকদম রোয়াম্ভু মৈত্রী বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪	১৫.০০	১৫.০০	১০০%
	লামা উপজেলা			
৩২	ইয়াংছা বড় পাড়া ব্রীজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছর ঃ ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪	৬০.০০	৩৫.০০	১০০%
৩৩	আজিজনগর হরিণমারা কাটুলী খালের উপর ফুটব্রীজ নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪	৩০.০০	১৫.০০	১০০%

ক্রঃ নং	প্রকল্প/স্কীমের তালিকা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ)	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ	অগ্রগতি
৩৪	আজিজনগর রোড হতে বাদুরী পাড়া হয়ে আশ্রায়ন প্রকল্পে যাওয়ার রাস্তায় এইচ বি বি দ্বারা সম্প্রসারণ। অর্থ বছর ঃ ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪	৩০.০০	১৫.০০	১০০%
৩৫	আজিজনগর মেইন রোড হতে মুসলিম পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪	১০.০০	১০.০০	১০০%
৩৬	মধুঝিড়ি গ্রামে বৈদ্য পাড়া বৌদ্ধ বিহারে চেরাং ঘর নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪	১০.০০	১০.০০	১০০%
	রোয়াংছড়ি উপজেলা			
৩৫	রোয়াংছড়ি উপজেলাস্থ কাইতামুখ পাড়া সংলগ্ন তারাছা খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪)	৫২৪.০৫	১৩৯.০০	১০০%
৩৬	বান্দরবান-রোয়াংছড়ি সড়ক হতে হ্লাপাইমুখ পর্যন্ড় ২.৫০ কিঃমিঃ রাস্তা উন্নয়ন। অর্থ বছর ঃ ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫	১৫৫.০০	৪০.০০	১০০%
৩৭	রোয়াংছড়ি আবাসিক ছাত্রাবাসের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছর ঃ ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪	২৫.০০	১০.০০	১০০%
৩৮	খেয়াম্রং পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫	২০.০০	১৫.০০	১০০%
৩৯	রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নস্থ মনি কারবারী পাড়া দাইম্মাসুক্ষা বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫	২০.০০	১৫.০০	১০০%
	রুমা উপজেলা			
৪০	রুমা সাঙ্গু কলেজ পুনঃনির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪	৩০.০০	১৫.০০	১০০%
৪১	রুমা জুনিয়র হাইস্কুলের ছাত্রাবাস নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪	৬৫.০০	১৫.০০	১০০%
৪২	পাইন্দু হেডম্যান পাড়া ইউনিসেফ অফিস হতে কেয়াং ঘর পর্যন্ত আর সি সি রাস্তা নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪	১০.০০	১০.০০	১০০%
৪৩	থানা পাড়া লেকে এপ্রোচরোডসহ ঝুলন্ত ব্রীজ নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫	৩০.০০	১০.০০	১০০%
৪৪	নিয়াং খিয়াং পাড়া বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪	১৭.০০	১৭.০০	১০০%
৪৫	মুন্যাং পাড়া সড়ক হইতে নিয়াং খিয়াং পাড়া পর্যন্ত রাস্তা মাটি কাটাসহ এইচ বি বি দ্বারা নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪	১২.০০	১২.০০	১০০%
	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা			
৪৬	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ২৮৩ ঈদগড় মৌজায় ৫০ পরিবার প্রতি ৫.০০ একর জমিতে ফলজ, রাবার ও আগর বাগান সৃজনের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প। অর্থ বছর ঃ ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪	৪০.০০	২০.০০	১০০%
৪৭	মি: মংশৈ প্রু চৌ: বীর মুক্তিযোদ্ধা বাসভবনসহ হেডম্যান কার্যালয় নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪	৩০.০০	৩০.০০	১০০%
৪৮	ধুংরী হেডম্যান পাড়ায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও নাইক্ষ্যংছড়ি ছালেহ আহম্মদ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার জন্য পাকা ড্রেইন নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫	৩০.০০	১৫.০০	১০০%
৪৯	নাইক্ষ্যংছড়ি খুট্টাখালী খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪	৯০.০০	৯০.০০	১০০%
৫০	নাইক্ষ্যংছড়ি বাইশারী ত্রিশডেবা সড়কে ডুলুঝিড়ি খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪	৯০.০০	৯০.০০	১০০%

ক্রঃ নং	প্রকল্প/স্কীমের তালিকা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ)	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ	অগ্রগতি
	থানছি উপজেলা			
৫১	করুণা শিশু সদনে দ্বিতলা বিশিষ্ট ছাত্রাবাস নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫	২৫.০০	১০.০০	১০০%
৫২	বড় মদক বাজারে পিছনে অবস্থিত ছাত্রাবাসে সামনে ঝিড়িতে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪	১৫.০০	১৫.০০	১০০%
৫৩	যিহোবা ছাত্রাবাস নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫	২৫.০০	১০.০০	১০০%
৫৪	ক্যচু পাড়া নদী হইতে উঠানামার জন্য সিঁড়ি নির্মাণসহ বৌদ্ধ বিহারের যাওয়ার জন্য ব্রীজ সংস্কার। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪	১৫.০০	১৫.০০	১০০%
৫৫	বড় মদক ভিতর পাড়া ম্রাঅং জাদীতে যাওয়ার আর সি সি সিঁড়ি নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪	১৫.০০	১৫.০০	১০০%
৫৬	বড় মদক বাজার হইতে বি জি বি ক্যাম্প যাওয়ায় ফুট ব্রীজ নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪	১০.০০	১০.০০	১০০%
	সর্বমোট =	**২৭৭০.০৫**	**১৪৫৫.০০**	

৫.খ.৮ঃ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের উন্নয়ন খাতে প্রাপ্ত থোক বরাদ্দের বিবরণ ঃ

খাতের নাম	প্রাপ্ত থোক বরাদ্দ
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (এডিপি) কোড নং-৭০২০	৯,৯০,০০,০০০.০০
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা (নতুন প্রকল্প) কোড নং-৫০১০	১৪,৫৫,০০,০০০.০০

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	ররাদ্দ		
		চাল (মেঃ টন)	গম (মেঃ টন)	অর্থ
১	বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচী	৩২০০.২০৭	২৭৬২.০০	-
২	আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা কর্মসূচী	-	-	৩৩,৩০,০০০/=

৫.খ.৯: বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজের বিবরণ ঃ

উপজেলা নাম	ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
বান্দরবান সদর উপজেলা	০১।	বান্দরবান সদর উপজেলায় রেইছায় পিটিআই ভবন নির্মাণ	এলজিইডি/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা	১৪০০.০০
	০২।	বঙ্গবন্ধু স্মৃতি পাঠাগার নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫	অত্র পরিষদ	৫০.০০
	০৩।	ক্যচিংঘাটা মার্মা হোষ্টেল, মাঠ সংস্কার ও রাস্তা নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪	- ঐ -	৩০.০০
	০৪।	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবন নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছর ঃ ২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪	- ঐ -	১১০.০০
	০৫।	তাইনখালী বৌদ্ধ বিহার কমপ্লেক্স নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১ হতে ২০১৩-১৪	- ঐ -	১৫০.০০
উপজেলা নাম	ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
	০৬।	বান্দরবান সদরে বালাঘাটা আশার আলো শিশু সদন নামে মুরুং ছাত্রাবাস নির্মাণ। অর্থ বছর-২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-১৪	- ঐ -	৫০.০০
	০৭।	শিশু একাডেমী চত্বরে বঙ্গবন্ধু মুক্ত মঞ্চ নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছর ঃ ২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪	- ঐ -	১৩০.০০
	০৮।	বান্দরবান সদরে তঞ্চঙ্গ্যা ছাত্রাবাসের পাকা ভবন নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪	- ঐ -	৪৫.০০
	০৯।	বান্দরবান সদরে ত্রিপুরা হোষ্টেল নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫	- ঐ -	৫০.০০
	১০।	ইসলামপুর মাদ্রাসার ছাত্রী হোষ্টেল নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬	- ঐ -	৪০.০০
	১১।	বান্দরবান সদর বাজার মসজিদের উন্নয়ন। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫	- ঐ -	৪৫.০০
	১২।	বাংলাদেশ মারমা ষ্টুডেন্টস কাউন্সিল (বিএমএসসি) এর ছাত্রীদের জন্য হোষ্টেল নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫	- ঐ -	৬০.০০
আলীকদম উপজেলা	১৩।	আলীকদম কলার ঝিড়ি ব্রীজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১ হতে ২০১৩-২০১৪	- ঐ -	১১০.০০

লামা উপজেলা	১৪।	ইয়াংছা বড় পাড়া ব্রীজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১ হতে ২০১৩-২০১৪	- ঐ -	১১০.০০
রোয়াংছড়ি উপজেলা	১৫।	রোয়াংছড়ি উপজেলাস্থ কাইতামুখ পাড়া সংলগ্ন তারাছা খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪)	- ঐ -	৫২৪.০৫
	১৬।	বান্দরবান-রোয়াংছড়ি সড়ক হতে হ্লাপাইমুখ পর্যন্ত ২.৫০ কিঃমিঃ রাস্তা উন্নয়ন। অর্থ বছর ঃ ২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫	- ঐ -	১৫৫.০০
	১৭।	রোয়াংছড়ি আবাসিক ছাত্রাবাসের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। অর্থ বছর ঃ ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪)	- ঐ -	২৫.০০
রুমা উপজেলা	১৮।	রুমা সাঙ্গু কলেজ পুনঃনির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪	- ঐ -	৩০.০০
	১৯।	রুমা জুনিয়র হাইস্কুল ছাত্রাবাস নির্মাণ।	ঐ	৬৫.০০
নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	২০।	নাইক্ষ্যংছড়ি খুট্টাখালী খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪	ঐ	৯০.০০
	২১।	নাইক্ষ্যংছড়ি বাইশারী ত্রিশডেবা সড়কে ডুলুঝিড়ি খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ। অর্থ বছর ঃ ২০১৩-১৪	ঐ	৯০.০০

৫.খ. ১০ঃ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের অনুষ্ঠিত সভাসমূহ ঃ

ক্রঃ নং	সভার নাম তারিখ			
	পরিষদ মাসিক সভাসমূহ	জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভা	এনজিও সমন্বয় সভা	বিশেষ সভা
১	১৮/৭/২০১৩ ১০/৯/২০১৩ ৯/১২/২০১৩ ২৮/১/২০১৪ ৩০/৩/২০১৪ ২৯/৫/২০১৪	১৭/৭/২০১৩ ১১/৯/২০১৩ ২৭/১/২০১৪ ২৮/৪/২০১৪ ২৮/৫/২০১৪	১৯/৯/২০১৩ ১৭/৬/২০১৪	১০/৭/২০১৪ ১৫/৫/২০১৪ ১৫/৬/২০১৪
মোট	০৬ টি	০৫ টি	০২ টি	০৩ টি

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বান্দরবান পার্বত্য জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলাধীন বাইশারী উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবন নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি।

৫.খ.১১: পরিষদ পরিচালনায় চিহ্নিত সমস্যাসমূহ ঃ

(১) নির্বাচিত পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া।
(২) বিভিন্ন ন্যস্ত বিভাগের কর্মকর্তার শূণ্য পদ পূরণ না হওয়া।
(৩) পরিষদের চেয়ারম্যানে পদমর্যাদা পূর্বের মত উপমন্ত্রী বহাল না হওয়া।

৫.গ. খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

৫.গ.১. ভূমিকা ঃ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বসবাসরত সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন দ্বারা খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদচ গঠিত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক উল্লিখিত আইন আংশিক সংশোধিত হলেও ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে (১৯৯৮ সনের ১০নং আইন দ্বারা) অধিকাংশ ধারা সংশোধন-সংযোজন ও প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এ পরিষদকে অধিকতর ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। সংশোধিত আইন অনুযায়ী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ এর নাম "খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ" এ রূপান্তরিত হয়।

৫.গ.২: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠনের প্রেক্ষাপট ঃ-

- ভৌগোলিক অবস্থান, বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বাসস্থান, তাঁদের নিজস্ব ভাষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সকল সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের প্রেক্ষিত বিবেচনায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা বাংলাদেশের একটি বৈচিত্র্যময় এলাকা হিসেবে বিবেচিত।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী বিশেষ করে বিগত শতকের আশি ও নব্বই এর দশকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে এ এলাকা বহু বছর ধরে উন্নয়নের মূল স্রোতধারার বাইরে ছিল।
- সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নকল্পে ১৯৮৯ সালে সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি পৃথক স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন করে।
- খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ ৬ মার্চ, ১৯৮৯ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে আইন পাশের মাধ্যমে গঠিত হয়।
- ২৫ জুন, ১৯৮৯ তারিখে খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং একজন চেয়ারম্যান (উপজাতি), একুশ জন সদস্য (উপজাতি) ও নয় জন সদস্য (বাঙালী) নিয়ে প্রথম পরিষদ গঠিত হয়।
- খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদ ১০ জুলাই, ১৯৮৯ তারিখে যাত্রা শুরু করে ।
- ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের নাম পরিবর্তন করে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ নামকরণ করা হয়।
- প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ জেলার সকল সরকারী দপ্তর এবং এনজিও সমূহের কাজের মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে আসছে।
- এলাকার জনগণের দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য ও প্রত্যাশা অর্জনের সক্ষম হওয়ায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এ জেলার জনগণের কাছে উন্নয়ন ও প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

৫.গ.৩: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- জেলার আইন-শৃংখলার তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন।
- উপজাতীয় রীতিনীতি অনুসারে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উপজাতীয় বিষয়ক বিরোধের বিচার;
- জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন; উহাদের উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও হিসাব নিরীক্ষণ; উহাদিগকে সহায়তা, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান।
- বিশেষ এলাকা হিসেবে এখানে বসবাসরত পশ্চাৎপদ নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ও বাঙ্গালী জনসাধারণের জীবনমানের উন্নয়ন।
- এ জেলার জনগণের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার অধিকারের উন্নয়ন সাধন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
- স্থানীয় লোকজন ও সংস্থার সমূহের সক্ষমতা, দক্ষতা ও উন্নয়ন বৃদ্ধিতে সহায়তাকরণ।
- মহিলা, যুবক এবং কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সমূহের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করণ।
- স্থানীয় প্রেক্ষিত বিবেচনায় ফলপ্রসু শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সকল জনগোষ্ঠির শিক্ষার হার ও শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি।
- তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রসূতি সেবা পৌঁছে দেয়া।
- এ অঞ্চলে শান্তি সৌহার্দ্য পূর্ণ পরিবেশ তৈরীতে সহায়তাকরণ।

৫.গ.৪। পার্বত্য জেলা পরিষদের গঠন ঃ

▪ চেয়ারম্যান	১(এক) জন (উপজাতীয়)
▪ সদস্য	৩০(ত্রিশ) জন (২১ জন উপজাতীয় ৯ জন অউপজাতীয়)
▪ মহিলা সদস্য (সংরক্ষিত)	৩ (তিন) জন (২ জন উপজাতীয় এবং ১ জন অউপজাতীয়)

৫.গ.৫: সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বশীল সদস্যসহ পরিষদের আকৃতি ঃ

▪ চেয়ারম্যান (উপজাতীয়)	১(এক) জন।
▪ সদস্য (ক) অ-উপজাতীয়	৯(নয়) জন।
(খ) উপজাতীয়	২১(একুশ) জন।
১) চাক্‌মা	৯(নয়) জন।
২) মারমা	৬(ছয়) জন।
৩) ত্রিপুরা	৬(ছয়) জন।
(গ) মহিলা সদস্য (সংরক্ষিত)	৩(তিন) জন

(২জন উপজাতীয়, ১ জন অ-উপজাতীয়)।

সর্বমোট সদস্য : ৩৩(তেত্রিশ) জন।

৫.গ.৬: অন্তর্বতীকালীন পরিষদ :-

সংশোধিত জেলা পরিষদ আইনের ১৬(ক) ধারা মোতাবেক নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে, একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য সমন্বয়ে সরকার অন্তর্বতীকালীন পরিষদ গঠন করতে পারবে। ২০১৩-১৪ সালে দায়িত্ব পালনকারী অন্তর্বতীকালীন পরিষদ ঃ

ক্রঃনং	অন্তর্বতীকালীন পরিষদ	কার্যকাল
১।	**জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা অস্থায়ী চেয়ারম্যান** জনাব বীর কিশোর চাকমা- সদস্য জনাব চাইথোঅং মারমা- সদস্য জনাব মোঃ সাহাবউদ্দিন মিয়া -সদস্য	২১/০৪/২০১০ হতে ০১/১২/২০১৩ পর্যন্ত
২।	**জনাব চাইথোঅং মারমা- অস্থায়ী চেয়ারম্যান** জনাব বীর কিশোর চাকমা-সদস্য জনাব মোঃ সাহাবউদ্দিন মিয়া-সদস্য	০২/১২/২০১৩ হতে অদ্যাবধি।

৫.গ.৭: খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে হস্তান্তরিত দপ্তর/ সংস্থার তালিকাঃ

ক্রমিকনং	হস্তান্তরিত দপ্তর/সংস্থার নাম	হস্তান্তরিত হওয়ার সন
১।	বাজার ফান্ড সংস্থা	১৯৮৯
২।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	১৯৯০
৩।	সিভিল সার্জনের কার্যালয়	১৯৯০
৪।	জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ	১৯৯০
৫।	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা	১৯৯০
৬।	জেলা সমবায় বিভাগ	১৯৯৩
৭।	জেলা সমাজ সেবা পরিদপ্তর	১৯৯৩
৮।	জেলা মৎস্য অফিস	১৯৯৩
৯।	জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর	১৯৯৩
১০।	জেলা পশুসম্পদ অধিদপ্তর	১৯৯৩
১১।	জেলা ক্রীড়া দপ্তর	১৯৯৩
১২।	জেলা শিল্পকলা একাডেমী	১৯৯৩
১৩।	উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট	১৯৯৩
১৪।	জেলা পাবলিক লাইব্রেরী	১৯৯৩
১৫।	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)	১৯৯৩
১৬।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	২০১১
১৭।	জেলা হর্টিকালচার সেন্টার ও নার্সারী সমুহ	২০০৭
১৮।	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)	২০১২
১৯।	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	২০১২
২০।	সরকারী শিশু সদন	২০১২
২১।	তুলা উন্নয়ন বোর্ড	২০১২
২২।	রামগড় মৎস্য খামার (হ্যাচারী)	২০১২
২৩।	জুমচাষ	২০১৩

২৪।	জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ	২০১৪
২৫।	খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল এণ্ড কলেজ	২০১৪
২৬।	পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান	২০১৪
২৭।	স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স	২০১৪
২৮।	জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান	২০১৪
২৯।	মহাজনী কারবার	২০১৪
৩০।	স্থানীয় পর্যটন	২০১৪

৫.গ.০৮ঃ জনবল কাঠামোঃ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে উপ সচিব পদমর্যাদার একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রশাসন, প্রকৌশল এবং ভূমি বিভাগ নামে ৩টি বিভাগ রয়েছে। প্রশাসন বিভাগে সিনিয়র সহকারী সচিব পদ মর্যাদার একজন নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রকৌশল বিভাগে একজন নির্বাহী প্রকৌশলী এবং ভূমি বিভাগের একজন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব পদমর্যাদার একজন ভূমি কর্মকর্তা রয়েছে। প্রশাসন বিভাগের হিসাব ও নিরীক্ষা শাখাসহ অন্যান্য অনেকগুলো শাখা রয়েছে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ১ম শ্রেণীর পদ ০৭টি, ২য় শ্রেণীর পদ ৬টি, ৩য় শ্রেণীর পদ ২৪টি এবং ৪র্থ শ্রেণীর পদ ৩৪টি, মোটঃ ৭১ (একাত্তর)টি পদ রয়েছে। উল্লিখিত পদের বাইরে কিছু অর্গানোগ্রাম বহির্ভূত কিছু কর্মচারী রয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পভিত্তিক কিছু অস্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন তৈইবাকলাই (৫ মাইল) খামার গ্রামে উপকারভোগী প্রান্তিক চাষীদের মাঝে গাভী বিতরণ করছেন বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি।

৫.গ. ৯ঃ পরিষদের আয়ের উৎস ঃ

পরিষদের আয়ের প্রধান উৎস ৩টিঃ-

১) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর,রেইট,টোল ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

২) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা; এবং

৩) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুদান।

৫.গ.১০ঃ ২০১৩-১৪ সালের বাজেটঃ

(ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় সরকার উন্নয়ন সহায়তা (প্রকল্প কোড নং ৭০২০) কর্মসূচীঃ বরাদ্দ- ৯৩০.০০ লক্ষ

ক্রমিক নং	সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ ব্যয়
১	কৃষি (বন, মৎস্য ও পশু সম্পদ)	০৪টি	১০.০০০০০	৯.৯৭০৩৯
২	শিক্ষা	১৮টি	১০০.০০০০০	৯৯.৮৩৩১৮
৩	যোগাযোগ	১৬টি	১১০.০০০০০	১০৯.৬৮৯২৩
৪	সমাজকল্যাণ (ভৌত অবকাঠামো)	২৫টি	১৫০.০০০০০	১৪৯.৬৯৭১৯
৫	ধর্ম	৪৩টি	১২৫.০০০০০	১২৫.৮১০০১
৬	অন্যান্য	০৫টি	১০৫.০০০০০	১০৫.০০০০০
	সর্বমোট প্রকল্প	১১১টি	৬০০.০০০০০	৬০০.০০০০০
		সংস্থাপন ব্যয়	**৩৩০.০০০০০**	**৩৩০.০০০০০**
		সর্বমোট ঃ	৯৩০.০০০০০	৯৩০.০০০০০

সংস্থাপন ব্যয়ঃ

কোড নং	ব্যয়ের খাত	২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)
৪৫০০	অফিসারদের বেতন	৩০.০০
৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৬৫.০০
৪৭০০	ভাতাদি	১০৩.৩৫
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	৮১.৯৫
৪৯০০	মেরামত সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	২১.২০
৫৯০০	সাহায্য মঞ্জুরী	২৮.৫০
	মোট =	৩৩০.০০

(খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা ” (প্রকল্প কোড নং ৫০১০) কর্মসূচীঃ বরাদ্দ- ১৩৫০.০০ লক্ষ

ক্রমিক নং	সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা		বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ ব্যয়
১	শিক্ষা	চলমান প্রকল্প	১৭টি		৩৭৪.৭৬০৬৯
		নতুন প্রকল্প	০৭টি		৬৯.৮১০৯৩
		মোট	২৪টি	৪৪৫.০০০০০	৪৪৪.৫৭১৬২
২	যোগাযোগ	চলমান প্রকল্প	১৭টি		২৫৯.৭০১২১
		নতুন প্রকল্প	১১টি		২৩৬.৩৭৪৪৩
		মোট	২৮টি	৪৯৪.৭৫০০০	৪৯৬.০৭৫৬৪
৩	পানি ও পয়ঃপ্রণালী	চলমান প্রকল্প	০১টি		১৫.০০০০০
		নতুন প্রকল্প	০১টি		৫০.০০০০০
		মোট	০২টি	৬৫.০০০০০	৬৫.০০০০০
৪	বস্তুগত অবকাঠামো	চলমান প্রকল্প	১১টি		১৩৬.১৬৬২০
		নতুন প্রকল্প	০৪টি		৩৪.৭২৪৯৬
		মোট	১৫টি	১৭১.২৫০০০	১৭০.৮৯১১৬
৫	ধর্ম	চলমান প্রকল্প	১৪টি		৯৩.৮৩৩৬৫
		নতুন প্রকল্প	১০টি		৫৯.৮৯২৫৫
		মোট	২৪টি	১৫৪.০০০০০	১৫৩.৭২৬২০
৬	কৃষি(বন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ)	নতুন প্রকল্প	০২টি		১৯.৭৩৫৩৮
		মোট	০২টি	২০.০০০০০	১৯.৭৩৫৩৮
		চলমান প্রকল্প	৬০টি		৮৭৯.৪৬১৭৫
		নতুন প্রকল্প	৩৫টি		৪৭০.৫৩৮২৫
	সর্বমোট ঃ		৯৫টি	১৩৫০.০০০০০	১৩৫০.০০০০০

৫.গ.১১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর খাগড়াছড়ি সফরঃ

গত ১১ নভেম্বর,২০১৩ খ্রিঃ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খাগড়াছড়ি সফর করেন। এ সফরের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন পার্বত্য জেলা পরিষদের তৎকালীন চেয়ারম্যান বাবু কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা (বর্তমানে সংসদ সদস্য)। পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত নিম্মলিখিত প্রকল্পসহ অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত বেশ কয়েকটি প্রকল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়ঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ-এর বিভিন্ন প্রকল্প উদ্বোধন করছেন

উদ্বোধনকৃত প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে (১) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ট্রেনিং কাম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, (২) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক ১ কোটি টাকা ব্যয়ে খাগড়াছড়ি পুলিশ লাইন্স স্কুল নির্মাণ, (৩) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক ১ কোটি টাকা ব্যয়ে খাগড়াছড়ি মারমা উন্নয়ন ছাত্রাবাস নির্মাণ, (৪) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দীঘিনালা উপজেলার পূর্বপাশে মাইনী নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ, (৫) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক খাগড়াছড়ি মিউজিয়াম নির্মাণ, (৬) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক ১ কোটি টাকা ব্যয়ে খাগড়াছড়ি আলোক নবগ্রহ ধাতুচৈত্য বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ, (৭) গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক প্রায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার হাসপাতাল সড়কে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৮) গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে খাগড়াছড়ি সদরে ৬ তলা বিশিষ্ট আর্মড পুলিশ ব্যারাক/ভবন নির্মাণ (৯) গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক প্রায় ২ কোটি ১৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ব্যয়ে খাগড়াছড়ি সদর, গুইমারা ও দীঘিনালায় ১০০০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন খাদ্যগুদাম নির্মাণ (১০) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ৬ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে খাগড়াছড়ি সদর ভাইবোনছড়া ও তাইন্দং সড়কে চেংগী নদীর ৪০০ ফুট দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ ইত্যাদি।

৫.গ.১২ঃ ২০১৩-১৪ অর্থবৎসরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজের বিবরণঃ

১) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক ১কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত সদর উপজেলার ঠাকুরছড়া হাইস্কুল, ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে টিউফা আইডিয়াল স্কুল, ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সিন্দুকছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণ, ১ কোটি টাকা ব্যয়ে মাটিরাংগা গ্রীনহীল কলেজ, ১কোটি টাকা ব্যয়ে দীঘিনালা ডিগ্রী কলেজ, ২ কোটি টাকা ব্যয়ে মহালছড়ি সিংগিনালা হাইস্কুল, ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সদর উপজেলায় সানফ্লাওয়ার ইনষ্টিটিউট, ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দীঘিনালা উদাল বাগান হাইস্কুল, ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাটিরাংগা শান্তিপুর হাইস্কুলসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

২) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে দীঘিনালা -জামতলী-তৈদুছড়া রাস্তা নির্মাণ, ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাটিরাংগা তপ্ত মাষ্টার পাড়া হতে বীরেন্দ্র কার্বারী পাড়া হয়ে ভক্তভাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ, ২ কোটি ব্যয়ে পানছড়ি লতিবান তারাবন স্কুল হয়ে কারিগর পাড়াদুখীরাম পাড়া রাস্তা নির্মাণ, ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে দীঘিনালা মেরুং বাজার হতে পূর্ব হাজাছড়া রাস্তা নির্মাণ, ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে মানিকছড়ি গবামারা হয়ে দক্ষিণ ফকিরনালা-সিন্দুকছড়ি রাস্তা নির্মাণ, ২ কোটি টাকা ব্যয়ে মহালছড়ি মুবাছড়ি বাঘমারা রাস্তা নির্মাণসহ বিভিন্ন রাস্তাঘাট নির্মাণ।

৩) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জেলা সদরের জিরো মাইল এলাকায় হর্টিকালচার পার্কে ঝুলন্ত ব্রীজ, কীডস জোন এবং অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করেছে।

৫.গ. ১৩ঃ ত্রাণ কার্যক্রমঃ

ক) বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচীঃ ২০১৩-১৪ অর্থবৎসরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক বিশেষ কর্মসূচীর অধীনে ২৮০০ (দুই হাজার আট শত) মেট্রিক টন চাউল এবং ২১০০ (দুইহাজার একশন) মেট্রিক টন গম বরাদ্দ পাওয়া যায়। বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য দ্বারা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো,রাস্তাঘাট, ,কালভার্ট/সাঁকো, সেচনালা, যোগাযোগ উন্নয়নসহ শিক্ষা-সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। এ কর্মসূচীতে প্রকল্প/স্কীম সংখ্যা ১৪৩৩ (এক হাজার চারশত তেত্রিশ)টি। এ কর্মসূচীতে সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আনুমানিক ১.৬০ লক্ষ।

খ) আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা কর্মসূচীঃ ২০১৩-১৪ অর্থবৎসরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা কর্মসূচীর অধীনে ২৯.০০ (উনত্রিশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। বরাদ্দকৃত অর্থে আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলাসহ স্থানীয় সামাজিক/ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে গরীব দুঃস্থদের বিতরণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচীতে প্রকল্পের সংখ্যা ১০ (দশ) টি। এ কর্মসূচীতে সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আনুমানিক ১৫ হাজার।

৫.গ.১৪। ৪র্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষার্থী এবং উচ্চ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি/পুরস্কার প্রদানঃ

ক) ৪র্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষাঃ ২০১৩-১৪

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে ৩য় বারের মত ২০১৩-১৪ অর্থ সালে জেলার সরকারী, রেজিস্টার্ড ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বৃত্তি প্রদানের মূল লক্ষ্য হলো, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান এবং প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা সৃষ্টি করা । পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে প্রতিবছর এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হবে এবং বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি ও পর্যায়ক্রমে সকল ছাত্র/ছাত্রীকে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর,২০১৩খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পরীক্ষায় ৮টি উপজেলা হতে মোট ছাত্র/ছাত্রীর ৩০% হিসেবে নির্বাচিত ৪৭৯৪ জন ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে ৪১৪৫ জন ছাত্র/ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। উল্লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্যদের মধ্য হতে ১০টি জেলা পর্যায়ের ও ০৮টি উপজেলা পর্যায়ে বিশেষ বৃত্তি ও উপজেলাভিত্তিক ৯৬টি টেলেন্টপুল এবং ২০৫টি সাধারণ বৃত্তি প্রদানের জন্য নির্বাচিত হয়। বৃত্তি প্রাপ্তগণ বৃত্তির টাকা এবং সনদপত্র পেয়ে থাকে। জেলা পর্যায়ে বৃত্তি

প্রাপ্ত ১০ জন বৃত্তি ও সনদপত্র ছাড়া ১টি করে ক্রেস্ট এবং জেলা/উপজেলার শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসেবে নির্বাচিত স্কুলগুলো ক্রেস্ট ও সনদপত্র পেয়ে থাকে।

বৃত্তির খাত	বৃত্তি	বৃত্তির পরিমাণ
জেলাভিত্তিক বিশেষ বৃত্তি (১ম)	১	১৫,০০০.০০
জেলাভিত্তিক বিশেষ বৃত্তি (২য়)	১	১২,০০০.০০
জেলাভিত্তিক বিশেষ বৃত্তি (৩য়)	১	১০,০০০.০০
জেলাভিত্তিক বিশেষ বৃত্তি (৪র্থ ও ১০ম)	৭	৫,০০০.০০
উপজেলাভিত্তিক বিশেষ বৃত্তি (১ম)	৮+১	৪,০০০.০০
উপজেলাভিত্তিক টেলেন্টপুল বৃত্তি(ছাত্র/ছাত্রী)	৯৬	২,০০০.০০
উপজেলাভিত্তিক সাধারণ বৃত্তি (ছাত্রঃছাত্রী=আনুপাতিক হারে)	২০৫	১,০০০.০০
মোট বৃত্তি	৩২০টি	

খ) উচ্চ শিক্ষাবৃত্তিঃ

এ জেলার স্থায়ী বাসিন্দা-বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/মেডিকেল কলেজ/অন্যান্য কলেজ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত গরীব ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট চলতি অর্থ-বৎসরে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের জন্য দরখাস্ত আহবান করা হয়। সে অনুযায়ী প্রাপ্ত দরখাস্ত গুলো যাচাই বাছাই করে নিম্নলিখিত বৃত্তিগুলো প্রদান করা হয়ঃ

গ্রুপ	বৃত্তি	বৃত্তির হার
১. বিশ্ববিদ্যালয়/ইঞ্জিনিয়ারিং /মেডিকেল কলেজ গ্রুপ এ	৭৮	৬,০০০.০০
২. কলেজ পর্যায়ে অনার্স কোর্স গ্রুপ বি	৫৪	৫,০০০.০০
৩. কলেজ পর্যায়ে পাস কোর্স/টেকনিক্যাল গ্রুপ সি	৫৩	৪,০০০.০০
মোট	১৮৫টি	

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এম.পি
২৬.৯.২০১৪ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত কৃতি শিক্ষার্থীদের
মাঝে বৃত্তি ও সনদপত্র বিতরণ করেন।

৫.গ.১৫ বিবিধ কার্যক্রমঃ

(১) UNDP-CHTDF এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প :

UNDP-CHTDF এর অর্থায়নে এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের পরিচালনায় ২০১৩-১৪ অথ-বৎসরে খাগড়াছড়ি জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন :

২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাকে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনার লক্ষ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি জেলা পরিষদকে ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়াও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদদের নিজস্ব ওয়েবসাইট (http://www.khdcbd.org/) এর ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে।

(৩) সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডঃ

২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ সাংস্কৃতিক সেক্টরে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। পার্বত্য জনপদের ঐতিহ্যবাহী বৈসু-সাংগ্রাই-বিজু এবং বাংলা নবববর্ষ বরণ অনুষ্ঠান, শান্তিচুক্তির বর্ষপূর্তি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস এবং অন্যান্য দিবসসমূহ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ শিশু কিশোরদের মধ্যে প্রতিভা অন্বেষণের জন্য শিশুদের সেরা কন্ঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে।

(৪) এনজিও কার্যক্রম সমন্বয় সাধনঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক জারী পরিপত্র অনুযায়ী অত্র জেলার এনজিওসমূহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও মুল্যায়নের জন্য অত্র পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যানকে আহবায়ক এবং জেলা প্রশাসককে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির কার্যপরিধি অনুযায়ী প্রতি দুই মাস অন্তর সভা আহবান করে কার্যক্রম মূল্যায়ন ও তত্ত্বাবধান কাজ করে আসছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরে মোট ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৫) পরিষদ সভাঃ পার্বত্য জেলা পরিষদের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পরিষদ সভায় অনুমোদিত হয়ে থাকে। পরিষদসহ পরিষদের হস্তান্তরিত বিভাগ, ভূমি বন্দোবস্ত, নামজারী ইত্যাদি অনুমোদন এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পরিষদ সভায় হয়ে থাকে। ২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরে পরিষদের মোট ১৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৬) জেলা উন্নয়ন কমিটিঃ

১৯৮৯ সনের ২৬ আগষ্ট মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক পরিপত্রমূলে জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে পূর্বের বিদ্যমান জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি এর নাম পরিবর্তন করে জেলা উন্নয়ন কমিটি রাখা হয় এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে সভাপতি করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরে জেলা উন্নয়ন কমিটির মোট ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী এ কমিটি পূর্বের জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির দায়িত্বসহ নিম্মোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করে আসছেঃ

১. এলাকাধীন সকল উন্নয়নমূলক কার্যাদির সহিত সম্পৃক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের যথাঃ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ,পৌরসভার সাথে সামগ্রিক সমন্বয় ও মনিটরিং।

২. আন্তঃবিভাগ/সংস্থার উন্নয়নমূলক কর্মসূচী ও প্রকল্পসমূহের কর্মসূচী ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের সমন্বয় সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ।

৩. উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন ও তদারকি এবং সমস্যা সমাধানের জন্য উপায় উদ্ভাবন।

৪. উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং আর্থ সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ।

(৭) বাজার ফান্ড ব্যবস্থাপনাঃ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী অত্র এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমিসহ যে কোন জায়গা জমি, পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, ইজারা প্রদান, বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর করা যাবে না। বর্তমানে সে অনুযায়ী জেলা প্রশাসন হতে ভূমি নামজারী মামলাসমূহ পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন নেয়া হয়ে থাকে। অন্যদিকে বাজার ফান্ড সংস্থার মাধ্যমে জেলার ৩৪টি ইজারা প্রদান করা হয় এবং ইজারার মোট আয়ের ৫০% সংশিষ্ট পৌরসভায় এবং ৩৫% সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহের মধ্যে বিভাজন করা হয়ে থাকে। অবশিষ্ট অর্থে বাজার ফান্ডের সংস্থাপন ব্যয় এবং বাজারের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

খাগড়াছড়ি বাজার ফান্ড সংস্থার অধীনে অনুমোদিত ৩৪টি বিভিন্ন শ্রেণীর হাট-বাজার রয়েছে। ২০১৩-১৪ সালের বাজার ফান্ড সংস্থার আয়- ব্যয় হিসাব নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	আয় খাত	পরিমাণ	ব্যয় খাত	পরিমাণ
০১।	খাজনা, বাজার ইজারা পুকুর/ডোবা ইজারা বাবদ	১,৮১,৪১,৭৭৩ টাঃ	কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি, ইজারা মূল্যের পৌরসভা ৫০% ইউনিয়ন পরিষদ ৩৫% বাজার চৌধুরী কমিশন ইজারা ও খাজনার উপর ব্যয় বাবদ	১,৫০,৪৬,৮১০টাঃ
০২।	কনজারবেন্সী ও বিজলী কর	১,১২,০৮০ টাকা	খণ্ডকালীন সুইপার, মাস্টার রোল কর্মচারী, কনজারবেন্সী মালামাল ক্রয় ব্যয় বাবদ	৯৩,০০০ টাকা
০৩।	সিডিউল বিক্রি, সেলামী ও বিবিধ আয় বাবদ	৩,৭০,৩০০ টাকা	হাট- বাজার উন্নয়ন ব্যয় বাবদ	৬৮,২২,০৯২ টাকা
০৪।	-	-	বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল ব্যয় বাবদ	৪৮,৩৭৬ টাকা।
০৫।	-	-	গ্র্যাইচুইটি,লিভারিজ, আইনজীবী ফিস, ভূমি কর, বিবিধ ব্যয় বাবদ	১৬,৭৯,৪১২-টাঃ
প্রকৃত আয় সর্বমোটঃ ১,৮৬,২৪,১৫৩টাঃ পূর্ববতী বছরে উদ্বৃত্তঃ ২,৩১,৬০,৮৯৭ টাঃ পূর্ববর্তী বছরে উদ্বৃত্তসহ আয় মোটঃ ৪,১৭,৮৫,০৫১ টাঃ			প্রকৃত ব্যয় সর্বমোটঃ ২,৪২,৯০,১৯২ টাকা	

৫.গ.১৬ঃ সমস্যাবলীঃ তিন পার্বত্য জেলায় আলাদা প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকলেও সরকার তথা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে অনেক সময় দেশের অপর ৬১ জেলার ন্যায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

১) পার্বত্য জেলার উন্নয়নে সরকার আন্তরিক হলেও বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করায় সমন্বয়হীনতা দেখা দিচ্ছে।

২) পার্বত্য জেলা পরিষদ জেলার উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হলেও সরকার হতে বরাদ্দ প্রাপ্তির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনার অপ্রতুল।

৩) পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা উপমন্ত্রী হিসেবে ১ম চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও উক্ত পদমর্যাদা পরবর্তীতে কার্যকর না থাকায় প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি (শান্তি চুক্তি) মোতাবেক সরকার মোট ৩৩টি বিভাগ/বিষয়ের মধ্যে ইতোমধ্যে ৭৫% বিভাগ/বিষয় হস্তান্তরের প্রেক্ষাপটে পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেলেও পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা হয়নি।

উপসংহার ঃ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এ জেলার সুবিধা বঞ্চিত ও অবহেলিত জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ সার্বিক উন্নয়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানটি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী না হওয়ায় এবং পর্যাপ্ত লোকবলের অভাবে জনগণকে কাংখিত পর্যায়ে সেবা প্রদান করতে পারছে না। তাই পরিষদ-কে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক পর্যাপ্ত বরাদ্দ, বিভিন্ন সমস্যাবলী নিরসনসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তাছাড়া জেলা পরিষদ আইনের ২য় তফশীলে উল্লিখিত আরোপনীয় করসমূহের মধ্যে বনজ সম্পদের উপর রয়্যালিটির অংশ বিশেষ, খনিজ সম্পদের উপর (সেমুতাং গ্যাস ফিল্ড) রয়্যালিটির অংশ বিশেষ এবং ভূমি হস্তান্তর মূল্যের উপর অন্ততঃ ২% হারে কর ধার্য করে পরিষদকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা যায়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি : সংরক্ষণ ও বিকাশ বিষয়ক কর্মশালায় ভাষণ দিচ্ছেন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা

৬. বিবিধ

৬.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির স্বাক্ষরিত চুক্তিঃ

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নেবর্ণিত চারি খণ্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন ঃ

(ক) সাধারণ

১। উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন;

২। উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন;

৩। এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে;

(ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য	আহবায়ক
(খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান	সদস্য
(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি	সদস্য

৪। এই চুক্তি উভয় পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সহি করিবার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

(খ) **পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ** উভয় পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নেবর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন :

১। পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকিবে।

২। "পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করিয়া তদ্‌পরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হইবে।

৩। "অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪। (ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকিবে। এইসব আসনের এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।

(খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

(গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এবং "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে - "কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কি না এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদ্‌সম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় হিসাবে কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না"।

৫। ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার"এর পরিবর্তে "হাইকোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন- অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।

৬। ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৭। ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "তিন বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে " পাঁচ বৎসর " শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৮। ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯। বিদ্যমান ১৭ নং ধারা নিম্নেউল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০। ২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

১১। ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

১২। যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ" এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

১৩। ৩১ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৪। (ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

(খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবে ঃ ‘‘ “পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি ও প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে”।

(গ) ৩২ নম্বর ধারা উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তিত ও প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৫। ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।

১৬। ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত ‘‘ অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে” শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

১৭। (ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে।
(খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারা (ঘ) তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লিখিত হইবে।

১৮। ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভারে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবেঃ কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।

১৯। ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে ঃ পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

২০। ৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত ‘‘সরকার” শব্দটির পরিবর্তে ‘‘পরিষদ’ শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২১। ৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনে নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২। ৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার ‘‘বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে” শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে ‘‘ এই আইন ” শব্দটির পূর্বে ‘‘ পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে ” শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

২৩। ৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত ‘‘সরকারের” শব্দটির পরিবর্তে ‘‘মন্ত্রণালয়ের” শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৪। (ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদ্‌নিম্নস্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

(খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত ‘‘ আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে ” শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে ‘‘ যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৫। ৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত ‘‘সহায়তা দান করা ” শব্দগুলি বলবৎ থাকিবে।

২৬। ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ

(ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দবস্ত তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত , ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

(গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

২৭। ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়নকর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।

২৮। ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।

২৯। ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পূনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

৩০। (ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত ‘‘সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে” শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত ‘‘করিতে পারিবে” এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

(খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লেখিত ‘‘পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ”- এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩১। ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।

৩২। ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৩। (ক) প্রথম তফসিলে বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বরে ‘‘শৃঙ্খলা” শব্দটির পরে ‘‘তত্ত্বাবধান” শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে।

(খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবেঃ

(১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

(গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারায় ‘‘সংরক্ষিত বা” শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩৪। পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

(ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা ;
(খ) পুলিশ (স্থানীয়) ;
(গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার ;
(ঘ) যুব কল্যাণ ;
(ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ;
(চ) স্থানীয় পর্যটন ;
(ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ;
(জ) স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান ;
(ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা ;
(ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ ;
(ট) মহাজনী কারবার ;
(ঠ) জুম চাষ।

৩৫। দ্বিতীয় তফসিলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এর মধ্যে নিম্নেবর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ
(ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশন ফি ;
(খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর ;
(গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর ;
(ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর ;
(ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস ;
(চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর ;
(ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ ;
(জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর ;
(ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিস্কর্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞা পত্র বা পাট্টাসমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশবিশেষ;
(ঞ) ব্যবসার উপর কর ;
(ট) লটারীর উপর কর ;
(ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ঃ

১। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।

২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন। ৩। চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হইতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে ঃ

চেয়ারম্যান	১ জন
সদস্য উপজাতীয় (পুরুষ)	১২ জন
সদস্য উপজাতীয় (মহিলা	২ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (পুরুষ)	৬ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা)	১ জন

উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১ জন মুরং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে। অ-উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্য হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হইতে ১ জন নির্বাচিত হইবেন।

৪। পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।

৫। পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

৬। পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

৭। পরিষদে সরকারের যুগ্ম-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮। (ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তাহা হইলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন। (খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

৯। (ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের

মধ্যে সমনন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।

(গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।

(ঘ) পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।

(ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকিবে।

(চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

১১। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসঙ্গতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।

১২। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

১৩। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রনয়ণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।

১৪। নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবে ঃ

(ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ;
(খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা;
(গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান;
(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;
(চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ;
(ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(ঘ) পূনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুন:স্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পূনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ নিম্নেবর্ণিত অবস্থানে পৌঁছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন ঃ

১। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ০৯ই মার্চ ' ৯৭ ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮ শে মার্চ ' ৯৭ ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জন সংহতি সমিতির পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্কফোর্সের মাধ্যমে পূনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তদের পূনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরুএবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করত: উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩। সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজনমত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভ ল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পূনর্বাসিত শরণার্থীদের জমি জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এই যাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিল করণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রীঞ্জ ল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে ঃ

(ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ;
(খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট) ;
(গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি ;
(ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার ;
(ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।

৬। (ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

(খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

৮। রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ ঃ যেসকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সে সকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।

৯। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন। এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।

১০। কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান ঃ চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।

১১। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিবার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।

১২। জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩। সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।
১৪। নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

১৫। নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

১৬। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তণের পর তাহাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।

(ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০ টাকা প্রদান করা হইবে।

(খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্রসমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

(গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।

(ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

(ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হইবে। এই ক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

(চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

(ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়া-শুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭। (ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসিবার সাথে সাথে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনা বাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে, কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

১৯। উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নেবর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি করা হইবে ঃ

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী
(২) চেয়াম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ
(৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ
(৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ
(৫) চেয়ারম্যান/ প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
(৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি
(৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি
(৮) সাংসদ, বান্দরবান
(৯) চাকমা রাজা
(১০) বোমাং রাজা
(১১) মং রাজা
(১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিন জন অ-উপজাতীয় সদস্য।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলা ভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সাল মোতাবেক ০২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে
আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ
আহবায়ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ সরকার।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে
জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা
সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পাহাড়ী নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে সুরকার ও সঙ্গীতশিল্পী অনামিকা ত্রিপুরা এবং
সম্মানিত সচিব জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

৬.২. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি:

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিরাজমান পরিস্থিতি নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে কয়েক দফা সংলাপের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি ৪ (চার) খণ্ডে বিভক্ত। ক খণ্ডে ৪ (চার) টি, খ খণ্ডে ৩৫ (পয়ত্রিশ) টি, গ খণ্ডে ১৪ (চৌদ্দ)টি এবং ঘ খণ্ডে ১৯ (উনিশ)টি সর্বমোট ৭২ (বাহাত্তর) টি ধারা রয়েছে।

এর মধ্যে 'ক' খণ্ডের ধারা ১,২,৩, ৪, 'খ' খণ্ডের ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ও ৩৩; 'গ' খণ্ডের ১, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, এবং 'ঘ' খণ্ডের ১, ৫, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৯ ধারা মোট ৪৮ টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত; 'খ' খণ্ডের ৪(ঘ), ৯, ১৯, ২৪, ২৭, ৩৪, 'গ' খণ্ডের ২, ৩, ৪, ৫, ৬, 'ঘ' খণ্ডের ৪, ৬, ১৭, ১৮ নম্বর মোট ১৫ টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং 'খ' খণ্ডের ২৬, ২৯, ৩৫; 'গ' খণ্ডের ১১, ১৩ 'ঘ' খণ্ডের ২, ৩, ৭, ৯, নম্বর ধারা মোট ৯ টি ধারার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই চুক্তির ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৫-০৭-১৯৯৮ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সৃষ্টি হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারা অনুযায়ী নিম্নে বিবৃত করা হলো:

ধারা	চুক্তির বিষয়	সর্বশেষ বাস্তবায়ন অবস্থা
ক. সাধারণ		
ক. ১	উভয়পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করে এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন।	**বাস্তবায়িত।** সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় পার্বত্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার রূপরেখা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ২৩ক উপ-অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, জাতিসত্তাসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
ক. ২	উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র এর বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হবে।	**বাস্তবায়িত।** তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ পার্বত্য চুক্তির ধারা মতে পরিবর্তিত করে জারি করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন ২০০১ জারী করা হয়েছে। এই ভূমি কমিশন আইনের কতিপয় উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ ঐকমত্য ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে সংশোধিতরূপে জারী করার কাজ অব্যাহত রয়েছে।
ক. ৩	এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হবে : ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য- আহ্বায়ক খ) এ চুক্তির আওতায় গঠিত টাক্সফোর্সের চেয়ারম্যান - সদস্য গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি- সদস্য	**বাস্তবায়িত।** চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে সর্বশেষ ২৫-০৫-২০০৯ তারিখে জাতীয় সংসদের মাননীয় উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে আহবায়ক করে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। কমিটি ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ভূমি কমিশন আইন ২০০১ এর কতিপয় উল্লেখযোগ্য ধারা সংশোধনের জন্য সুপারিশ করে।
ক. ৪	এই চুক্তি উভয় পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হতে বলবৎ হবে। বলবৎ হবার তারিখ হতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষ হতে সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য চুক্তি উভয় পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সই করার তারিখ হতে বলবৎ রয়েছে। চুক্তির বিরুদ্ধে ২০০০ সালে ও ২০০৭ সালে হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত পৃথক দুটি মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্ঠা অব্যাহত আছে।

খ. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/ পার্বত্য জেলা পরিষদ		
খ.	উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা) স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হয়েছেন।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল ধারাগুলো সংযোজন করে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন জারি করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রণীত কার্য প্রণালী বিধিমালা রয়েছে।
খ.১	পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকবে।	**বাস্তবায়িত করা হয়েছে।**
খ.২	''পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করে তৎপরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ"নামে অভিহিত হবে।	**বাস্তবায়িত করা হয়েছে।**
খ.৩	''অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" বলতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাঁকে বুঝাবে।	**বাস্তবায়িত।** ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন কালে ''অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" শীর্ষক সংজ্ঞা সংশোধন করা হয়েছে।
খ.৪	(ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকবে এসব আসনের এক তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হবে।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন যথাযথভাবে সংশোধন করা হয়েছে। পরিষদ আইনের ১৬ ক ধারা মোতাবেক বর্তমান অন্তবর্তীকালীন পরিষদ কার্যকর আছে। নির্বাচিত পরিষদে বিষয়টি নিশ্চিত হবে।
	(খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকবে।	**বাস্তবায়িত।**
	(গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এবং " ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হবে।	**বাস্তবায়িত।**
	(ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হবে-"কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কি না এবং হলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করবেন এবং এতদ্‌সম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না"।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** এ বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করা হয়। আইন মন্ত্রণালয় পার্বত্য জেলা পরিষদের আইন পর্যালোচনাক্রমে "পার্বত্য জেলাসমূহের সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ পার্বত্য জেলার অধিবাসীদের চাকুরীসহ সকল প্রয়োজনে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করতে পারবেন" মর্মে আইনগত মতামত ব্যক্ত করেছে।

খ.৫	৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁর কার্যভার গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করে "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার" এর পরিবর্তে "হাইকোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করবেন-অংশটুকু সন্নিবেশ করা হবে।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কার্যভার গ্রহণের ক্ষেত্রে বিষয়টি অনুসরণযোগ্য।
খ.৬	৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হবে।	**বাস্তবায়িত।**
খ.৭	১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "তিন বৎসর" শব্দগুলোর পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" শব্দগুলোর প্রতিস্থাপন করা হবে।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ধারা ১০-এ পরিষদের মেয়াদ সংশোধিত হয়েছে। নির্বাচিত পরিষদের ক্ষেত্রে মেয়াদকালের বিষয়টি প্রয়োগযোগ্য। বস্তুতঃ অন্তর্বর্তী পরিষদে চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে বিষয়টি প্রাসঙ্গিক নয়।
খ.৮	১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শুন্য হলে বা তার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন বলে বিধান থাকবে।	**বাস্তবায়িত।**
খ.৯	বিদ্যমান ১৭ নং ধারা নিম্নলিখিত বাক্যগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে ঃ আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হবার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন ;(২) তার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়;(৩)কোন উপযুক্ত আদালত তাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করে থাকেন (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। পার্বত্য জেলায় ভূমি মালিকানা বা ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি ভূমি কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আছে বিধায় পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নির্ধারণ হয়নি। এছাড়াও পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনের জন্য পৃথক ভোটার তালিকা করা যাবে কি-না সে বিষয়ে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ্যাটর্নী জেনারেলের মতামত চাওয়া হয়েছে। বেশ কয়েকবার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও মতামত পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ০৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তাগিদপত্র-১৩ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, ভোটার তালিকা প্রণয়নের এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের।

খ.১০	২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলো স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হবে।	**বাস্তবায়িত** । পরিষদ আইনে বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হলে অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে নির্বাচনী এলাকা চুড়ান্ত হবে।
খ.১১	২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করবেন বলে বিধান থাকবে।	**বাস্তবায়িত**।
খ.১২	যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অর্ন্তভুক্ত নয়, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ"এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হবে। অনুরুপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমং সার্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হবে। একইভাবে বান্দরবন জেলা পরিষদের সভায় বোমং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করলে বা আমন্ত্রিত হলে পরিষদের সভায় যোগদান করতে পারবেন বলে বিধান রাখা হবে।	**বাস্তবায়িত**। পরিষদ আইনে যথাযথভাবে সংযোজন করা হয়েছে।
খ.১৩	৩১ নম্বর ধারার উপ-ধার (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে বলে বিধান থাকবে।	**বাস্তবায়িত**।
খ.১৪	(ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করতে পারবে বলে বিধান থাকবে।	**বাস্তবায়িত**। ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।
	(খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করো নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হবে ঃ "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে এবং তাদেরকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখতে হবে"।	**বাস্তবায়িত**। ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। চাকুরীর ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।
	(গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবে এবং এ সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে বলে বিধান থাকবে।	**বাস্তবায়িত**। সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে।
খ.১৫	৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হবে বলে উল্লেখ থাকবে।	**বাস্তবায়িত**।

খ.১৬	৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলো বিলুপ্ত করা হবে।	**বাস্তবায়িত।**
খ.১৭	(ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকবে। (খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারা (ঘ) তে বিধি অনুয়ায়ী হবে বলে উলেখিত হবে।	**বাস্তবায়িত।**
খ.১৮	৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ উপ-ধারা প্রণয়ন করা হবে ঃ কোন অর্থ বৎসর শেষ হবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাবে।	**বাস্তবায়িত।**
খ.১৯	৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হবে ঃ পরিষদ সরকার হতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরের বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করবে।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। জেলা পরিষদকে জন প্রতিনিধিত্বশীল মূল প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করে পার্বত্য জেলাবাসীর স্বার্থে জনমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভাগের স্থানীয় স্ব স্ব অফিসের মাধ্যমে না হয়ে যাতে জেলা পরিষদের মাধ্যমে হয় সে ব্যাপারে প্রচেষ্ঠা অব্যাহত আছে।
খ.২০	৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হবে।	**বাস্তবায়িত।**
খ.২১	৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলো বাতিল করে তদ্‌পরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ এ আইনের উদ্দেশ্যের সাথে পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনে নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করতে পারবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এরূপ প্রমাণ লাভ করে থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তাহা হলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাইতে পারবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।	**বাস্তবায়িত।**

খ.২২	৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার “বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হলে” শব্দগুলো বাতিল করে তদ্‌পরিবর্তে “এ আইন” শব্দটির পূর্বে “পরিষদ বাতিল হলে নব্বই দিনের মধ্যে” শব্দগুলো সন্নিবেশ করা হবে।	**বাস্তবায়িত।** পরিষদ বাতিল হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে পরিষদ পুনর্গঠন সম্পর্কিত বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে সংশোধিত হয়েছে।
খ.২৩	৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত “সরকারের” শব্দটির পরিবর্তে “মন্ত্রণালয়ের” শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হবে।	**বাস্তবায়িত।**
খ. ২৪	(ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করে নিম্মোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হবে ঃ বলবৎ অন্য কোন আইন যা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদ্‌নিম্নস্তরে সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং পরিষদ তাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অধিকার বজায় রাখতে হবে।	**আংশিক বাস্তবায়িত ।** স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ বাহিনীতে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে ০৪/৯/২০১০ খ্রিঃ তারিখে জারীকৃত স্বঃমঃ/পু-২/বিবিধ-১/২০০৫ /৯৮০ নং স্মারকে উপ-জাতীয় পুরুষ প্রার্থীদের উচ্চতার ক্ষেত্রে ৫-৬চ এর স্থলে ৫-৪চ শিথিলকরণ এবং মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা বিদ্যমান ৫-২চ রাখার জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করেছে এবং তা প্রতিপালন করা হচ্ছে। তবে, তিন পার্বত্য জেলায় মিশ্র-পুলিশ ব্যবস্থা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে উপজাতীয় পুলিশ নিয়োগ প্রদান শুরু হয়েছে।
	(খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত ‘‘আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে’’ শব্দগুলা বাতিল করে তৎপরিবর্তে ‘‘ যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী’’ শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হবে।	**আংশিক বাস্তবায়িত।**
খ.২৫	৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত “সহায়তা দান করা” শব্দগুলো বলবৎ থাকবে।	**বাস্তবায়িত।** পুলিশ বিভাগ পরিষদের চেয়ারম্যান ও কর্মকর্তাগণকে আইনানুগ কর্তৃত্ব প্রয়োগে সহায়তা দান করে যাচ্ছে।
খ.২৬	৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্লোক্তভাবে এ ধারাটি প্রণয়ন করা হবে। (ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাবে না। তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত জমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।	**বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।** ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। পরিষদের পূর্বানুমোদন নিয়ে জায়গা-জমির বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা হয়। তবে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শ্মশান, কবরস্থান, সরকারী দপ্তর ও স্কাউট ভবন, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স, স্থানীয় পর্যটন-জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায়) পাচবিম(প-১)-পাঃ জেলা/ বিবিধ/৮৫/২০০০-২৮০, তারিখঃ ২৩/১০/০১ খ্রিঃ মোতাবেক ভূমি বন্দোবস্ত স্থগিত রয়েছে।
	(খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাবে না।	**বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।** ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। পরিষদের পূর্বানুমোদন নিয়ে জায়গা-জমির বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা হয়।
	(গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার(ভূমি)দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।	**বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।**
	(ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদের বন্দোবস্ত দেয়া হবে।	**বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।**

খ.২৭	৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়নকর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকবে এবং জেলার আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকবে।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। তবে এই বিধানের প্রয়োগ হয়নি। এই ব্যাপারে বিধি/ প্রবিধান প্রণয়ন হতে পারে।
খ.২৮	৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ, নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাবে।	**বাস্তবায়িত।** শর্তানুযায়ী ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। বিষয়টি যথানিয়মে বাস্তবায়ন করা হয়।
খ.২৯	৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ উপ-ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুর্নবিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করবার বিশেষ অধিকার থাকবে।	**বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।** তিন জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানমালা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে উক্ত মন্ত্রণালয় ৯/৫/১১ তারিখে ০৭.১৩০.০২২.০০.০০.০১৮.২০১০ -৩০ নম্বর স্মারকমূলে নির্ধারিত ছক মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানায়। তৎপ্রেক্ষিতে ২৬/৫/২০১১ খ্রিঃ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত ছক মোতাবেক চাহিত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি জেলা পরিষদসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে ১৮/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে প্রবিধানের বিষয়ে মতামত পাওয়া গিয়েছে যা গত ১৮/০৯/২০১২ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর মতামত প্রদানের জন্য গত ০৫/১২/১২ তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে অর্থ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরণের জন্য গত ০৫/০৫/২০১৪ পুনরায় তাগিদ দেয়া হয়েছে। তবে তথ্যাদি এখন পর্যন্ত তথ্যাদি পাওয়া যায়নি।
খ.৩০	(ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত ‘‘সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে’’ শব্দগুলো বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত ‘‘করতে পারবে’’ এ শব্দগুলোর পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তা হলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করতে পারবে। (খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উলি-খিত ‘‘পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যান ক্ষমতা অর্পণ’’-এই শব্দগুলো বিলুপ্ত করা হবে।	**বাস্তবায়িত**
খ.৩১	৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হবে।	**বাস্তবায়িত।**

খ.৩২	৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এ ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হবার কারণ ব্যক্ত করে আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করতে পারবে এবং সরকার এ আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।	**বাস্তবায়িত**।
খ.৩৩	(ক) প্রথম তফসিলে বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বর ''শৃংখলা'' শব্দটির পরে ''তত্ত্বাবধান'' শব্দটি সন্নিবেশ করা হবে। (খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হবেঃ (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা। (গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারার ''সংরক্ষিত বা'' শব্দগুলো বিলুপ্ত করা হবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। তবে বিভাগ/বিষয় হস্তান্তর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পাহাড়ে চাষাবাদ

খ. ৩৪	পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হবে: ক. ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা; খ. পুলিশ (স্থানীয়); গ. উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার; ঘ. যুব কল্যাণ; ঙ. পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; চ. স্থানীয় পর্যটন; ছ. পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান; জ. স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান; ঝ. কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠ ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা; ঞ. জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ; ট. মহাজনী কারবার; ঠ. জুম চাষ।	**আংশিক বাস্তবায়িত** । **পুলিশ(স্থানীয়):** এ বিষয়ে গত ১৯/১২/২০১২ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টার সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্য থেকে কনস্টেবল হতে এএসআই পর্যন্ত পদায়নের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতিটি থানায় পাহাড়ী-বাংগালীর অনুপাত হবে ৫০:৫০। প্রতিটি পার্বত্য জেলায় ৫০০(পাঁচশত) জন করে তিন পার্বত্য জেলায় ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) জন উপজাতীয় পুলিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিয়োগ করবে । তিন পার্বত্য জেলায় উপজাতীয় পুলিশ নিয়োগ শুরু হয়েছে। **পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন** ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে বর্ণিত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম তিন পার্বত্র জেলা পরিষদে হস্তান্তরের কৌশল নির্ধারণের জন্য গত ১২/৮/২০১৪ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ''(ক) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিষয় হিসেবে কিভাবে হস্তান্তর করা হবে তা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে; (খ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ,উক্ত জেলাসমূহের জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় বন বিভাগের প্রতিনিধি সাথে সভা করে Unclass State Forest এর সীমানা নির্ধারণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। **স্থানীয় পর্যটন** ঃ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্থানীয় পর্যটন গত ২৮/৮/২০১৪ তারিখে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর হয়েছে। (১) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, (২)স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স, (৩)জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান এবং (৪) মহাজনী কারবার এই চারটি বিষয় নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ইতোমধ্যে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে ন্যস্ত করা হয়েছে। উক্ত বিষয়সমূহ সহ এ পর্যন্ত রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদে ৩০টি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে ৩০টি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে ২৮টি বিষয়/দপ্তর হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিষয়/ বিভাগের হস্তান্তর কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

খ.৩৫	দ্বিতীয় তফসিলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এর মধ্যে নিম্নেবর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভুক্ত হবেঃ (ক) অযান্ত্রিক যানবাহন রেজিষ্ট্রেশন ফি ; (খ) পণ্য ক্রয়-ক্রিয়ের উপর কর; (গ) ভূমি ও দালান কোঠার উপর হোল্ডিং কর; (ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর; (ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস; (চ) সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর; (ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ; (জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর; (ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিস্কর্ষণের উদ্দেশ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞা পত্র বা পাট্টাসমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালিটির অংশ বিশেষ; (ঞ) ব্যবসার উপর কর ; (ট) লটারীর উপর কর; (ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর;	**বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।** ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। এই ব্যাপারে বিধি/প্রবিধান প্রণয়ন করা যেতে পারে।
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ		
গ. ১.	পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী কার্যকর করার লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন,১৯৮৯ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে।
গ. ২	পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগনের দ্বারা পরোক্ষভাবে এ পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন যার পদমর্যাদা হবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হবেন।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ প্রতিমন্ত্রীর সম মর্যাদায় এবং তিনি একজন উপজাতীয়। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন না হওয়ায় বর্তমানে আঞ্চলির পরিষদে অন্তবর্তীকালীন পরিষদ কার্যকর আছে।

গ.৩	চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২(বাইশ) জন সদস্য নিয়ে গঠন করা হবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হতে নির্বাচিত হবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবে। পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হবেঃ চেয়ারম্যান- ১ জন সদস্য উপজাতীয় পুরুষ- ১২ জন সদস্য উপজাতীয় মহিলা - ২ জন সদস্য অ-উপজাতীয় পুরুষ- ৬ জন সদস্য অ-উপজাতীয় মহিলা- ১ জন উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হবেন চাকমা উপজাতি হতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হতে , ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হতে, ১ জন মুরং ও তনচৈংগ্যা উপজাতি হতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী চাক ও খিয়াং উপজাতি হতে। অ-উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে হতে প্রত্যেক জেলা হতে ২ জন করে নির্বাচিত হবেন। উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হতে ১ জন নির্বাচিত হবেন।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** ১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে । তবে অদ্যাবধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই।
গ.৪	পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩(তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হবে। এক তৃতীয়াংশ অ-উপজাতীয় হবে।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** ১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তবে অদ্যাবধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই।
গ.৫	পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকারবলে পরিষদের সদস্য হবেন এবং তাদের ভোটাধিকার থাকবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হবে।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** ১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে অদ্যাবধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই।
গ.৬	পরিষদের মেয়াদ ৫(পাঁচ) বৎসর হবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হবে।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** ১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদকে অর্থ মন্ত্রণালয় হইতে সাহায্য মঞ্জুরী (বাজেট) প্রদান করা হয়।
গ.৭	পরিষদে সরকারের যুগ্মসচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকবেন এবং এ পদে নিয়ুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	**বাস্তবায়িত।**
গ.৮	(ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হয় তা হলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। (খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূন্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তা পুরণ করা হবে।	**বাস্তবায়িত।**

গ.৯	(ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে কিংবা অসংগতি পরিলক্ষিত হলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে পরিগণিত হবে। (খ) এ পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে। (গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। (ঘ) পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করতে পারবে। (ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকবে। (চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করতে পারবে।	**বাস্তবায়িত**। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এপেক্স প্রতিষ্ঠান হিসাবে আঞ্চলিক পরিষদের আইন অনুসারে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য

গ. ১০	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রাদান করবেন ।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন করতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।
গ. ১১	১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শে ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হবে।	**বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।** পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে মাননীয় হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে যা মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে আপীল অবস্থায় আছে। এই অবস্থায় আইনের অসংগতি সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাচেছ না। বিষয়টি পর্যালোচনাধীন রয়েছে।
গ.১২	পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করে তার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারেন।	**বাস্তবায়িত।** পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়ায় বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ কার্যকর আছে।
গ.১৩	সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও এর পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হতে পারে এরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রনয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করতে পারবেন।	**এই প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।**
গ.১৪	নিম্নোক্ত উৎস হতে পরিষদের তহবিল গঠন করা হবেঃ (ক) জেলা পরিষদের তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ; (খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা; (গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান; (ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; (ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হতে মুনাফা; (চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ; (ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ।	বর্তমানে সরকারের থোক ও অর্থ দ্বারা আঞ্চলিক পরিষদের তহবিল গঠিত। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের তহবিল থেকে ১০% হারে অর্থ আঞ্চলিক পরিষদ তহবিলে প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া, পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে নিয়মিত টিআর/জিআর খাত হতে খাদ্যশস্য/অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
ঘ. পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী		
ঘ. ১	ভারত প্রত্যাগত ও তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে একটি টাস্কফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।	**বাস্তবায়িত।** বর্তমানে জনাব যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান পদে নিয়োজিত আছেন। গত ২৬/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ শরণার্থীদের পুনর্বাসন ত্বরান্বিত করতে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঘ. ২	সরকার ও জনসংহতির সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন ও এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রমে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মলিকানা চূড়ান্ত করে তাদের ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করবেন।	**বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।** ভূমি জরিপ কাজ এখনো শুরু হয়নি। ভূমি কমিশন প্রথ মতঃ ভূমির বিবাদ নিস্পত্তি করবে, তারপর জরিপের কাজ করবে।
ঘ. ৩	সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষ বন্দোবস্ত দেয়া নিশ্চিত করবেন যদি প্রয়োজন মত জমি পাওয়া না যায় তা হলে সে ক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হবে।	**বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।** তিন পার্বত্য জেলার বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে বিগত ২৩/১০/২০০১ তারিখ থেকে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যাতীত পাচবিম(প-১)-পাঃ জেলা/বিবিধ/৮৫/ ২০০০-২৮০, তারিখঃ ২৩/১০/০১ খ্রিঃ মোতাবেক বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিত তিন পার্বত্য জেলায় ভূমি বন্দোবস্ত কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। ভূমি কমিশন কার্যক্রম শুরু হলে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা সম্ভব হবে।
ঘ. ৪	জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিস্পত্তি করা ছাড়াও এ যাবৎ যেসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সে সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণে পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনে থাকবে। এ কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলবে না এবং এ কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হবে। ফ্রীজল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব খাদেমুল ইসলাম এর মেয়াদ শেষ হওয়ায় ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব আনোয়ার উল হককে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, তিন পার্বত্য জেলার জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ এর ২৩ টি ধারা সংশোধন/সংযোজনের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ প্রস্তাব প্রেরণ করে। ভূমি মন্ত্রণালয় হতে সংশোধিত আকারে উত্থাপিত আইনটি মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর বিল আকারে বিগত সংসদে উত্থাপিত হয়। বিগত সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ায় বর্তমান সংসদে আইনটি নতুন করে সংশোধিত আকারে উত্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
ঘ. ৫	এ কমিশন নিম্মোক্ত সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হবে: ক. অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ; খ. সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট); গ. আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/ প্রতিনিধি; ঘ. বিভাগীয় কমিশনার/ অতিরিক্ত কমিশনার; ঙ. জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান:(সংশ্লিষ্ট)।	**বাস্তবায়িত ।** ভূমি কমিশন পুর্নগঠিত হয়েছে।

ঘ. ৬	ক. কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে।	**বাস্তবায়িত।** ইহা অনুসরণ করা হয়।
	খ. কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিস্পত্তি করবেন।	**চলমান রয়েছে।** বিরোধ নিস্পত্তির বিষয়টি ভূমি কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত। চুক্তি মোতাবেক কমিশন আইন সংশোধনের লক্ষ্যে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
ঘ. ৭	যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হবে।	**বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।** ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থীদের খেলাপী ঋণ সংক্রান্ত প্রথম দফায় ৬৪২ জনের ঋণ মওকুফপূর্বক সমন্বয় করা হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ৭১৯ জনের মধ্যে ৩৩ জনের ঋণ ইতোমধ্যেই স্ব উদ্যোগে সমন্বয় করা হয়। অবশিষ্ট ৬৮৬ জনের অপরিশোধিত খেলাপী ঋণ মওকুফকরণের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের মতামত ও তালিকা চাওয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে গত ১৪/১০/২০১২ তারিখে ৬৮৬ জনের একটি তালিকা, ৩৩ জনের একটি তালিকা এবং নতুন ১৬০ জনের একটি তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে। তা গত ০৭/১১/২০১২ তারিখ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ হতে কিছু তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানায়। অর্থ বিভাগের পত্রের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরণের জন্য গত ১৪/০২/২০১৩ তারিখ জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়িকে পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন তথ্যাদি পাওয়া যায়নি।
ঘ. ৮	রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দঃ যে সকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্ল্যান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করে নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করে নাই সে সকল জমি বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।	**বাস্তবায়িত।** বিগত সংসদের মেয়াদকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪র্থ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা শর্ত পালন সাপেক্ষে রাবার বাগান করার জন্য জমি বন্দোবস্ত নিয়েছিল। কিন্তু তারা লীজের শর্ত ভংগ করে। বিদ্যমান বিধি বিধানের আওতায় তাদের লীজ বাতিল করা হয়েছে।
ঘ. ৯	সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করবে। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করবেন এবং সরকার এ উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করবেন সরকার এ অঞ্চলের পরিবেশ বিবেচনায় রেখে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাবেন।	**বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।** পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল মানুষের উন্নয়নে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জেলা পরিষদের নিকট স্থানীয় পর্যটন হস্তান্তরিত হয়েছে। এ অঞ্চলের পরিবেশ ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রেখে পার্বত্যবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ঘ. ১০	কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদানঃ চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারী চাকুরী ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ ছাত্রীর জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করবেন। বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করবেন।	**বাস্তবায়িত।** শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উপজাতীয়দের জন্য সীট সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি বৎসর শিক্ষার্থীরা বৃত্তি নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া যাচ্ছে।
ঘ. ১১	উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করবেন।	**বাস্তবায়িত।** সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে। সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট গুলোতে সংস্কৃতি বিষয়ক মত্রণালয় হতে অনুদান দেওয়া হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ২৩ক উপ-অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, জাতিসত্ত্বাসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
ঘ. ১২	জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করবেন।	**বাস্তবায়িত**
ঘ. ১৩	সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।	**বাস্তবায়িত**
ঘ. ১৪	নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তার প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করবেন। যার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করে নিবেন।	**বাস্তবায়িত।** পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে চুক্তির পরে ২৫২৪ জনের বিরুদ্ধে আনীত ৯৯৯ টি মামলার তালিকা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে, ৮৪৪ টি মামলা যাচাই বাছাই করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭২০ টি মামলা প্রত্যাহারের নিমিত্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
ঘ. ১৫	নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।	**বাস্তবায়িত**
ঘ. ১৬	জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনের প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হবে।	**বাস্তবায়িত।** স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে।
	ক. জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার)টাকা প্রদান করা হবে।	**বাস্তবায়িত।**

	খ. জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথ বা অনুপস্থিতিকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, অস্ত্রসমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকলে তাকে ও মুক্তি দেয়া হবে।	**বাস্তবায়িত।** চুক্তির পরে ২৫২৪ জনের বিরুদ্ধে আনীত ৯৯৯ টি মামলা জমা দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে, ৮৪৪ টি মামলা যাচাই বাছাই করা হয়েছে। তার মধ্যে ৭২০ টি মামলা প্রত্যাহারের নিমিত্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	
	গ. অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন এ কারণে কারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাবে না।	**বাস্তবায়িত।**	
	ঘ. জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি তাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হবে।	**আংশিক বাস্তবায়িত।** প্রাথমিকভাবে মোট ১৩৬১ জনের তালিকা পাওয়া গেছে। প্রথম দফায় ৬৪২ জনের ঋণ মওকুফপূর্বক সমন্বয় করা হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ৭১৯ জনের মধ্যে ৩৩ জনের ঋণ ইতোমধ্যেই স্ব উদ্যোগে সমন্বয় করা হয়। অবশিষ্ট ৬৮৬ জনের অপরিশোধিত খেলাপী ঋণ মওকুফকরণের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের মতামত ও তালিকা চাওয়া হয় । সে পরিপ্রেক্ষিতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে গত ১৪/১০/২০১২ তারিখে ৬৮৬ জনের একটি তালিকা, ৩৩ জনের একটি তালিকা এবং নতুন ১৬০ জনের একটি তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে। তা গত ০৭/১১/২০১২ তারিখ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ হতে কিছু তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানায়। অর্থ বিভাগের পত্রের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরণের জন্য গত ১৪/০২/২০১৩ তারিখ জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়িকে পত্র দেয়া হয়। অদ্যাবধি কোন তথ্যাদি পাওয়া যায়নি।	
	ঙ. প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবার সদ্যস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে তাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।	**বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন।** পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই শেষে ২৬২ জনের তালিকা গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত ২৬২ জন সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিধিমালা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং- এর জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।	
	চ. জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্নকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তা জন্য সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	**বাস্তবায়িত**	
	ছ. জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়া-শুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। এবং তাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলে গণ্য করা হবে।	**বাস্তবায়িত।** বৈদেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সনদ বৈধ বলে গন্য করা হয়েছে। জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পড়া-শুনা সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি চলমান রয়েছে।	

ঘ. ১৭	ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিটির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন ও সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।	**বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।**
	খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।	**বাস্তবায়িত**
ঘ. ১৮	পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা-সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকারভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হবে। তবে, কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি না থাকলে সরকার হতে প্রেষণে অথবা নিদিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাবে।	**আংশিক বাস্তবায়িত।**
ঘ. ১৯	উপজাতীয়দের মধ্যে হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্য নিম্নবর্ণিত ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি করা হবে। ১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী, ২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ, ৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, ৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, ৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, ৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি, ৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি, ৮) সাংসদ, বান্দরবান, ৯) চাকমা রাজা, ১০) বোমাং রাজা, ১১) মং রাজা, ১২) তিন পার্বত্য জেলা হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত এলাকার এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অ-উপজাতীয় সদস্য	**বাস্তবায়িত।** চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একজন উপজাতীয়কে প্রতিমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে যিনি Minister-in-Charge হিসাবে পূর্ণমন্ত্রীর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা করার জন্য ১২ সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে।

বন-পাহাড় ঘেরা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দৃশ্য

৬.৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত শাসন ব্যবস্থা

সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক সার্কেলের একজন সার্কেল চিফ থাকেন। দীর্ঘকাল যাবত চালু প্রথা অনুযায়ী সার্কেল চিফগণ নির্বাচিত হয়ে থাকেন। বিরাজমান তিনটি সার্কেল হল (১) চাকমাসার্কেল (২) বোমাং সার্কেল এবং (৩) মং সার্কেল। সার্কেল চীফগণ স্থানীয়ভাবে রাজা হিসেবে পরিচিত। পাহাড়ী জনগণ তাদেরকে রাজাবাবু বলে সম্বোধন করেন। চাকমা সার্কেল চিফ এর প্রধান কার্যালয় রাঙামাটি অবস্থিত। বোমাং সার্কেল চিফ এর প্রধান কার্যালয় বান্দরবান। মং সার্কেল চিফ এর প্রধান কার্যালয় খাগড়াছড়ি।

বর্তমানে তিনটি সার্কেলের তিনজন রাজা হলেন ঃ

(১)	চাকমা সার্কেল	-	রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীস রায়
(২)	বোমাং সার্কেল	-	রাজা উ চ প্রু
(৩)	মং সার্কেল	-	রাজা সা চিং প্রু চৌধুরী

রাজাদের নিয়ন্ত্রণে থেকে হেডম্যানরা তাদের মৌজায় প্রথাগত শাসন পরিচালনা করেন এবং একজন হেডম্যানের অধীনে থাকেন বেশ কয়েকজন কার্বারী - যারা মূলত: পাড়া প্রধান হিসেবে কাজ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, পাহাড়ীদের বসবাস মূলত: পাড়া কেন্দ্রিক।

কার্বারী এবং হেডম্যানদের সহযোগীতায় রাজা ভূমির খাজনা আদায় করে থাকেন। সামাজিক বিচার আচারে মূলত: কার্বারী, হেডম্যান এবং রাজারাই নিস্পত্তি করে থাকেন।

রাজা, হেডম্যান এবং কার্বারীগণের সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত বর্তমান মাসিক সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি করে নিম্নরুপ ঃ

রাজা (সার্কেল চীফ)	-	১০,০০০/-টাকা
হেডম্যান -		১,০০০/টাকা
কার্বারী -		৫০০/- টাকা

তিন পার্বত্য জেলার হেডম্যান ও কার্বারীদের সংখ্যা ঃ

জেলার নাম	হেডম্যানের সংখ্যা	কার্বারীর সংখ্যা
রাংগামাটি পার্বত্য জেলা	১৫৯ জন	৯৯৭ জন
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	৯৫ জন	৮৭৮ জন
বান্দরবান পার্বত্য জেলা	১১৯ জন	

৬.৪. পার্বত্য চট্টগ্রামে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ঃ

মন্ত্রণালয়	ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর ধরন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১৩-২০১৪)		পূর্ববর্তী বছর (২০১২-১৩)	
			সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	সম্প্রীতি ও উন্নয়ন প্রকল্প	২৪০২২৭ জন ও ৫০৬টি প্রকল্প	৩০৩৮.০৭	২৪০২২৭ জন	২৮৭৫.১৪
	২	অ-উপজাতীয় পরিবারের গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচী	২৫৯৯৭ জন	৮৮৪৫.৩৮	২৫৯৯৭ জন	৮৫৬১.৫৮
	৩	ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন কর্মসূচী	১২২২৩ টি পরিবার	৫১৪৭.৫৭	১২২২৩ টি পরিবার	৫২৪৪.৬০
	৪	জনসংহতি সমিতির পুনর্বাসন কর্মসূচী	১৯৬৬ জন	৭৮৩.৭১	১৯৬৬ জন	৭৯৭.৭৩
	৫	বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচী	(ক)২৭২৫৮২ জন (খ)৩৬৬০টি পরিবার (গ)২৩২ টি প্রতিষ্ঠান (ঘ)১৬০৫টি প্রকল্প (ঙ)০৫টি বাধ নির্মান	৭৪৩৭.৯৮	৫৭৫৫২৫ জন	৫৯৭৯.৬০
	৬	আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা	(ক)১৯৫২০ জন (খ)২৫৭টি পরিবার (গ)৪২০ টি প্রতিষ্ঠান (ঘ)১০২টি প্রকল্প	২৫০.০০	৪০৫০৩ জন	২৫০.০০
		সর্বমোট	(ক)৫৬০২৯২ জন (খ)১৬১৪০টি পরিবার (গ)৬৫২ টি প্রতিষ্ঠান (ঘ)১৭০৭টি প্রকল্প (ঙ)০৫টি বাধ নির্মাণ	২৫৫০২.৭১	৮৮৪২১৮ জন ও ১২২২৩ টি পরিবার	২৩৭০৮.৬৮

৬.৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কর্মরত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমুহ পরিচালনার জন্য বিশেষ বিধানাবলী ঃ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ১২/৪/২০১২ খ্রিঃ তারিখ জারিকৃত বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশী ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ঠ বাংলাদেশী বেসরকারী স্বেচছাসেবী (এনজিও) ক্ষেত্রে অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী শীর্ষক পরিপত্রে তিনটি পার্বত্য জেলার জন্য কিছু বিশেষ বিধানাবলী আছে। পরিপত্রের ৫(জ) অনুচ্ছেদে পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিওসমূহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন করার জন্য জেলা পর্যায়ে নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হয়েছে ঃ

(১)	চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ	-	আহবায়ক
(২)	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক	-	সদস্য-সচিব
(৩)	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট জেলার সামাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক	-	সদস্য
(৫)	সংশ্লিষ্ট সরকারি অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা	-	সদস্য
(৬)	জেলার কর্মরত সকল এনজিও 'র একজন করে প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৭)	এডাব (ADAB) - এর একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৮)	সংশ্লিষ্ট এলাকার সার্কেল চীফ অথবা তার প্রতিনিধি	-	সদস্য

উল্লেখ্য, সমতল জেলাসমূহের জন্য জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে অনুরূপ কমিটি রয়েছে।
পরিপত্রের অনুচেছদ ১৪- এ পার্বত্য জেলাসমূহে এনজিওদের কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত নিম্নরূপ বিধানাবলী সংযুক্ত করা হয়েছে ঃ

ক) সরকার কর্তৃক প্রণীতব্য নীতিমালা অনুযায়ী পার্বত্য জেলাসমূহে উন্নয়ন ও সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এনজিওসমহূকে সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর হতে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হতে হবে।

খ) এনজিওসমূহ পার্বত্য জেলাসমূহে সকল প্রকার ইতিবাচক, উন্নয়নমূলক ও সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

গ) উন্নয়নমূলক বা সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে পার্বত্য জেলাসমূহের সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিরাজমান সমস্যা ও এলাকার অধিবাসীদের প্রকৃত প্রয়োজন চিহ্নিত করতে হবে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিরাজমান সমস্যা ও এলাকার অধিবাসীদের প্রকৃত প্রয়োজনের ভিত্তিতে এনজিওসমূহকে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হবে।

ঘ) এনজিও কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় এনজিওগুলো অগ্রাধিকার পাবে। পার্বত্য এলাকার বাইরের এনজিওগুলো পার্বত্য জেলাসমূহে কাজ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় এনজিওর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। স্থানীয় এনজিও সংশ্লিষ্ট এলাকায় পাওয়া না গেলে পার্বত্য এলাকার বাইরে এনজিওগুলো পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি সাপেক্ষে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

ঙ) ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে পার্বত্য অঞ্চলবাসীদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রেখে এনজিওসমূহ উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে।

চ) পার্বত্য এলাকায় কর্মরত এবং কাজ করতে ইচ্ছুক এনজিওসমূহ নিম্নেবর্ণিত নিষেধাজ্ঞাসমূহ প্রতিপালন করে চলবে:

(১) উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সম্প্রীতির বিঘ্ন ঘটায় এমন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না,

(২) ধর্মীয় অনুভূতি বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং ধর্মান্তরিতকরণ করা যাবে না,

(৩) সাম্প্রদায়িক কাজে উস্কানী প্রদান করে এমন কোনো কাজ করা যাবে না,

(৪) জাতীয় বা আঞ্চলিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমন কাজ করা যাবে না,

(৫) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এমন কোনো কর্মকাণ্ড করা যাবে না ঐ এলাকার অধিবাসীদের বিচ্ছিন্নতাবাদ বা গোষ্ঠিগত আন্দোলনে উৎসাহিত করে,

(৬) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এমন কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে পারবে না এবং

(৭) দেশী/বিদেশী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনরত কোন ব্যক্তি/সংগঠন বা রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে কোনো উস্কানীমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যাবে না।

ছ) এনজিও-দের কার্যক্রম, অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাব, কর্মপরিকল্পনা ও কর্ম এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। কোনো এনজিও অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাব, কর্মপরিকল্পনা বা কর্মএলাকার কাজ করলে অথবা ১৪ (চ) অনুচেছদে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা লংঘন করলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশক্রমে তাদের বিরুদ্ধে নিবন্ধন বাতিলসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। এছাড়াও কার্যপ্রণালীর অনুচ্ছেদ ৫(ঙ) ,৫(ছ) , ৫(ঝ), ৭(খ)(ঝ)(ট)(ঠ)(ড) ১২ (গ)(ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিও এর কার্যক্রম সম্পর্কিত বিধানাবলী বিধৃত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮-এর ২২(ছ) উপানুচ্ছেদ মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলাসমূহে কর্মরত এনজিও কার্যাবলীর সার্বিক সমন্বয় তদারকী করবে।

৬.৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের নাম, পদবী ও ফোন নম্বরঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	ফোন নম্বর
১.	জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	অফিস: ৯৫৪০০৪৪ বাসা : ৯৩৫৪০০১/ ৮১৫৮২৭১ মোবাইল: ০১৭১১৭০৪১৪১ ০১৭১১৫৩০৭৬৩
২.	জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি সচিব	অফিস: ৯৫৪০০৩৩ বাসা: ৯১৪৬৩৪৩ মোবাইল: ০১৫৫২১০৬৬৭০
৩.	জনাব যতন মার্মা (সহকারী সচিব) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব	অফিস: ৯৫৪০০৫৫ বাসা: মোবাইল: ০১৭৫৪৫৮৯৮৬৭
৪.	জনাব সাদেক হোসেন চৌধুরী মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	অফিস: ৯৫৪০১৩১ বাসা: ৯৩৪৭৭৬৯ মোবাইল: ০১৭১৮৫৪৪৪৮৮
৫.	জনাব এ এইচ এম জুলফিকার আলী জনসংযোগ কর্মকর্তা	অফিস: ৯৫৪০০১৭ মোবাইলঃ ০১৭১১২৪৭৮৩৪
৬.	জনাব মোহাম্মদ রাজীব সিদ্দিকী সচিবের একান্ত সচিব	অফিস: ৯৫৪০১২৯ বাসা: ৮১২২৫৬২ মোবাইলঃ ০১৯১৪১১১৪৬৬
৭.	জনাব মোঃ সামসুজ্জামান যুগ্ম সচিব (প্রশাসন))	অফিস: ৯৫৪৫০০৯ বাসাঃ ৯১২৭৭৯০ মোবাইলঃ ০১৭৬২০০৭৭১২
৮.	জনাব এ .এস. এম শাহেন রেজা উপসচিব (প্রশাসন)	অফিস: ৯৫৪০১২৮ বাসা: ৮৩৩৩৫৩১ মোবাইল: ০১৭১১৪৪৪৬৩৯
৯.	জনাব এ বি এম নাসিরুল আলম উপসচিব (পরিষদ)	অফিস: ৯৫৪০১২৩ বাসা: ৮৩৫১৯৩০ মোবাইল: ০১৫৫২৩৭৯৩১০
১০.	জনাব সুদত্ত চাকমা উপসচিব (পরিষদ-২)	অফিস : ৯৫৭৪৪১৭ বাসা: ৯১৩৭৪৩০ মোবাইল: ০১৮১৯২৪৭১৯১
১১.	নাজনীন সুলতানা সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)	অফিস: ৯৫৪৫০০৮ মোবাইল:০১৭১২৫৪৫৩২৪
১২.	মোঃ মজিবুর রহমান সিনিয়র সহকারী সচিব(বাজেট/প্রশাসন-২)	অফিস: ৯৫৭৬৬৪৩ বাসাঃ ৯৬৬৭৬৯৫ মোবাইল: ০১৭১১৪৪৬০৯৬
১৩.	বেগম ফারহানা হায়াত সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিষদ -১)	অফিস: ৯৫৪৫৬৯৮ মোবাইল: ০১৭১২১৬৯৮০০
১৪.	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন চৌধুরী সহকারী সচিব (আইন)	অফিস: ৯৫১৪৪৮১ মোবাইল: ০১৫৫২৪০৪৪১৫

১৫.	জনাব মোঃ তাজিমুল ইসলাম হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	অফিস: ৯৫১৪৪৮২ মোবাইল: ০১৭১১২২০২৩১
১৬.	জনাব বাসুদেব আচার্য যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)	অফিস : ৯৫৭৬৬১৩ বাসা: ৮৬১৩৬৮০ মোবাইল: ০১৭১১০০৯৮৭৭
১৭.	জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ শাহ্ আকন্দ যুগ্ম সচিব	অফিস: ৯৫৪০১২৭ বাসা: ৯৫৩৬৩৭৫ মোবাইল: ০১৯১৩০৮৫২০৭
১৮.	জনাব মানিক লাল বণিক যুগ্ম সচিব (সমন্বয়)	অফিস: ৯৫৭৬৬১৪ বাসা: ৯১৩৬৭৬৫ মোবাইল: ০১৭১৫২২০৬৩৬
১৯.	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম সহকারী সচিব (সমন্বয়-১)	অফিস: ৯৫৪০১০৩ মোবাইল: ০১৫৫২৩৬৬২৪৩
২০.	মিজ্ লিপিকা ভদ্র উপসচিব (সমন্বয়-২)	অফিস: ৯৫৪০১৫৩ বাসা: ৮৬২৯৩৭০ মোবাইল: ০১৭১১২৮৩২৯১
২১.	মিজ্ বিদুষী চাকমা সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন)	অফিস: ৯৫৭৭১১৮ মোবাইল: ০১৭৪২৪৪৪৭৭৭
২২.	বেগম তানিয়া খান সিনিয়র সহকারী প্রধান	অফিস: ৯৫৪৫০০৭ বাসা: ৯১১৫৪৭২ মোবাইল: ০১৫৫২৩৪১১২০

ফ্যাক্স: ৯৫৪০৭৮১ (সচিব) ৯৫৬৫৩০০ (প্রতিমন্ত্রী)
যোগাযোগ: উপসচিব (সমন্বয়-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ফোন: ৮৮০২-৯৫৪০১৫৩;
মোবাইল: ০১৭১১২৮৩২৯১

পড়ন্ত বেলায় পাহাড়ের চূড়ায় আলোর খেলা

নাফাকুম জলপ্রপাত, থানচি, বান্দরবন

ঝুলন্ত ব্রিজ, রাঙ্গামাটি

পাহাড়ে অস্তাচল